CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-145 ■ 24 February, 2026 ■ আগরতলা ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ১১ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

প্রয়াত মুকুল রায়

কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) ।। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অন্যতম ও প্রবীণ রাজনীতিক মুকুল রায় সোমবার ভোরে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন তিনি এবং চিকিৎসায় তেমন সাড়া দিচ্ছিলেন না। সোমবার ভোর প্রায় দেড়টা নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয় বলে নিশ্চিত করেছেন তাঁর পুত্র শুভ্রাংশু রায়।

রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে তিনি ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস-এর অন্যতম সংগঠক ও সাধারণ সম্পাদক। দলনেত্রী ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ঘনিষ্ঠ সহচর হিসেবেই তিনি দীর্ঘদিন পরিচিত ছিলেন। নব্বইয়ের দশকের শেষভাগে নতুন দল গঠনের জন্য যে প্রথম কয়েকজন নেতা ভারতের নির্বাচন কমিশন-এর দ্বারস্থ হন, তাঁদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন।

পরে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বেও ছিলেন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর নেতৃত্বাধীন যুক্ত প্রগতিশীল জোট সরকারের সময় তিনি রেলমন্ত্রী, নৌপরিবহণ ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রীসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদ সামলান।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বাড়তে থাকে। ২০১৭ সালে তিনি দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি-তে যোগ দেন এবং রাজ্যসভার সদস্যপদ থেকেও ইস্তফা দেন। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি বিজেপি প্রার্থী হিসেবে নদিয়ার কৃষ্ণনগর (উত্তর) কেন্দ্র থেকে জয়ী হন।

তবে নির্বাচনের ফল প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ফের তৃণমূলে যোগ দেন। কিন্তু বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা না দেওয়ায় তাঁর সদস্যপদ নিয়ে আইনি জটিলতা তৈরি হয়। বিষয়টি নিয়ে মামলা গড়ায় কলকাতা হাইকোর্ট-এ, এবং ২০২৫ সালের ১২ নভেম্বর আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ তাঁর বিধায়ক পদ বাতিল করে।

এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে তাঁর পুত্র সুপ্রিম কোর্টে যান এবং পরে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের সিদ্ধান্তে স্থগিতাদেশ দেয়।

মুকুল রায়ের মৃত্যুতে রাজ্যের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারত বিশ্বের ৬০টিরও বেশি দেশের সঙ্গে সংসদীয় মৈত্রী গোষ্ঠী গঠন

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংসদের সঙ্গে ভারতের আন্তঃসংসদীয় সম্পৃক্ততা বিস্তৃত করতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিলেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। তিনি ৬০টিরও বেশি দেশের সঙ্গে পার্লামেন্টারি ফ্রেন্ডশিপ গ্রুপ বা সংসদীয় মৈত্রী গোষ্ঠী গঠন করেছেন।

এই পদক্ষেপের মাধ্যমে ভারতীয় সংসদ বিশ্বের বিভিন্ন মহাদেশের আইনসভাগুলির সঙ্গে সংলাপ ও মতবিনিময় গভীরতর করতে চায়। প্রথাগত কূটনীতির পাশাপাশি ধারাবাহিক সংসদ-থেকে-সংসদ যোগাযোগের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করাই এর মূল উদ্দেশ্য।

এই মৈত্রী গোষ্ঠীগুলিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাংসদদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রবীণ নেতাদের মধ্যে রয়েছেন রবিশঙ্কর প্রসাদ, পি. চিদাম্বরম, রাম গোপাল যাদব, টি.আর. বালু, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, গৌরব গগৈ, কানিমোঝি করুণানিধি, মনীশ তেওয়ারি, ডেরেক ও'ব্রায়েন, অভিষেক ব্যানার্জী, আসাদুদ্দিন ওয়াইসি, অখিলেশ যাদব, কে সি বেণুগোপাল, রাজীব প্রতাপ রুডি, সুপ্রিয়া সুলে, সঞ্জয় সিং, বৈজয়ন্ত পান্ডা, শশী থারুর, নিশিকান্ত দুবে, অনুরাগ ঠাকুর, ভর্তৃহরি মাহতাব, দগ্গুবতী পুরন্দেশ্বরী, হেমা মালিনী, বিপ্লব কুমার দেব এবং প্রফুল প্যাটেল সহ আরও অনেকে। তাঁরা বিভিন্ন দেশের সঙ্গে গঠিত এই গোষ্ঠীগুলির নেতৃত্ব দেবেন।

প্রথম পর্যায়ে যেসব দেশের সঙ্গে সংসদীয় মৈত্রী গোষ্ঠী গঠন করা হয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েছে শ্রীলঙ্কা, জার্মানি, নিউজিল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভুটান, সৌদি আরব, ইসরায়েল, মালদ্বীপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ইউরোপীয় সংসদ, দক্ষিণ কোরিয়া, নেপাল, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জাপান, ইতালি, ওমান, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, ব্রাজিল, ভিয়েতনাম, মেক্সিকো, ইরান এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত।

এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল ভারতীয় সাংসদদের বিদেশি সমকক্ষদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময়ের সুযোগ করে দেওয়া, আইন প্রণয়নের অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করা এবং নিয়মিত সংলাপের মাধ্যমে পারস্পরিক আস্থা গড়ে তোলা। বাণিজ্য, প্রযুক্তি, সামাজিক নীতি, সংস্কৃতি এবং বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সহযোগিতার ক্ষেত্রও এতে বিস্তৃত হবে।

অধ্যক্ষ ওম বিড়লা বারবার সংসদীয় কূটনীতির গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বে ভারতীয় সংসদ আন্তর্জাতিক মঞ্চে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে, যেখানে ভারতকে একটি আত্মবিশ্বাসী ও পরিণত গণতন্ত্র হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে।

'অপারেশন সিন্দুর'-এর পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিভিন্ন দেশে বহুদলীয় প্রতিনিধিদল পাঠানোর উদ্যোগ নেন, যাতে জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তা প্রশ্নে ভারতের অবস্থান স্পষ্টভাবে তুলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দ্বাদশ পরীক্ষা ২৫শে, মাধ্যমিক ২৬শে

ককবরক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বাংলা ভাষাতেই হবে ঃ পর্ষদ সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পারিশ্রমিক বাড়নোর বিষয়ে গঠন করা হবে একটি কমিটি। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি এমনটাই জানিয়েছেন পর্ষদ সভাপতি ড. ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী।

এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত এবছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে।

তেমনি ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা। সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। পরীক্ষা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে ইতিমধ্যে সবরকম প্রশাসনিক ও

নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রশ্নপত্র সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রক্রিয়ায় কড়া নজরদারি রাখা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও জানান, ককবরক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বাংলাতেই হবে। তবে পরীক্ষার্থীরা যে কোনও স্ক্রিপ্টে পরীক্ষা দিতে পারবে। পর্ষধ তরফ থেকে যত্নসহকারে পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হবে।

এদিকে বোর্ড পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধির দাবির প্রসঙ্গেও গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন সভাপতি। তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাঁদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে আসছেন।

এই বিষয়টি খতিয়ে দেখতে একটি কমিটি গঠন করা হবে। সংশ্লিষ্ট সব দিক বিবেচনা করে কমিটি সুপারিশ পেশ করবে।

গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তপ্ত লঙ্কামুড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ।। দুই গোষ্ঠীর খন্ড যুদ্ধে উত্তপ্ত লঙ্কামুড়া ঘোষপাড়া এলাকা। অভিযোগ জমি বেচাকেনাকে কেন্দ্র করে বিজেপির মন্ডল সদস্য বিকাশ ঘোষ এবং তপন ঘোষ মিলে ভিকি ঘোষের উপর প্রাণঘাতী আক্রমণ সংগঠিত করে। ঘটনা গতকাল রাতে লঙ্কামুড়া ঘোষপাড়া এলাকায়। বর্তমানে জিবি হাসপাতাল চিকিৎসাধীন ভিকি ঘোষ। অপরদিকে এলাকাবাসীর অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় নেশার সম্রাজ্য গড়ে তুলেছে ভিকি ঘোষ। তাকে নেশা কারবারে বাধা দেওয়াতেই গতকাল এলাকাবাসীর উপর চড়াও হয়েছে সে। নিজেদের আত্মরক্ষার্থে এলাকাবাসীরাও তার ওপর চড়াও হয়েছে। ঘটনায় অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ ঘিরে উত্তপ্ত গোটা এলাকা।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ভিকি ঘোষ জানিয়েছে, একটি জমিকে কেন্দ্র করে এই হামলার সূত্রপাত। জমির লেনদেনকে কেন্দ্র করে বিজেপির মন্ডল সদস্য তার ওপর হামলা চালিয়েছে। তাকে বেধড়ক মারধর করেছে। সেই ছবি ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

অপরদিকে এলাকাবাসীরা আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, ভিকি ঘোষ যা বলছে তা সবটাই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষকদের দুরাবস্থা ঃ সরব কৃষকসভা, রাজ্যজুড়ে আন্দোলনের ডাক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ।। রাজ্যের কৃষকদের বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত সংকটজনকএমনই দাবি তুলে রাজ্যজুড়ে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করল সারা ভারত কৃষক সভা-র ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি।

রবিবার সংগঠনের রাজ্য কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সাংগঠনিক বিষয় ছাড়াও কৃষকদের নানাবিধ সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সোমবার মেলারমাঠস্থিত ক্ষেত মজুর ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক পবিত্র কর বলেন, রাজ্যের কৃষকরা চরম সংকটের মধ্যে রয়েছেন। পর্যাপ্ত সার মিলছে না, সেচের জলের তীব্র সমস্যা রয়েছে। ফলে অনেক কৃষক বাধ্য হয়ে কৃষিকাজ ছেড়ে দিচ্ছেন।

তিনি আরও জানান, সহজ শর্তে কৃষিঋণের সুযোগ না থাকায় চাষিরা আর্থিকভাবে চাপে পড়ছেন। এই পরিস্থিতিতে কৃষকদের ন্যায্য দাবিদাওয়া আদায়ে সারা ভারত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসির মধ্যে শুধু লুটের রাজত্ব ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ।। রাজ্যের বর্তমান সরকার প্রকৃত অর্থে জনজাতি অংশের মানুষের কল্যাণে কাজ করতে চায়। আর বর্তমানে এডিসির মধ্যে শুধু লুটের রাজত্ব চলছে। তাই এডিসিতে সত্যিকারের অর্থে উন্নয়ন চাইলে আগামীতে ২৮টি আসনে বিজেপিকে জয়যুক্ত করতে হবে। আজ দক্ষিণ জেলার মনুবনকুলে ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে আয়োজিত এক প্রকাশ্য জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, এতদিন ধরে আপনারা দেখেছেন যে জনজাতিদের জন্য কে ভাবে? অটল বিহারী বাজপেয়ী যখন প্রথম বার প্রধানমন্ত্রী হন তখন কেন্দ্রে আলাদাভাবে জনজাতিদের জন্য কোন দপ্তর ছিল না। সেই সময়ই জনজাতিদের জন্য প্রথম আলাদা দপ্তর খোলা হয়। আর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদি দায়িত্ব গ্রহণের পর জনজাতিদের উন্নয়নের লক্ষ্যে আরো জোরদার কাজ শুরু হয়। আজ আমাদের দেশের মধ্যে শুধু কথায় নয়, কাজের মাধ্যমে পরিচয় হচ্ছে। উড়িষ্যার এক প্রত্যন্ত এলাকার জনজাতি মহিলা দ্রৌপদী মুর্মুকে দেশের রাষ্ট্রপতি করা হয়েছে। আমাদের ত্রিপুরার রাজ পরিবারের সুযোগ্য সন্তান যিনি উপ মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তাঁকে এখন তেলেঙ্গানার মতো বড় রাজ্যের রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আমি কিছুদিন আগে একজন জনজাতি ব্যক্তিত্বকে টিপিএসসি (ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন) এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করেছি। সেখানে তিনজন মেম্বারের মধ্যে এক জনজাতি মহিলাকে মেম্বার হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছি। আমরা প্রকৃত অর্থে জনজাতি অংশের মানুষের কল্যাণে কাজ করতে চাই।

বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানুষকে বোকা বানানোর জন্য থানসা থানসা বলা হচ্ছে। আসলে কাজের কাজ কিচ্ছু নয়। শুধু নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এধরণের ভুল বোঝানোর চেষ্টা চলছে। এডিসির মধ্যে এখন শুধু লুটের রাজত্ব চলছে। কে কত বেশি লুট করবে সেই রাজ চলছে সেখানে। যারা সেখানে অডিট করতে গেছেন সেই সমস্ত রিপোর্ট আমার কাছে আছে। আমরা সবাই জানি সেখানে কি হচ্ছে। সত্যিকারের অর্থে এডিসির উন্নয়ন চাইলে আগামীদিন ২৮টি আসনে ভারতীয় জনতা পার্টিকে জয়যুক্ত করুন। আর সেটা সম্ভব যদি আপনারা আমাদের উপর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখেন।

জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরো বলেন, আমাদের সরকার আসার আগে ঐতিহ্যবাহী গড়িয়া পূজার জন্য মাত্র একদিনের ছুটি ছিল। গড়িয়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের ভিসা প্রদান শুরু বাংলাদেশ সহকারি হাইকমিশনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ।। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর অবশেষে সোমবার থেকে আগরতলায় অবস্থিত বাংলাদেশ সহকারি হাইকমিশন অফিস থেকে পুনরায় সকল ধরনের ভিসা প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এই ঘোষণায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন ভারত ও বাংলাদেশের অসংখ্য সাধারণ মানুষ।

উল্লেখ্য গত ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ নিরাপত্তাজনিত কারণ দেখিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য সকল ধরনের ভিসা ও কনস্যুলার পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে দুই দেশের মধ্যে যাতায়াত কার্যত অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে। বিশেষ করে যেসব পরিবারের আত্মীয়-স্বজন দুই দেশে বসবাস করেন, তারা চরম সমস্যায় পড়েছিলেন। পারিবারিক অনুষ্ঠান সহ বিভিন্ন কারণে যাতায়াত করতে না পেরে ভোগান্তির শিকার হন অনেকে।

আগরতলা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মানুষ বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য এই হাইকমিশনের উপর নির্ভরশীল। ভিসা পরিষেবা বন্ধ থাকায় আবেদনকারীদের মধ্যে উৎকণ্ঠা বাড়ছিল। অনেকের পরিকল্পিত সফর বাতিল করতে হয়েছিল।

আজ পুনরায় সব ধরনের ভিসা প্রদান শুরু হওয়ায় আবেদনকারীদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে। হাইকমিশন চত্বরে সকাল থেকেই আবেদনকারীদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। প্রয়োজনীয় নথিপত্র যাচাই করে স্বাভাবিক নিয়মেই ভিসা প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে। দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে ভিসা পরিষেবা পুনরায় চালু হওয়াকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলেই মনে করছেন সচেতন মহল। এতে দুই দেশের পারস্পরিক যোগাযোগ ও সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে বলেও আশা প্রকাশ করেছেন অনেকে।

নিগমের উচ্ছেদ অভিযানের সময়সূচি ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ।। শহরের সৌন্দর্যায়ন এবং ট্রাফিক ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে আগরতলা পুর নিগম এলাকার বিভিন্ন স্থানে বিশেষ উচ্ছেদ অভিযান চালানোর কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই অভিযানে বিভিন্ন জোনের সকল টাস্ক ফোর্স টিম অংশগ্রহণ করবে বলে জানানো হয়েছে।

পুর নিগম সূত্রে খবর, দিনের বেলা সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত উচ্ছেদ অভিযান চালাতে গিয়ে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

তাই রাতের সময় নির্ধারণ করে বিশেষ ড্রাইভ পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী, ২৪.০২.২০২৬ (মঙ্গলবার) রাত ১১:০০টা থেকে বটতলা ও সংলগ্ন এলাকায় অভিযান। ২৫.০২.২০২৬ (বুধবার) সন্ধ্যা ৬:০০টা থেকে হারাধন সংঘ লেক চৌমুহনী উত্তর গেট ও সংলগ্ন এলাকায় অভিযান। ২৬.০২.২০২৬ (বৃহস্পতিবার) রাত ১১:০০টা থেকে ফায়ার সার্ভিস চৌমুহনী, শংকর চৌমুহনী, দুর্গা চৌমুহনী ও সংলগ্ন এলাকায় বিশেষ ড্রাইভ পরিচালিত হবে।

পুর নিগম কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী আগরতলা শহর এলাকাকে জবরদখলমুক্ত করে একটি পরিচ্ছন্ন ও সুশৃঙ্খল নগরী হিসেবে গড়ে তুলতেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

শহরবাসীর সহযোগিতাও কামনা করা হয়েছে।

বিজেপির উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে রাজ্যে এক ঝাঁক নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ।। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী ও গতিশীল করে তুলতে গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত হল ভারতীয় জনতা পার্টি-র উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় "প্রশিক্ষণ মহাভিযান — ২০২৬" কর্মশালা। এতে অংশগ্রহণ করেন ত্রিপুরার একাধিক মন্ত্রী, বিধায়ক ও দলীয় পদাধিকারীরা।

ওই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস, টিঙ্কু রায়, প্রণজিৎ সিংহ রায়, কিশোর বর্মন, প্রদেশ সভাপতি ও রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, বিধায়ক রামপদ জামাতিয়া ও ভগবান দাসসহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

কর্মশালায় মূলত সংগঠনের আদর্শ, কার্যপদ্ধতি এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সংগঠনকে আরও সুসংগঠিত ও কার্যকর করে তোলার লক্ষ্যে মতবিনিময় ও দিকনির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করা হয়।

প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির লক্ষ্য হল উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দলকে আরও গতিশীল ও দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো। তিনি উল্লেখ করেন, শক্তিশালী সাংগঠনিক কাঠামো, সুপরিকল্পিত কর্মসূচি এবং নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের সম্মিলিত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই ছয়টি দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ।। বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই ছয়টি দোকান। গতকাল রাতে সোনামুড়ার বাণিজ্যিক প্রাণকেন্দ্র রবীন্দ্র চৌমুহনী এলাকায় ছয়টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। ওই ঘটনায় গোটা বাজারের ব্যবসায়ীদের মনে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে দমকলবাহিনী। ওই অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানান ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা,২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ইং
১১ ফাল্গুন, মঙ্গলবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

ইন্ডিয়া'র নেতৃত্ব নিয়া বিতর্ক

বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র নেতৃত্ব নিয়া সাম্প্রতিক জল্পনা রাজনৈতিক মহলে বেশ চাঞ্চল্য তৈরি করিয়াছে। বিশেষ করিয়া ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন সামনে রাখিয়া এই বিতর্ক নতুন মাত্রা পাইয়াছে।তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বরাবরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জোটের প্রধান মুখ হিসাবে তুলিয়া ধরিবার দাবি জানানো হইয়াছে। সম্প্রতি বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস নেতা মণিশঙ্কর আয়ার মন্তব্য করিয়াছেন যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছাড়া 'ইন্ডিয়া' জোটের অস্তিত্ব সংকটে পড়িতে পারে। তাঁহার মতে, রাহুল গান্ধীর উচিত আঞ্চলিক নেতাদের হাতে জোটের রাশ ছাড়িয়া দেওয়া।তামিলনাড়ুর উপ-মুখ্যমন্ত্রী উদয়নিধি স্ট্যালিন সম্প্রতি প্রকাশ্যেই দাবি করিয়াছেন যে, তাঁহার বাবা এম কে স্ট্যালিনের সারা দেশে বিজেপি-বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা রহিয়াছে। তাঁহার মতে, অনেক জাতীয় নেতাই মনে করেন স্ট্যালিন এই পদের জন্য যোগ্য।উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনার মুখপত্র "সামনা"-তেও সম্প্রতি জোটের নেতৃত্ব বদলের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে যে, কংগ্রেসকে এককভাবে দায়িত্ব না দিয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা এম কে স্ট্যালিনের মতো নেতাদের সামনে আনা প্রয়োজন।চার রাজ্যের নির্বাচনের আগে এই নেতৃত্ব বিতর্ক রাহুল গান্ধী ও মল্লিকার্জুন খাড়গের জন্য অস্বস্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশেষ করিয়া আসন সমঝোতা এবং ক্ষমতার ভাগাভাগি নিয়া শরিক দলগুলোর যেমন ডিএমকে এবং তৃণমূল সঙ্গে কংগ্রেসের টানাপোড়েন স্পষ্ট হইতেছে।জোটের শরিক দলগুলো এখন অনেক বেশি সোচ্চার এবং তাহারা জাতীয় স্তরে আঞ্চলিক নেতৃত্বের গুরুত্ব বাড়াইতে চাইছে।

বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র নেতৃত্ব নিয়া নতুন করিয়া বিতর্ক শুরু হইয়াছে। রাহুল গান্ধীর নেতৃত্ব নিয়া আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন একাধিক নেতা। অনেকেই মনে করিতেছেন, বিজেপির বিরুদ্ধে শক্তিশালী লড়াই চালাইতে হইলে নেতৃত্ব পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। তামিলনাড়ুর উপ-মুখ্যমন্ত্রী উদয়নিধি স্ট্যালিনের নেতৃত্বকে জোটের জন্য উপযুক্ত হিসেবে উল্লেখ করিতেছেন। তিনি বলিয়াছেন, অন্য রাজ্যের নেতারাও এমকে স্ট্যালিনকে এই দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুর আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রাখিয়া উদয়নিধির মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মনে করা হইতেছে। জোটের দুই বড় শরিকডিএমকে ও কংগ্রেসের মধ্যে আসন সমঝোতা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। অনেকের মতে, এই মন্তব্যের মাধ্যমে একদিকে কংগ্রেসকে চাপে রাখা এবং অন্যদিকে আসন সমঝোতা নিয়া আলোচনা প্রভাবিত করিবার চেষ্টা করা হইতেছে।শিবসেনা (উদ্ধব)-এর পাশাপাশি বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস নেতা মণিশঙ্কর আইয়ারও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জোটের মুখ হিসাবে দেখিতে চান। তিনি স্ট্যালিন ছাড়াও সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব এবং আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবের নামও নেতৃত্বের আলোচনায় উল্লেখ করিয়াছেন। তবে নেতাদের মতে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কংগ্রেসের হাতে থাকা উচিত।

সম্প্রতি স্ট্যালিন ও কংগ্রেস নেতা কেসি বেণুগোপালের মধ্যে প্রায় ৪৫ মিনিটের বৈঠক হইয়াছে। বৈঠকে মূলত আসন সমঝোতা ও রাজ্য নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়া আলোচনা হইয়াছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করিতেছেন, এই আলোচনা ভবিষ্যতের নির্বাচনী কৌশল ও জোটের অভিন্ন নেতৃত্ব নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখিতে পারে।তবে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'-র ব্যাটন কার হাতে থাকিবে তাহা নিয়াও গত কয়েক দিন ধরিয়া যে আলোচনা শুরু হইয়াছে সেখানে প্রধানত দুটি নাম উঠিয়া আসিয়াছেতৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। কারণ তাহাদের যে ভাবমূর্তি রাজীত রাজনীতিতে রহিয়াছে, তাহাতে মনে করা হইতেছে তাঁহারা জাতীয় সঙ্কট মোকাবিলায় সক্ষম।

পিএসইউ ব্যাঙ্ক ও স্বাস্থ্যখাতে কেনাকাটায় ঊর্ধমুখী সমাপ্তি সেনসেক্স-নিফটির

মুম্বই, ২৩ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : পিএসইউ ব্যাঙ্ক ও স্বাস্থ্যখাতের শেয়ারে জোরালো কেনাকাটার জেরে টানা দ্বিতীয় সেশনে ঊর্ধমুখী থাকল ভারতীয় শেয়ারবাজার। মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষিত পারস্পরিক শুল্কের বিরুদ্ধে রায় দেওয়ায় বৈশ্বিক ইতিবাচক সংকেতও বিনিয়োগকারীদের মনোবল বাড়ায়।

সূচক অনুযায়ী, নিফটি ৫০ ১৪১.৭৫ পয়েন্ট বা ০.৫৫ শতাংশ বেড়ে ২৫,৭১৩-এ বন্ধ হয়। অপরদিকে বিএসই সেনসেক্স ৪৭৯.৯৫ পয়েন্ট বা ০.৫৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৮৩,২৯৪.৬৬-এ স্থির হয়।

প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণে বিশেষজ্ঞরা জানান, নিফটির নিকটবর্তী রেজিস্ট্যান্স ২৫,৮০০ এবং পরবর্তী স্তর ২৫,৯০০, যেখানে উল্লেখযোগ্য ওপেন ইন্টারেস্ট (ওআই) গড়ে উঠেছে। নিম্নমুখে ২৫,৫০০ স্তরটি গুরুত্বপূর্ণ সাপোর্ট হিসেবে কাজ করছে।

সেনসেক্সের শেয়ারের মধ্যে শীর্ষে ছিল আদানি বন্দর এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, যার শেয়ার ২.৮২ শতাংশ বেড়েছে। এছাড়া কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংক, আল্ট্রাটেক সিমেন্ট, পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া, অ্যাক্সিস ব্যাংক এবং এইচডিএফসি ব্যাংক উল্লেখযোগ্য লাভ করেছে।

অন্যদিকে প্রযুক্তি খাতে চাপ বজায় ছিল। ইনফোসিস, টেক মাহিন্দ্রা এবং এইচসিএল টেকনোলজিস শীর্ষ ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ছিল। এছাড়া ট্রেন্ট লিমিটেড, বাজাজ ফিনসার্ভ এবং আইটিসি লিমিটেড-এর শেয়ারেও পতন দেখা যায়।

বৃহত্তর বাজারে মিশ্র প্রবণতা দেখা গেছে। নিফটি মিডক্যাপ ১০০ ০.৪৩ শতাংশ কমেছে, তবে নিফটি স্মলক্যাপ ১০০ ০.২৯ শতাংশ বেড়ে বন্ধ হয়েছে। খাতভিত্তিক সূচকের মধ্যে নিফটি পিএসইউ ব্যাংক ১.৩৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে শীর্ষ পারফর্মারদের অন্যতম ছিল। নিফটি মিডস্মল হেলথকেয়ার ১.০৩ শতাংশ বেড়েছে। বিপরীতে নিফটি আইটি ছিল সবচেয়ে খারাপ পারফর্মার, এর পরেই ছিল নিফটি কেমিক্যালস সূচক।

বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, মার্কিন আদালতের রায়ে বৈশ্বিক বাজারে ইতিবাচকতা এলেও সম্ভাব্য বাণিজ্য উত্তেজনার প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ রয়ে গেছে। বিশেষত বস্ত্র, ওষুধ, রত্ন ও গয়না এবং যন্ত্রাংশ রফতানিকারক সংস্থাগুলি শুল্ক-সংক্রান্ত অনিশ্চয়তায় চাপে পড়তে পারে।

তবে ব্যাঙ্কিং ও স্বাস্থ্যখাতে ধারাবাহিক কেনাকাটার জেরে বাজার টানা দ্বিতীয় দিন ইতিবাচক এলাকায় শেষ হয়েছে, যদিও বিনিয়োগকারীরা বৈশ্বিক বাণিজ্য পরিস্থিতির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন।

মধ্যপ্রদেশের নার্সিংহপুরে পথদুর্ঘটনা, ৩ শ্রমিক নিহত, আহত ৭

নার্সিংহপুর, ২৩ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): মধ্যপ্রদেশেরের নার্সিংহপুর জেলায় সোমবার এক মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনায় তিনজন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে এবং গুরুতর আহত হয়েছেন আরও সাতজন। শ্রমিকবোঝাই একটি পিক-আপ ভ্যান উল্টে গেলে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ নার্সিংহপুর জেলার বরমান থানার অন্তর্গত জাতীয় সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনায় নিহত ও আহত সকলেই পার্শ্ববর্তী ছিন্দওয়ারা জেলার সুরলা খাপা গ্রামের বাসিন্দা এবং পেশায় দিনমজুর। তাঁরা নার্সিংহপুর জেলায় সড়ক নির্মাণকাজে যোগ দিতে পিক-আপ ভ্যানে করে কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন। জাতীয় সড়কের ওই অংশে চলমান অবকাঠামো প্রকল্পে কাজ করার উদ্দেশ্যে ভোরেই রওনা দেন তাঁরা।

নার্সিংহপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ ভুরিয়া জানান, সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। ঘটনাস্থলেই দু'জনের মৃত্যু হয়। তৃতীয় ব্যক্তি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে অথবা চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

আহত সাতজনকে দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে তাঁদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে এবং অবস্থার উপর নজরদারি চলছে।

আগামী তিন বছরে, দেশের প্রতিটি পৌর কর্পোরেশনে 'ভারত ট্যাক্সি' উপস্থিত থাকবে : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি ।। আজ নতুন দিল্লিতে ভারত ট্যাক্সির 'সারথিদের' সাথে মতবিনিময় করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায়মন্ত্রী অমিত শাহ। আগামী তিন বছরে, দেশের প্রতিটি পৌর কর্পোরেশনে 'ভারত ট্যাক্সি' উপস্থিত থাকবে, বলেন তিনি।

তাদের সাথে আলোচনাকালে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র এবং সমবায়মন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, যারা শ্রমজীবী তাদেরই লাভের অধিকারী হওয়া উচিত। তিনি বলেন, ট্যাক্সি মালিকদেরকে সমৃদ্ধ করাই হল এর লক্ষ্য, এবং 'সারথি' হলেন এর প্রকৃত মালিক। শ্রী শাহ বলেন, 'সারথি' হলেন ভারত ট্যাক্সির মালিক এবং এর লাভেরও একটি অংশ তাদের থাকবে। সমবায়মন্ত্রী বলেছেন, আগামী তিন বছরে, দেশের প্রতিটি পৌর কর্পোরেশনে 'ভারত ট্যাক্সি' উপস্থিত থাকবে।

অমিত শাহ বলেছেন, দেশের পাঁচটি প্রধান সমবায়কে একত্রিত করে ভারত ট্যাক্সি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'সারথি'র সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে, অংশীদার হতে ইচ্ছুক যেকোনো 'সারথি' ৫০০ টাকা মূল্যের শেয়ার কিনে মালিকানা অধিকার অর্জন করবে। শ্রী শাহ আরও বলেন, ভারত ট্যাক্সির পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে, সারথিদের জন্য নির্দিষ্ট আসন সংরক্ষিত থাকবে। একবার সারথিরা পরিচালনা পর্ষদের অংশ হয়ে গেলে, তারা নিজেরাই অন্যান্য চালকদের স্বার্থ এবং উদ্বেগের সুরাহার জন্য প্রতিনিধিত্ব করবে।

কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী বলেন, ভারত ট্যাক্সির উদ্দেশ্য কোনও বেসরকারি কোম্পানির মতো বেশি মুনাফা অর্জন করা নয়। তিনি বলেন, ভারত ট্যাক্সির লক্ষ্য হল আমাদের চালক ভাইদের শক্তিশালী করা। তিনি বলেন, ভারত ট্যাক্সির শেয়ার সারথিদের হাতে, এবং তারা নিজেরাই মালিক; তাই, ভারত ট্যাক্সির নীতিও সারথিদের দ্বারা নির্ধারিত হবে। তিনি আরও বলেন, ভারত ট্যাক্সি হল চালকদের নিজস্ব কোম্পানি, এবং সহযোগিতা এর পথপ্রদর্শক নীতি হওয়া উচিত। ভারত ট্যাক্সি সারথিদের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাবে, কিন্তু তাদেরকে শোষণ করবে না।

অমিত শাহ বলেন, ভারত ট্যাক্সির মোট আয়ের ২০ শতাংশ সারথিদের মূলধন হিসেবে ভারত ট্যাক্সির অ্যাকাউন্টে জমা করা হবে এবং ট্যাক্সিটি কত কিলোমিটার ভ্রমণ করেছে তার উপর ভিত্তি করে ৮০ শতাংশ অর্থ সারথিদের অ্যাকাউন্টে ফেরত পাঠানো হবে। শ্রী শাহ বলেন, প্রথম ৩ বছর ভারত ট্যাক্সির সম্প্রসারণের জন্য ব্যয় করা হবে, এবং এরপর যা লাভ হবে তার ২০ শতাংশ ভারত ট্যাক্সির কাছে থাকবে এবং ৮০ শতাংশ সারথি ভাইদের কাছে ফেরত দেওয়া হবে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র তথা সমবায় মন্ত্রী বলেন, ভারত ট্যাক্সি চালু করার সিদ্ধান্তটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমবায় আন্দোলন। তিনি বলেন, এর আওতায় ভারত ট্যাক্সি সারথিদের ট্যাক্সি বন্ধক রাখবে এবং সমবায় ব্যাংকের মাধ্যমে তাদের ঋণ প্রদান করবে। অমিত শাহ বলেন, ভারত ট্যাক্সিতে কোনও গোপন বিষয় থাকবে না। তিনি বলেন, বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সারথিদের সমস্ত তথ্য সরবরাহ করে, 'ভারত ট্যাক্সি' বিশ্বের সবচেয়ে স্বচ্ছ ক্যাব পরিষেবা হয়ে উঠবে। তিনি বলেন, সারথিদের ন্যূনতম কার্যকারিতার উপর ভিত্তি করে একটি বেসলাইন কিলোমিটার রেট নির্ধারণ করে ভারত ট্যাক্সি পরিচালিত হবে। শ্রী শাহ ব্যাখ্যা করেন যে, ভারত ট্যাক্সিতে, গাড়ির খরচ, পেট্রোল খরচ এবং ন্যূনতম লাভ একত্রিত করে একটি বেসলাইন রেট তৈরি করা হবে এবং পরিষেবাটি এই হারের নিচে পরিচালিত হবে না। শ্রী শাহ বলেন, ভারত ট্যাক্সির উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন করা নয়, কারণ সারথিরা নিজেরাই এই সমবায়ের মালিক।

কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, ভারত ট্যাক্সিতে 'সারথি দিদি' (মহিলা চালক) ধারণার বিষয়ে চিন্তা করা হয়েছে। ভারত ট্যাক্সির 'সারথি দিদি' সুবিধা মহিলা সারথিদের স্বাবলম্বী করে তুলবে এবং মহিলা যাত্রী এবং সারথিদের নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করবে। তিনি বলেন, আগামী দিনে ভারত ট্যাক্সি অ্যাপে "সারথি দিদি" নামে একটি ব্যবস্থা করা হবে যাতে যখনই কোনও একক মহিলা যাত্রী থাকবেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই তাকে "সারথি দিদি"-র চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

অমিত শাহ বলেন, সারথিদের অভিযোগের জন্য ভারত ট্যাক্সি ওয়েবসাইটে একটি উইন্ডো খোলা হবে, যেখানে তারা তাদের মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে লগ ইন করতে পারবেন এবং তাদের সমস্ত সমস্যা জানাতে পারবেন। এর ভিত্তিতে, আমরা সেই অনুযায়ী নীতিগুলি সংশোধন করতে সক্ষম হব। ভারত ট্যাক্সি যেমন সারথিদের সমস্যার সমাধান করবে, তেমনি অন্যান্য ট্যাক্সি কোম্পানিগুলিকেও একই কাজ করতে হবে। শ্রী শাহ বলেন, ভারত ট্যাক্সির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত গ্রাহকদের খুশি রাখা এবং সারথিদের কল্যাণ নিশ্চিত করা।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায়মন্ত্রী বলেন, সারথিদের কখনই নিজেদের চালক হিসেবে উল্লেখ করা উচিত নয়; বরং তাদের গর্বের সাথে নিজেদের সারথি বলা উচিত। তিনি বলেন, সারথিদের মনে এই মর্যাদা এবং গর্বের অনুভূতি জাগানোই হল ভারত ট্যাক্সির দায়িত্ব। ভারত ট্যাক্সি সংস্কারের জন্য সমস্ত সম্ভাবনা খোঁজে দেখা হবে এবং একে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে প্রতিটি সমস্যার সমাধানও বেরিয়ে আসবে। শ্রী শাহ আরও বলেন, সারথিদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করাও সারথিদের নিজেদের দায়িত্ব। অমিত শাহ বলেন, ট্যাক্সি ক্ষেত্রের সমস্যাগুলি কেবলমাত্র একটি সঠিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমেই সমাধান করা যেতে পারে। তিনি বলেন, বর্তমানে বিদ্যমান কোম্পানিগুলির লক্ষ্য সারথিদের কল্যাণ নয়। শ্রী শাহ বলেন, ভারত ট্যাক্সির লক্ষ্য সারথিদের কল্যাণ এবং গ্রাহকদের সাথে ভালো আচরণ করা। তিনি আরও বলেন, সারথিদের সাথে ভারত ট্যাক্সির ধারাবাহিক আলোচনা এবং তাদের সমস্যার কথা শোনার জন্য কর্মসূচি থাকবে এবং অনলাইন মাধ্যম, অংশগ্রহণমূলক বৈঠক এবং কল সেন্টারের মাধ্যমে সারথিদের সাথে যোগাযোগ বহাল থাকবে।

৫৯০ কোটি টাকার জালিয়াতির জেরে আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্কের শেয়ারে ২০ লোয়ার সার্কিট

মুম্বই, ২৩ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : প্রায় ৫৯০ কোটি টাকার জালিয়াতির ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর সোমবার শেয়ারবাজারে বড় ধাক্কা খেল আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক। দিনের লেনদেনে ব্যাঙ্কটির শেয়ার ২০ শতাংশ লোয়ার সার্কিটে পৌঁছে যায়।

শেয়ারটি ২০ শতাংশ পড়ে ৬৬.৮৫ টাকায় নেমে আসে, যা ছিল দিনের সর্বনিম্ন স্তর। শুরুতেই প্রায় ১০ শতাংশ নিম্নমুখী হয়ে খোলে এবং পরে ক্ষতি আরও বাড়ে। সকাল ১০টা ৩৩ মিনিটে শেয়ারটি ১৬.০৬ শতাংশ কমে ৭০.১০ টাকায় লেনদেন করছিল।ব্যাঙ্কের তরফে জানানো হয়েছে, চণ্ডীগড় শাখায় হরিয়ানা সরকার-সংযুক্ত কিছু নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে এই অনিয়ম সীমাবদ্ধ। ইতিমধ্যেই নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলিকে বিষয়টি জানানো হয়েছে এবং পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তদন্ত চলাকালীন চারজন কর্মকর্তাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা নথিতে ব্যাঙ্ক জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে দেখা যাচ্ছে চণ্ডীগড়ের একটি নির্দিষ্ট শাখায় হরিয়ানা রাজ্য সরকারের কিছু অ্যাকাউন্টে কয়েকজন কর্মী অননুমোদিত ও জালিয়াতিমূলক কার্যকলাপ চালিয়েছেন এবং এতে অন্য ব্যক্তি বা সংস্থাও জড়িত থাকতে পারেন। স্বতন্ত্র ব্রোকারেজ সংস্থাগুলির অনুমান, সন্দেহভাজন জালিয়াতির পরিমাণ ব্যাঙ্কটির নিট সম্পদের প্রায় ০.৯ শতাংশ এবং ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের সম্ভাব্য কর-পূর্ব মুনাফার প্রায় ২০ শতাংশের সমান।

এদিকে, হরিয়ানা সরকার অবিলম্বে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক এবং এইউ স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক-কে সরকারি কাজের জন্য প্যানেল থেকে বাদ দিয়েছে বলে একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। সরকারি দপ্তর, বোর্ড, কর্পোরেশন এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে এই দুই ব্যাঙ্কে আমানত, বিনিয়োগ বা অন্য কোনও আর্থিক লেনদেন বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, বিদ্যমান ব্যালান্স অবিলম্বে অন্যত্র স্থানান্তর এবং অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।রাজ্যের অর্থ দপ্তর স্থায়ী আমানত সংক্রান্ত নির্দেশিকা যথাযথভাবে অনুসরণ না করার বিষয়টি চিহ্নিত করেছে। অভিযোগ, কিছু ক্ষেত্রে উচ্চ সুদের স্থায়ী আমানতের পরিবর্তে অর্থ সেভিংস অ্যাকাউন্টে রাখা হয়েছিল, ফলে রাজ্যের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।সব দপ্তরকে অনুমোদিত আমানত শর্ত কঠোরভাবে মেনে চলা, নিয়মিত যাচাই, মাসিক সমন্বয় (রেকনসিলিয়েশন) এবং কোনও অসঙ্গতি থাকলে তা রিপোর্ট করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সমস্ত রেকনসিলিয়েশন ৩১ মার্চ, ২০২৬-এর মধ্যে সম্পন্ন করে ৪ এপ্রিল, ২০২৬-এর মধ্যে প্রত্যয়িত সম্মতি প্রতিবেদন জমা দিতে হবে।

ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়ায় সোনা-রুপোর দামে বড় উল্লম্ফন

মুম্বই, ২৩ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : ক্রমবর্ধমান ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা এবং মার্কিন ডলারের তীব্র পতনের প্রভাবে সোমবার দেশীয় বাজারে সোনা ও রুপোর দামে উল্লেখযোগ্য উত্থান দেখা গেছে।

মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া (এমসিএক্স)-এ এপ্রিল ডেলিভারির সোনা ফিউচার্স অন্তর্বর্তী লেনদেনে ১.৮৩ শতাংশ বেড়ে প্রতি ১০ গ্রাম ১,৫৯,৭৪৯ টাকায় পৌঁছায়। অন্যদিকে মার্চ ডেলিভারির রুপো ফিউচার্স ৫.১০ শতাংশ লাফিয়ে প্রতি কেজি ২,৬৫,৮৩৬ টাকায় উঠে যায়। দিনের শুরুতে সোনার দাম প্রায় ২ শতাংশ এবং রুপোর দাম প্রায় ৬ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বিশ্লেষকদের মতে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প-এর ইরানের সঙ্গে "অর্থবহ চুক্তি"র জন্য নির্ধারিত ১০ দিনের সময়সীমা ঘনিয়ে আসায় বিনিয়োগকারীদের মধ্যে অনিশ্চয়তা বেড়েছে। ইরান জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় তারা তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে কিছু ছাড় দিতে প্রস্তুত, যদি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের অধিকার স্বীকৃত হয়। সম্ভাব্য মার্কিন হামলা এড়াতেই এই উদ্যোগ বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এদিকে, মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট ট্রাম্পের আরোপিত বেশ কিছু শুল্ক বাতিল করায় ডলারের মান আরও দুর্বল হয়েছে, যা মূল্যবান ধাতুর দামে সমর্থন জুগিয়েছে।

মতিলাল ওসওয়াল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস-এর কমোডিটি বিশ্লেষক মানব মোদী বলেন,

সংশোধিত ভারতনেট কর্মসূচিতে অন্ধ্রপ্রদেশে গ্রামীণ টেলিকম পরিকাঠামোয় গতি : জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : সংশোধিত ভারতনেট কর্মসূচি দেশের প্রতিটি গ্রামে, অন্ধ্রপ্রদেশ-সহ, অপটিক্যাল ফাইবার কেবল (ওএফসি) ও ব্রডব্যান্ড সংযোগ পৌঁছে দেবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় যোগাযোগমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। তিনি বলেন, ১৬.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ১.৩৯ লক্ষ কোটি টাকা) ব্যয়ের এই সরকারি অর্থায়িত প্রকল্প প্রযুক্তিকে গণতান্ত্রিকীকরণের এক বড় পদক্ষেপ।

সংশোধিত ভারতনেট কর্মসূচির (এবিপি) দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ডিজিটাল ভারত নিধি (ডিবিএন), টেলিযোগাযোগ দপ্তর এবং অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওসি) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

সিন্ধিয়া বলেন, "আমরা মূলত প্রযুক্তিকে দেশের প্রতিটি নাগরিকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করছি। প্রযুক্তি ব্যক্তির প্রতিভা, দক্ষতা ও আকাঙ্ক্ষাকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরার সুযোগ তৈরি করেছে।"

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. পেম্মাসানি চন্দ্র শেখর জানান, এই সমঝোতা রাজ্য-নেতৃত্বাধীন মডেলের আওতায় দ্রুত ও টেকসই বাস্তবায়নের একটি কাঠামোবদ্ধ রূপরেখা দেবে, যেখানে আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি জবাবদিহিতাও নিশ্চিত করা হবে। তিনি বলেন, এই অংশীদারিত্ব শেষ-মাইল সংযোগ মজবুত করবে, ৪জি পরিষেবার বিস্তার ঘটাবে এবং গ্রামীণ নাগরিকদের সাশ্রয়ী ও নির্ভরযোগ্য ডিজিটাল পরিষেবা নিশ্চিত করবে।

এই চুক্তির মাধ্যমে ডিবিএন ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সমন্বয় বাড়িয়ে সংশোধিত ভারতনেট কর্মসূচির দ্রুত রোলআউট নিশ্চিত করা হবে। রাজ্য সরকার 'রাইট অব ওয়ে' (আরওডব্লিউ) অনুমোদন, অবকাঠামো ব্যবহার এবং প্রয়োজনীয় সমন্বয় সহায়তা প্রদান করবে।

মন্ত্রক সূত্রে জানা গেছে, প্রকল্পের মূল অর্থায়ন ডিবিএন বহন করবে এবং পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে রাজ্য সরকারও অংশীদার হবে। কর্মসূচির আওতায় গড়ে ওঠা নেটওয়ার্ককে রাজ্য সরকার কার্যকরভাবে ব্যবহার করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব সর্বাধিক করবে। কেন্দ্র ইতিমধ্যেই অন্ধ্রপ্রদেশে এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ২,৪৩২ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা অনুমোদন করেছে। এর মাধ্যমে সরকারি সহায়তায় পাঁচ লক্ষের বেশি গ্রামীণ হোম ফাইবার সংযোগ স্থাপন সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এই উদ্যোগ গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত এলাকায় ডিজিটাল শাসনব্যবস্থা জোরদার, নাগরিকমুখী পরিষেবার উন্নত সরবরাহ, অনলাইন শিক্ষা, ডিজিটাল পেমেন্ট, ই-গভর্ন্যান্স এবং টেলিমেডিসিন প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বেঙ্গালুরুতে এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম অফিস খুলল অ্যামাজন, কাজ করবেন ৭,০০০ কর্মী

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : মার্কিন প্রযুক্তি জায়ান্ট অ্যামাজন বেঙ্গালুরুতে এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম অফিস চালু করার ঘোষণা দিয়েছে। সোমবার সংস্থাটি জানায়, নতুন এই ক্যাম্পাসে ৭,০০০-এরও বেশি কর্মী কাজ করবেন।

১২ তলা বিশিষ্ট এই ক্যাম্পাসটি ১১ লক্ষ বর্গফুট জায়গাজুড়ে বিস্তৃত। ই-কমার্স, অপারেশনস, পেমেন্টস, প্রযুক্তি এবং সেলার সার্ভিসেস-সহ বিভিন্ন বিভাগে কর্মরতদের জন্য এই অফিস ব্যবহৃত হবে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কর্ণাটকের বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প এবং অবকাঠামো উন্নয়নমন্ত্রী এম বি পাটিল বলেন, বেঙ্গালুরুতে অ্যামাজনের ধারাবাহিক বিনিয়োগ ভারতের বৈশ্বিক প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন কেন্দ্র হিসেবে ক্রমবর্ধমান গুরুত্বকে প্রতিফলিত করে। এ ধরনের বৃহৎ ক্যাম্পাস উচ্চমানের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে এবং ভারতের ডিজিটাল অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে।

সংস্থাটি জানিয়েছে, ভারতে ইতিমধ্যে ৪০ বিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগ করেছে অ্যামাজন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে আরও ৩৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। নতুন এই ক্যাম্পাস সেই ধারাবাহিক বিনিয়োগেরই অংশ। কর্পোরেট ভবনটি কেম্পেগৌড়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সংস্থার দাবি, কর্মীদের মধ্যে সমন্বয়, নমনীয়তা, শিক্ষার সুযোগ এবং সুস্থতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই ক্যাম্পাসটি নকশা করা হয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় তরুণদের নতুন গাড়ি কেনা ১০ বছরের সর্বনিম্নে

সিউল, ২৩ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : দক্ষিণ কোরিয়ায় ২০ ও ৩০ বছর বয়সীদের মধ্যে নতুন যাত্রীবাহী গাড়ি কেনার হার গত বছর এক দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে বলে শিল্প সংশ্লিষ্ট তথ্য থেকে জানা গেছে।

অটো শিল্পের তথ্য বিশ্লেষক প্রতিষ্ঠান ক্যারিসিও-এর প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে ২০-এর কোঠায় থাকা ক্রেতাদের নামে মোট ৬১,৯৬২টি নতুন গাড়ি নিবন্ধিত হয়েছে, যা গত বছরের মোট নতুন গাড়ি নিবন্ধনের ৫.৬ শতাংশ। এ তথ্য প্রকাশ করেছে ইয়োনহাপ নিউজ এজেন্সি।

২০১৬ সালে ২০ বছর বয়সীদের নতুন গাড়ি নিবন্ধনের হার ছিল ৮.৮ শতাংশ। তবে পরবর্তী বছরগুলোতে তা ধারাবাহিকভাবে কমে ২০২৫ সালে গত ১০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্নে পৌঁছেছে।

একইভাবে, ৩০ বছর বয়সীদের নতুন গাড়ি নিবন্ধনের সংখ্যা গত বছর দাঁড়িয়েছে ২,০৯,৭৪৯টি, যা মোটের ১৯ শতাংশ। গত এক দশকে এ হার ৬.৯ শতাংশ পয়েন্ট কমে এটিও ১০ বছরের সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমেছে।

অন্যদিকে, বয়স্কদের মধ্যে নতুন গাড়ি কেনার প্রবণতা বেড়েছে। ৬০ বছর বয়সীরা গত বছর ২,০৪,২৯৪টি নতুন যাত্রীবাহী গাড়ি নিবন্ধন করেছেন, যা মোটের ১৮.৫ শতাংশ। ৭০ বছর বয়সীদের নিবন্ধন সংখ্যা ৫০,৮৬১টি, বা ৪.৬ শতাংশ।

শিল্প বিশ্লেষকদের মতে, বাড়তি খরচের চাপ এবং মোবাইল অ্যাপভিত্তিক গাড়ি ভাড়া পরিষেবার বিস্তার তরুণদের নতুন গাড়ি কেনা কমে যাওয়ার প্রধান কারণ।ডেলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অটোমোটিভ অধ্যাপক কিম পিল-সু বলেন, অনলাইনভিত্তিক কার-শেয়ারিং সংস্কৃতির প্রসারের ফলে ২০ ও ৩০ বছর বয়সীদের মধ্যে নিজস্ব গাড়ির প্রয়োজনীয়তা আগের তুলনায় কম অনুভূত হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, অন্যদিকে ৬০ ও ৭০ বছর বয়সীদের অনেকেই কর্মবাজারে প্রবেশ করছেন এবং চলাচলের সুবিধা নিশ্চিত করতে গাড়ি কিনছেন।

এদিকে, হুন্ডাই মোটর গ্রুপ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, হাইড্রোজেন ও রোবোটিক্স খাতে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে উত্তর জেওল্লা প্রদেশের পুনরুদ্ধারকৃত জমিতে বহু ট্রিলিয়ন-উন বিনিয়োগ পরিকল্পনা ঘোষণা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে শিল্প সূত্র জানিয়েছে।

মার্কিন শুল্ক ইস্যুতে ইতিবাচক প্রভাবে সেনসেক্স-নিফটির জোরদার উত্থান

মুম্বই, ২৩ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : বৈশ্বিক ইতিবাচক সংকেত এবং মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের শুল্ক সংক্রান্ত রায়ের প্রভাবে সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে শক্তিশালী উত্থানের মাধ্যমে লেনদেন শুরু করেছে ভারতীয় শেয়ারবাজার।

সকাল ৯টা ২৫ মিনিটে বিএসই সেনসেক্স ৫৬৩ পয়েন্ট বা ০.৬৮ শতাংশ বেড়ে ৮৩,৩৭৫-এ পৌঁছায়। একই সময়ে নিফটি ৫০ ১৭০ পয়েন্ট বা ০.৬৭ শতাংশ বেড়ে ২৫,৭৪১-এ অবস্থান করে। ব্রড-ক্যাপ সূচকগুলিও প্রধান সূচকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে লেনদেন করে। নিফটি মিডক্যাপ ১০০ বেড়েছে ০.১২ শতাংশ এবং নিফটি স্মলক্যাপ ১০০ বৃদ্ধি পেয়েছে ০.৮৬ শতাংশ।

খাতভিত্তিক সূচকের মধ্যে অধিকাংশই সবুজ অঞ্চলে ছিল। তবে নিফটি আইটি ০.১০ শতাংশ এবং রাসায়নিক খাত ০.২৬ শতাংশ হ্রাস পায়। অন্যদিকে নিফটি পিএসইউ ব্যাংক ১.১৩ শতাংশ বেড়ে শীর্ষ লাভকারী খাত হিসেবে উঠে আসে। এছাড়া নিফটি মেটাল ০.৭৭ শতাংশ এবং নিফটি অটো ০.৮৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিশ্লেষকদের মতে, মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প-এর আরোপিত শুল্ক বাতিল করায় ভারতের বাণিজ্য আলোচক দলের যুক্তরাষ্ট্র সফর স্থগিতের সিদ্ধান্ত বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। তবে এটি দীর্ঘমেয়াদি বড় উত্থানের জন্য যথেষ্ট নয় বলেও তারা সতর্ক করেছেন।

বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, নিফটির নিকটবর্তী সাপোর্ট স্তর ২৫,৩৭০ এবং রেজিস্ট্যান্স ২৫,৭০০। সাম্প্রতিক অস্থিরতার পর নিম্নস্তরে ধারাবাহিক কেনাকাটা এবং স্বল্পমেয়াদি ইতিবাচক প্রবণতার কারণে বাজারে ধীরে ধীরে আস্থা ফিরছে।

এছাড়া নিফটি ব্যাংক আগের দুর্বলতার পর শক্তিশালী প্রত্যাবর্তন করেছে এবং বিস্তৃত বাজারের তুলনায় ভালো পারফর্ম করেছে। এর সাপোর্ট ৬০,৮০০—৬০,৯০০ এবং রেজিস্ট্যান্স ৬১,৩০০—৬১,৪০০ স্তরে রয়েছে। এশীয় বাজারে মিশ্র চিত্র দেখা গেছে। জাপানের নিককেই ২২৫ ১.১২ শতাংশ কমেছে, হংকংয়ের হ্যাং সেং সূচক ২.২২ শতাংশ বেড়েছে এবং দক্ষিণ কোরিয়ার কোস্পি ০.৩৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে আগের সেশনে অধিকাংশ সূচক নিম্নমুখী ছিল। নাসডাক কম্পোজিট ০.১৬ শতাংশ কমেছে, এসএন্ডপি ৫০০ প্রায় স্থির ছিল এবং ডাও জোন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল এভারেজ ০.১৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

২০ ফেব্রুয়ারি বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা (এফআইআই) ৯৩৫ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করেছেন। অন্যদিকে দেশীয় প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা (ডিআইআই) ২,৬৩৭ কোটি টাকার শেয়ার কিনেছেন।

২৩ বিলিয়ন ডলারের রফতানিতে ভারতের শীর্ষ একক পণ্য আইফোন

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : ২০২৫ সালে ভারত থেকে রফতানিকৃত সবচেয়ে মূল্যবান একক পণ্য হিসেবে উঠে এসেছে আইফোন। শিল্প সংশ্লিষ্ট তথ্য অনুযায়ী, দেশে উৎপাদিত প্রায় ২৩ বিলিয়ন ডলার মূল্যের আইফোন বিদেশে রফতানি হয়েছে, যার বেশিরভাগই গেছে যুক্তরাষ্ট্রে।

শিল্প মহলের মতে, উৎপাদন-সংযুক্ত প্রণোদনা (পিএলআই) প্রকল্প এবং চীনা সরবরাহকারীদের ওপর নির্ভরতা কমানোর কৌশলের ফলে অ্যাপল ইনকর্পোরেটেড-এর রফতানিতে এই উল্লম্ফন ঘটেছে। সংস্থাটির পাঁচ বছরের পিএলআই মেয়াদ ২০২৬ সালের মার্চে শেষ হওয়ার কথা।

জানুয়ারি-ডিসেম্বর সময়কালে ৩০.১৩ বিলিয়ন ডলার রফতানির মাধ্যমে স্মার্টফোন প্রথমবারের মতো ভারতের শীর্ষ রফতানি খাতে পরিণত হয়েছে, যা অটোমোটিভ ডিজেল জ্বালানিকেও ছাড়িয়ে গেছে। মোট স্মার্টফোন রফতানির ৭৬ শতাংশই ছিল অ্যাপলের দখলে।

ভারতে অ্যাপলের উৎপাদন কাঠামোর মধ্যে রয়েছে পাঁচটি আইফোন অ্যাসেম্বলি কারখানা এর মধ্যে তিনটি পরিচালনা করছে টাটা গ্রুপ-এর বিভিন্ন সংস্থা এবং দুটি পরিচালনা করছে ফক্সকন। এ ছাড়া প্রায় ৪৫টি কোম্পানির একটি সরবরাহ শৃঙ্খল এই উৎপাদন ব্যবস্থাকে সহায়তা করছে, যার মধ্যে বহু এমএসএমই সংস্থাও রয়েছে।

ভারত এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মোবাইল ফোন উৎপাদক দেশে পরিণত হয়েছে। দেশে বিক্রি হওয়া ৯৯ শতাংশের বেশি মোবাইল ফোনই এখন 'মেড ইন ইন্ডিয়া', যা উৎপাদন মূল্য শৃঙ্খলে ভারতের অগ্রগতির ইঙ্গিত দেয়।

এদিকে, ভোক্তাদের ক্রয় প্রবণতায়ও পরিবর্তন দেখা গেছে। সাম্প্রতিক কাউন্টারপয়েন্ট গবেষণা-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালে বাজেট সেগমেন্টের প্রাধান্য কমে গিয়ে আইফোন ১৬-এর বেস ভ্যারিয়েন্ট দেশের সর্বাধিক বিক্রিত স্মার্টফোন মডেল হয়েছে।

ডিসেম্বর প্রান্তিকে অ্যাপল আমেরিকা, ইউরোপ, জাপান এবং এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সর্বকালের সর্বোচ্চ রাজস্ব অর্জন করেছে।

সম্প্রতি আয় সংক্রান্ত আলোচনায় অ্যাপলের সিইও টিম কুক বলেন, উদীয়মান বাজারগুলোতে, যার মধ্যে ভারতও রয়েছে, আমরা শক্তিশালী দ্বিগুণ অঙ্কের রাজস্ব বৃদ্ধি দেখেছি।

সিআরপিএফ ১২৪ ব্যাটেলিয়ানের পক্ষ নিউ হিন্দি স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামগ্রী বিতরণ করেন। ছবি নিজস্ব।

কংগ্রেস সরকার বানজারা সম্প্রদায়কে টার্গেট করছে কর্ণাটক বিজেপি সভাপতি বি.ওয়াই. বিজয়েন্দ্র

বেঙ্গালুরু, ২৩ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): কর্ণাটকে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বানজারা সম্প্রদায়কে লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন কর্ণাটক বিজেপি সভাপতি ও বিধায়ক বি. ওয়াই. বিজয়েন্দ্র। সোমবার তিনি বিজেপি বিধায়ক চন্দ্রু লামানি-র গ্রেফতার প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে এই মন্তব্য করেন। বিজয়েন্দ্র দাবি করেন, বানজারা সম্প্রদায় বিজেপির পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিলএই বিষয়টি কংগ্রেস সরকার মেনে নিতে পারছে না। তাঁর অভিযোগ, সিদ্দারামাইয়া মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই ওই সম্প্রদায় অবিচার ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, সম্প্রতি উপমুখ্যমন্ত্রী একটি বানজারা সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গেলে কয়েকজন যুবক প্রতিবাদ ও ঘেরাও করেন। তাঁদের অভিযোগ শোনার বদলে উপমুখ্যমন্ত্রী অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করে প্রতিবাদী যুবকদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেন বলে দাবি বিজয়েন্দ্রর। তাঁর অভিযোগ, এরপর থেকেই কংগ্রেস সরকার পরিকল্পিতভাবে ওই সম্প্রদায়কে নিশানা করছে। তবে তিনি জানান, বিধায়ক লামানি আইনি প্রক্রিয়ার সম্মুখীন হবেন এবং আদালতেই বিষয়টির নিষ্পত্তি হবে। ইতিমধ্যে কিছু অডিও ক্লিপ ফাঁস হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি, যার সত্যতা যাচাই প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, শিরাহাট্টি কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক চন্দ্রু লামানিকে গত শনিবার কর্ণাটক লোকায়ুক্তা গ্রেফতার করে। গদগ জেলার লক্ষ্মেশ্বর শহরে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে তাঁকে আটক করা হয় এবং পরে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়। অভিযোগ, একটি ক্ষুদ্র সেচ দফতরের কাজের বরাদ্দ সংক্রান্ত বিষয়ে এক ঠিকাদারের কাছ থেকে ১১ লক্ষ টাকা ঘুষ দাবি করেছিলেন তিনি। এর মধ্যে ৫ লক্ষ টাকা গ্রহণের সময় তাঁকে হাতেনাতে ধরে ফেলে লোকায়ুক্তা দল। তাঁর সরকারি ব্যক্তিগত সহকারী মঞ্জুনাথ ভাল্মিকি এবং ব্যক্তিগত সহকারী গুরু লামানিকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। অভিযোগকারী ঠিকাদারের নাম বিজয় পূজার।

আগামী মার্চের প্রথম সপ্তাহে শুরু হতে চলা বাজেট অধিবেশন নিয়েও মন্তব্য করেন বিজয়েন্দ্র। তিনি জানান, বিরোধী দলনেতা আর. অশোকের সঙ্গে আলোচনা করে বিধানসভায় দলের কৌশল নির্ধারণ করা হবে। প্রাথমিক আলোচনার পর শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে পরামর্শ করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

মন্ত্রী প্রিয়াঙ্ক খাড়গের দুর্নীতি সংক্রান্ত মন্তব্যেরও কড়া সমালোচনা করেন বিজেপি সভাপতি। তাঁর প্রশ্ন, মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগের প্রেক্ষিতে কংগ্রেসের নৈতিক অধিকার আছে কি না অন্যদের সমালোচনা করার। তিনি 'ভাল্মিকি কর্পোরেশন কেলেঙ্কারি' ও 'মুডা কেলেঙ্কারি'র প্রসঙ্গ তুলে তদন্তের দাবি জানান। তবে দুর্নীতিকে জাতিগত রং না দেওয়ারও আহ্বান জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে 'জাতিগত কার্ড' খেলার অভিযোগ প্রসঙ্গে বিজয়েন্দ্র বলেন, সিদ্ধারামাইয়া বিজেপির প্রতি নয়, বরং নিজের দলের অভ্যন্তরীণ অসন্তোষের মুখোমুখি হচ্ছেন। একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, পশুপালক সম্প্রদায় থেকে মুখ্যমন্ত্রী হওয়া গর্বের বিষয় হলেও, আসন্ন বাজেটে অনগ্রসর শ্রেণির উন্নয়ন কর্পোরেশনগুলির জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে। এই দাবিতে বিজেপি জোরালো চাপ সৃষ্টি করবে বলেও জানান তিনি।

ঝাড়খণ্ডের ৪৮ পুরসভায় ভোটগ্রহণ শেষ, সংঘর্ষ ও জাল ভোটের অভিযোগে উত্তপ্ত একাধিক এলাকা

রাঁচি, ২৩ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): ঝাড়খণ্ডের ৪৮টি পুরসভায় মেয়র-চেয়ারপার্সন ও ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ভোটগ্রহণ সোমবার বিকেল ৫টায় শেষ হয়েছে। দিনভর বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ, অশান্তি ও জাল ভোটের অভিযোগে একাধিক এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়।

রাজ্য নির্বাচন কমিশন এখনও চূড়ান্ত ভোটদানের হার প্রকাশ করেনি। তবে প্রাথমিক অনুমান অনুযায়ী, রাজ্যজুড়ে ৪৫ থেকে ৬০ শতাংশের মধ্যে ভোটদান হয়েছে। সকাল ৭টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। রাঁচি, ধানবাদ, দেওঘর, আদিত্যপুর, চাস, মেদিনীনগর, হাজারিবাগ, গিরিডিমঙ্গএই ৯টি পুরনিগম ছাড়াও ২০টি পৌরপরিষদ ও ১৯টি নগর পঞ্চায়েতে ভোট হয়। মোট ৪,৩০৪টি বুথে ভোটগ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সকাল থেকেই একাধিক বুথে দীর্ঘ লাইনের ছবি দেখা যায়।

রাঁচিতে রাজ্যপাল সন্তোষ কুমার গঙ্গোয়ার, মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন, প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী সঞ্জয় শেঠ এবং সাংসদ মহুয়া মাজি লাইনে দাঁড়িয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

তবে ভোট প্রক্রিয়া ঘিরে একাধিক অশান্তির ঘটনা সামনে আসে। বোকরোর চাস এলাকায় একটি বুথে গোলমালের জেরে প্রার্থীর সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে ডিএসপি প্রবীন সিং আহত হন। ভোজপুর কলোনিতে জাল ভোটের অভিযোগে তিন মহিলাকে আটক করা হয়, যা ঘিরে সাময়িক উত্তেজনা তৈরি হয়।

ধনবাদ পুরনিগমের ২৭ নম্বর ওয়ার্ডে দুই প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। ২২ নম্বর ওয়ার্ডে বুথ লুঠের চেষ্টা এবং এক প্রার্থীর ভাইয়ের উপর হামলার অভিযোগ ওঠে।

গিরিডিহের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে দুই পক্ষের বিবাদ পথ অবরোধ ও বিক্ষোভে রূপ নেয়। পরে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। গুমলার আম্বেদকর নগর বুথেও অশান্তির ঘটনা ঘটে। জামশেদপুরের জুগসালাই এলাকায় জাল ভোটের অভিযোগে প্রায় এক ঘণ্টা ভোটগ্রহণ বন্ধ থাকে।

রাঁচির হিন্দপিড়ি এলাকা থেকেও সংঘর্ষের খবর মিলেছে। সাহেবগঞ্জে এক হোমগার্ড জওয়ানের রাইফেল থেকে ভুলবশত গুলি ছুটে যাওয়ায় একটি বুথে সাময়িক আতঙ্ক ছড়ায়।

ভোটারদের একাংশ অভিযোগ করেন, একই পরিবারের সদস্যদের আলাদা বুথে বরাদ্দ করা হয়েছে। অনেকে আবার বুথ পরিবর্তনের বিষয়ে সময়মতো তথ্য না পাওয়ায় এক বুথ থেকে অন্য বুথে ঘুরতে বাধ্য হয়েছেন। নির্বাচন পরিচালনা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। প্রায় ৫০ হাজার ভোটকর্মী ডাক ভোটের সুবিধা না থাকায় ভোট দিতে পারেননি বলে অভিযোগ। পাশাপাশি কাউন্সিলর ও মেয়র-চেয়ারপার্সন পদের ব্যালট একসঙ্গে একই বাক্সে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েও আপত্তি তুলেছেন প্রার্থীরা। এতে গণনা প্রক্রিয়া জটিল ও বিলম্বিত হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।এই নির্বাচনে মেয়র ও চেয়ারপার্সন পদে ৫৬২ জন এবং ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ৫,৫৬২ জন প্রার্থীর ভাগ্য ব্যালট বাক্সবন্দি হয়েছে। আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হবে।

ভোটের আগে দিল্লি ও বাংলায় হামলার ছক আইএসআই—লস্কর মডিউল ভাঙার পর চাঞ্চল্য

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): দিল্লি ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় হামলার ছক কষছিল লস্কর-ই-তৈয়বা-ঘনিষ্ঠ একটি মডিউলএমনই দাবি তদন্তকারী সংস্থার। তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৮ জনকে গ্রেফতারের পর এই চক্রটি ভেঙে দেওয়ার ঘটনায় সামনে এসেছে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য। তদন্তকারীদের মতে, গোটা অপারেশনটির নেপথ্যে ছিল পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আন্তঃ-সেবা গোয়েন্দা সংস্থা (আইএসআই)।তদন্তকারী আধিকারিকদের দাবি, ফারিদাবাদ মডিউলের মতোই এই চক্রটির সঙ্গেও জম্মু ও কাশ্মীরের যোগ রয়েছে। গ্যান্ডারবলের বাসিন্দা শাবির আহমেদ লোনকে আইএসআই ২০১৯ সালে জেলমুক্তির পর থেকেই প্রভাবিত করতে শুরু করে। ২০০৭ সালে একে-৪৭ ও গ্রেনেড-সহ গ্রেফতার হওয়া লোন ২০১৯ সালে মুক্তি পান। এরপর তাঁকে বাংলাদেশে পাঠানো হয় বলে তদন্তে উঠে এসেছে। সেখান থেকেই তিনি মডিউলটি পরিচালনা করছিলেন বলে অভিযোগ।

ফারিদাবাদ মডিউল তদন্তে দেখা গিয়েছিল, এক ইমাম ওই চক্রের সদস্যদের পরিচালনা করছিলেন এবং তাঁকে নির্দেশ দিচ্ছিল আফগানিস্তান-ভিত্তিক জইশ-ই-মোহাম্মদ-এর এক হ্যান্ডলার।

গোয়েন্দা সূত্রে দাবি, এই মডিউল একাধিক 'ড্রাই রান' চালায় এবং সরাসরি হামলার বদলে প্রথম পর্যায়ে প্রচারযুদ্ধের ওপর জোর দেয়। কাশ্মীর ইস্যুতে পোস্টার সাঁটানো হয় দিল্লি ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায়। ১০ ফেব্রুয়ারি কলকাতার মেট্রো স্টেশন-সহ একাধিক জায়গায় এই ধরনের পোস্টার দেখা যায়। তদন্তে জানা গিয়েছে, দিল্লি ও সংলগ্ন এলাকায় বড়সড় হামলার পরিকল্পনা থাকলেও পশ্চিমবঙ্গও ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। নির্বাচনের আগে মন্দির, বাসস্ট্যান্ড ও মেট্রো স্টেশনগুলিকে নিশানা করার ছক কষা হয়েছিল বলে দাবি তদন্তকারীদের। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনকে ব্যাহত করতে বড় আকারের হামলার পরিকল্পনা করেছিল আইএসআইএমন আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন একাধিক আধিকারিক।

গোয়েন্দাদের মতে, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত জুড়ে একাধিক মডিউল গড়ে তুলেছে আইএসআই। পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত লাগোয়া আসনগুলিতে জামায়াতে ইসলামী-র প্রভাব বৃদ্ধিকে কাজে লাগাতে চাইছে তারা। এছাড়া হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামী (হুজি) ও জামাত-উল-মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি)-কে এই অভিযানে যুক্ত করা হয়েছে বলে অভিযোগ।অভিযোগ, সীমান্তবর্তী এলাকায় বিপুল সংখ্যায় অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের পাঠানো হচ্ছে এবং মাদ্রাসাগুলিতে আশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রায় এক মাস আগে তাঁদের ভারতে প্রবেশ করিয়ে জনবিন্যাসে পরিবর্তন ঘটানো এবং সাম্প্রদায়িক অশান্তি উসকে দেওয়াই উদ্দেশ্য বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা।

অন্তর্বর্তী সরকারের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্বে থাকা মুহাম্মদ ইউনূস-এর নেতৃত্বে বাংলাদেশকে আইএসআই তাদের 'লঞ্চ প্যাড' হিসেবে ব্যবহার করছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। 'অপারেশন সিঁদুর'-এর পর ভারতবিরোধী হামলার জন্য নতুন ঘাঁটি খুঁজছিল আইএসআই, আর সেই জায়গা হিসেবে বাংলাদেশকে বেছে নেওয়া হয়েছে বলে দাবি এক গোয়েন্দা আধিকারিকের।সন্ত্রাস দমন বিশেষজ্ঞদের মতে, ভবিষ্যতে বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা অঞ্চলগুলিই বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠতে পারে। আইএসআই-এর নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানগুলি ক্রমশ সীমান্তবর্তী এলাকাকেন্দ্রিক হবে এবং ভবিষ্যতের হামলাগুলিও সেখান থেকেই সমন্বিত হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তাঁরা।

বিকানের কিশোরীর ধর্ষণ-খুনে উত্তাল রাজস্থান বিধানসভা, কংগ্রেস বিধায়কদের ওয়াকআউট

জয়পুর, ২৩ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): বিকানেরে এক নাবালিকা কিশোরীর ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগকে কেন্দ্র করে সোমবার রাজস্থান বিধানসভায় তুমুল হট্টগোল হয়। জিরো আওয়ারে বিষয়টি উত্থাপনের পর কংগ্রেস বিধায়করা ওয়াকআউট করেন। ঘটনাকে ঘিরে শাসক-বিরোধী পক্ষের মধ্যে তীব্র বাকবিতণ্ডা হয় এবং স্পিকার কড়া মন্তব্য করেন।

কংগ্রেস বিধায়ক দুঙ্গারাম গেদার জিরো আওয়ারে বিষয়টি উত্থাপন করে দোষীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানান। জবাবে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জওহর সিং বেধাম জানান, পুলিশ তদন্ত চলছে, কিশোরীর দেহ মর্গে রয়েছে, ঊর্ধতন পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে রয়েছেন এবং দ্রুত অপরাধীদের গ্রেফতার করা হবে।

বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা টিকারাম জুলাই গ্রেফতারে বিলম্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং রাজ্যে কন্যাদের বিরুদ্ধে অপরাধ বাড়ছে বলে অভিযোগ করেন। সরকার পক্ষের প্রধান হুইপ জোগেশ্বর গর্গ বিরোধীদের ইস্যুটি রাজনীতিকরণ করার অভিযোগ তোলেন। এ সময় বেধাম একে "সস্তা রাজনীতি" বলে মন্তব্য করেন। জুল্লি পাল্টা বলেন, "খুনিদের কবে গ্রেফতার করা হবে জানতে চাওয়া রাজনীতি নয়।"পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে বিরোধী দলনেতা ওয়াকআউটের ঘোষণা করেন এবং কংগ্রেস বিধায়করা কক্ষ ত্যাগ করেন।

ওয়াকআউট চলাকালীন স্পিকার বাসুদেব দেবনানী কংগ্রেস বিধায়ক মনীশ যাদবকে 'কলিং অ্যাটেনশন মোশন'-এর জন্য ডাকেন। যাদব প্রথমে কক্ষ ত্যাগ করলেও পরে বক্তব্য রাখতে ফিরে আসেন। এতে স্পিকার কড়া সতর্কবার্তা দিয়ে বলেন, "একই সঙ্গে ওয়াকআউটকরে আবার বক্তব্য রাখতে চানএটা মেনে নেওয়া হবে না।"

এ সময় এক বিজেপি বিধায়ক হস্তক্ষেপ করলে স্পিকার অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, "আমি বলার পরও কেন কথা বলছেন? আপনি কি আমার চেয়ে বড় হয়ে গেছেন? বড় হয়ে থাকলে এসে আমার আসনে বসুন। শাসক দল যেমন সহযোগিতা করবে, বিরোধী দলকেও তেমনই সহযোগিতা করতে হবে।"উল্লেখ্য, শনিবার রাজস্থানের বিকানেরে সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে ১৩ বছরের এক কিশোরীর দেহ উদ্ধার হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, কিশোরীকে ধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে। সে অষ্টম শ্রেণির পরীক্ষায় অংশ নিতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। স্কুলে না পৌঁছনোর পর পরিবারকে খবর দেওয়া হয় এবং তল্লাশি চালিয়ে পরে একটি বনাঞ্চল থেকে দেহ উদ্ধার হয়।পুলিশ জানিয়েছে, প্রযুক্তিগত প্রমাণ সংগ্রহ করে সব দিক থেকে তদন্ত চালানো হচ্ছে।

ধর্মীয় উত্তেজনা ঠেকাতে নেপালের সীমান্ত শহর বীরগঞ্জে কারফিউ জারি

কাঠমান্ডু, ২৩ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনার প্রেক্ষিতে নেপালের পার্সা জেলায় সীমান্ত শহর বীরগঞ্জের একাংশে কারফিউ জারি করেছে স্থানীয় প্রশাসন। সোমবার সকাল ৯টা ৪৫ মিনিট থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

জেলা প্রশাসন অফিস, পারসা (ডিএও) জানিয়েছে, পূর্বে বীরগঞ্জ বাইপাস, পশ্চিমে সিরসিয়া নদী, উত্তরে গণ্ডক চক এবং দক্ষিণে শঙ্করাচার্য গেট পর্যন্ত নির্দিষ্ট এলাকায় কারফিউ জারি করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে সভা, সমাবেশ, মিছিল, বিক্ষোভ, বৈঠক ও অবস্থান কর্মসূচি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ থাকবে।পার্সার প্রধান জেলা আধিকারিক ভোলা দাহাল জানান, বীরগঞ্জের শ্রীপুর এলাকায় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের পর উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। জেলা পুলিশ দপ্তরের মুখপাত্র ও ডেপুটি সুপারিন্টেনডেন্ট হরি বাহাদুর বাসনেত বলেন, রবিবার সন্ধ্যায় একটি চারচাকার গাড়ি রাস্তা দিয়ে যেতে না পারাকে কেন্দ্র করে বচসা শুরু হয়। অভিযোগ, কয়েকজন হিন্দু যুবকের পার্ক করা মোটরসাইকেলের কারণে এক মুসলিম চালকের গাড়ি আটকে যায়। উভয় পক্ষের মধ্যে কটূক্তি বিনিময়ের জেরে পরিস্থিতি ধর্মীয় সংঘাতে রূপ নেওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়।প্রশাসনের দাবি, কারফিউ জারির পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে।উল্লেখ্য, বীরগঞ্জ ভারতের রক্সৌল শহরের সংলগ্ন এবং নেপালের আমদানি-রফতানির প্রধান প্রবেশদ্বারগুলির একটি। শহরটিতে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে এবং অতীতেও বিচ্ছিন্নভাবে ধর্মীয় উত্তেজনার ঘটনা ঘটেছে।সম্প্রতি দক্ষিণাঞ্চলের আরেক সীমান্ত জেলা রৌতাহাটের সদর শহর গৌরেও হিন্দু বিবাহ শোভাযাত্রা ও রমজান উপলক্ষে ধর্মীয় আচরণ পালনরত মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। একইভাবে, জানুয়ারির শুরুতে ধনুষা জেলায় একটি মসজিদ ভাঙচুরের ঘটনার পর বীরগঞ্জে কারফিউ জারি করা হয়েছিল।

বিকশিত ভারত ২০৪৭' লক্ষ্য পূরণে গুণগত মানই হোক বৃদ্ধির মূলমন্ত্র: পীযূষ গয়াল

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর লক্ষ্য পূরণে ভারতের উৎপাদন ও রফতানি ব্যবস্থায় গুণগত মানকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে বলে মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল।

সোমবার শিল্প ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য প্রসার দফতর (ডিপিআইআইটি) এবং কোয়ালিটি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত প্রথম জাতীয় গুণগত মান সম্মেলনে ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, 'অমৃতকাল'-এ দেশের অগ্রযাত্রায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র 'জিরো ডিফেক্ট, জিরো ইফেক্ট' দর্শনই পথপ্রদর্শক হওয়া উচিত।

গয়াল বলেন, "শুধু ভোক্তা দেশ হয়ে থাকলে ভারত এগোতে পারবে না। বিশ্বমানের পণ্য ও পরিষেবার উৎপাদক হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। 'ব্র্যান্ড ইন্ডিয়া' মানেই নির্ভরযোগ্যতা, আস্থা ও উৎকর্ষএই বার্তা বিশ্বে পৌঁছে দিতে হবে।"তিনি জানান, আগামী ছয়-সাত বছরে পণ্য ও পরিষেবা মিলিয়ে ২ ট্রিলিয়ন ডলার রফতানির উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য নিয়েছে ভারতযার মধ্যে ১ ট্রিলিয়ন ডলার পণ্য এবং ১ ট্রিলিয়ন ডলার পরিষেবা রফতানি। "এই লক্ষ্য পূরণ সম্ভব তখনই, যখন ভারতীয় পণ্য বিশ্বমানের সর্বোচ্চ গুণগত মান বজায় রাখবে," বলেন মন্ত্রী।

গয়াল আরও উল্লেখ করেন, গত সাড়ে তিন বছরে ভারত ৩৮টি উন্নত দেশের সঙ্গে নয়টি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, যা বিশ্ব জিডিপি ও বাণিজ্যের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশকে অন্তর্ভুক্ত করে। এর ফলে টেক্সটাইল, চামড়া, জুতো ও ওষুধ শিল্পে নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে। তবে এই বাজারে পূর্ণ সুবিধা পেতে হলে ধারাবাহিকভাবে উচ্চমানের পণ্য সরবরাহ করতে হবে বলে তিনি জানান।তিনি বলেন, শ্রমনির্ভর শিল্পে সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বিশ্ব বাণিজ্যে ভারতের অংশ এখনও সীমিত। উন্নত বাজারে প্রবেশাধিকারের সুযোগ কাজে লাগাতে শিল্প মহলকে আরও সচেষ্ট হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

একসময় দেশে "এক্সপোর্ট কোয়ালিটি" পণ্যের আলাদা চাহিদার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে গয়াল বলেন, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে আলাদা মানদণ্ডের সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে। দেশের বাজারে বিক্রি হওয়া পণ্য ও রফতানি পণ্যের গুণগত মান একই হওয়া উচিত বলেও জোর দেন তিনি।

সারা ভারত কৃষক সভার সাংবাদিক সম্মেলন। ছবি নিজস্ব।

বিহার বিধানসভা অধিবেশন শেষে নীতীশকে তীব্র আক্রমণ তেজস্বীর

পাটনা, ২৩ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): বিহার বিধানসভার কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার পর বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব সোমবার মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারশাসক জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ)-র বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান। তাঁর অভিযোগ, দুই দশকেরও বেশি সময় ক্ষমতায় থেকেও রাজ্যকে দীর্ঘস্থায়ী দারিদ্র্য ও দুর্বল প্রশাসনের দিকে ঠেলে দিয়েছে সরকার।

তেজস্বী বলেন, ২১ বছর ধরে এনডিএ শাসন সত্ত্বেও বিহার এখনও দেশের অন্যতম অনগ্রসর রাজ্য। তাঁর দাবি, দুর্নীতির কারণে রাজ্যের কোষাগার প্রায় শূন্যের পথে, এমনকি শীঘ্রই সরকারি কর্মীদের বেতন দিতেও সমস্যায় পড়তে পারে সরকার।

"২১ বছর এনডিএ শাসনের ফলে বিহার দেশের দরিদ্রতম রাজ্যে পরিণত হয়েছে," মন্তব্য করেন তেজস্বী। তিনি অভিযোগ করেন, বেকারত্ব, পরিযান ও দারিদ্র্যের নিরিখে রাজ্য শীর্ষে থাকলেও বিনিয়োগ, মাথাপিছু আয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিহার পিছিয়ে রয়েছে।

আরজেডি নেতা আরও দাবি করেন, গত দুই দশকে অপরাধ, দুর্নীতি, আমলাতান্ত্রিক আধিপত্য ও প্রশাসনিক ব্যর্থতা বেড়েছে। বর্তমান বিহার বাজেটকে তিনি "দিশাহীন" বলে অভিহিত করে বলেন, রাজ্যের জরুরি সমস্যাগুলির কোনও বাস্তবসম্মত সমাধান সেখানে নেই।

মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্ব নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তেজস্বী। তাঁর অভিযোগ, খুন, ধর্ষণ ও গণধর্ষণের ঘটনা প্রতিদিন ঘটলেও প্রশাসনের তরফে কার্যকর পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না। বিধানসভায় বিরোধীরা বিষয়গুলি উত্থাপন করলেও সরকার সন্তোষজনক জবাব দিতে ব্যর্থ হচ্ছে এবং পুরনো অজুহাত দিচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি।

এর আগে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবী এবং আরজেডি সাধারণ সম্পাদক রণ বিজয় সাহুও একই সুরে রাজ্য কোষাগার দেউলিয়ার মুখে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তেজস্বীর সতর্কবার্তা, আর্থিক অব্যবস্থাপনা চলতে থাকলে অচিরেই এমন পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে, যখন রাজ্য সরকারের পক্ষে কর্মচারীদের বেতন-সহ ন্যূনতম দায়বদ্ধতাও পূরণ করা কঠিন হয়ে পড়বে।

‘সর্বোচ্চ স্তরে’ বিমানভাড়া খতিয়ে দেখছে কেন্দ্র, জানাল সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): উৎসব ও ছুটির মরশুমে বেসরকারি বিমান সংস্থাগুলির সর্বোচ্চ স্তরে বিমানভাড়া ও অতিরিক্ত ফি আরোপের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে সোমবার সুপ্রিম কোর্টে জানাল কেন্দ্র।

বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চে এই জনস্বার্থ মামলার (পিআইএল) শুনানি হয়েছে। আবেদনে দাবি করা হয়েছে, দেশের অসামরিক বিমান চলাচল খাতে “অস্বচ্ছ, শোষণমূলক ও অ্যালগরিদম-নির্ভর” মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া চলছে। পাশাপাশি যাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে চেক-ইন ব্যাগেজ সীমা কমিয়ে দেওয়ার বিষয়টিও চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে।

কেন্দ্রের পক্ষে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল অনিল কৌশিক জানান, আবেদনে উত্থাপিত উদ্বেগ নিয়ে সরকারের সর্বোচ্চ স্তরে আলোচনা চলছে। তিনি বলেন, সলিসিটর জেনারেলও বৈঠক ডেকেছেন। বিষয়টি আমরা সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়েছি। চার সপ্তাহ সময় দিলে হলফনামা জমা দেব।

এই বক্তব্য নথিভুক্ত করে শীর্ষ আদালত কেন্দ্রকে চার সপ্তাহ সময় দিয়েছে এবং পরবর্তী শুনানির তারিখ ২৩ মার্চ ধার্য করেছে।

শুনানির সময় বিচারপতি বিক্রম নাথের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ মন্তব্য করেছে, ভ্রমণের শীর্ষ সময়ে বিমানভাড়ার ওঠানামা এবং অতিরিক্ত চার্জ আরোপ “অত্যন্ত গুরুতর উদ্বেগের বিষয়”। আদালত জানায়, এটি অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। নচেৎ আমরা অনুচ্ছেদ ৩২-এর অধীনে এ ধরনের আবেদন গ্রহণ করতাম না।

এদিকে, ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স-এর মামলায় পক্ষভুক্ত হওয়ার আবেদন আদালত গ্রহণ করেনি। আদালতের পর্যবেক্ষণ, নীতিগত সিদ্ধান্তের আগে কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনা করবে।

গত নভেম্বর মাসে সমাজকর্মী এস. লক্ষ্মীনারায়ণনের দায়ের করা আবেদনে নোটিস জারি করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। আবেদনে বলা হয়, অপরিহার্য পরিষেবা রক্ষণাবেক্ষণ আইনের অধীনে স্বীকৃত বিমানযাত্রা “অসংযত, অনির্দেশ্য ও শোষণমূলক” ভাড়া কাঠামোর কারণে ক্রমশ সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।

অ্যাডভোকেট চারু মাথুরের মাধ্যমে দায়ের করা আবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে, জরুরি পরিস্থিতি, উৎসব বা ব্যস্ত ভ্রমণ মরশুমে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ভাড়া দ্বিগুণ বা তিনগুণ হয়ে যায়, যা চিকিৎসা, শিক্ষা বা কর্মসংস্থানজনিত কারণে জরুরি ভ্রমণকারী যাত্রীদের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে।

আবেদনে আরও দাবি করা হয়েছে, যথাযথ যুক্তি ছাড়াই চেক-ইন ব্যাগেজের বিনামূল্যের সীমা ২৫ কেজি থেকে ১৫ কেজিতে নামিয়ে আনা হয়েছে, ফলে অতিরিক্ত ব্যাগেজ ফি-র মাধ্যমে বিমান সংস্থাগুলি বাড়তি আয় করছে।

এই ধরনের প্রক্রিয়াকে সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী বলে উল্লেখ করে আবেদনকারী কেন্দ্রকে একটি নিয়ন্ত্রক কাঠামো প্রণয়ন বা আধা-বিচারিক ক্ষমতাসম্পন্ন স্বাধীন এভিয়েশন ট্যারিফ নিয়ন্ত্রক সংস্থা গঠনের নির্দেশ দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন, যাতে ভাড়া কাঠামো তদারকি ও যাত্রীদের অভিযোগ নিষ্পত্তি করা যায়।

২০১৪ সাল থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যে পরিবর্তন হয়েছে তা স্পষ্ট : ডঃ জিতেন্দ্র সিং

নয়াদিল্লী, ২৩ ফেব্রুয়ারী : ’উন্নয়ন এবং শান্তি একটি পারস্পরিক সম্পর্ক ভাগ করে নেয়, যখন শান্তি বিরাজ করে, উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয় এবং যখন উন্নয়ন মানুষের কাছে পৌঁছায়, তখন তা শান্তিকে শক্তিশালী করে,’ আজ অসমের গুয়াহাটিতে এক প্রাক-অবসর পরামর্শ (পিআরসি) কর্মশালায় বক্তব্য রাখার সময় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ভূবিজ্ঞান, প্রধানমন্ত্রীর কার্য্যালয়, কর্মী, জনঅভিযোগ, পেনশন, পারমাণবিক শক্তি এবং মহাকাশ বিষয়ক কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন। অসম সরকারের সহযোগিতায় পেনশন ও পেনশনভোগী কল্যাণ বিভাগ এই কর্মশালার আয়োজন করে, যেখানে ঊর্ধতন জনপ্রতিনিধি, রাজ্য প্রশাসনের আধিকারিক, এসবিআই সহ ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান এবং অবসরকালীন কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানটি এ বছর রাজ্যে দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হয়, যা অসম সরকারের শক্তিশালী প্রশাসনিক সহায়তা এবং কার্য্যকর সমন্বয়ের প্রতিফলন।

গত দশকে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে যে পরিবর্তন দেখা গিয়েছে তার কথা উল্লেখ করে ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন, যারা ২০১৪ সালের আগে এই অঞ্চলটি দেখেছেন তারাই এই পরিবর্তন সবচেয়ে ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন। গুয়াহাটি এবং শিলংয়ের মধ্যে উন্নত সড়ক যোগাযোগ, যেসব রাজ্যে আগে কখনও রেল যোগাযোগ ছিল না, সেখানে রেল পরিষেবা সম্প্রসারণ, এই অঞ্চল জুড়ে নতুন বিমানবন্দর, ভূপেন হাজারিকা সেতু সহ প্রধান সেতু এবং উন্নত নিরাপত্তা পরিস্থিতি একসাথে বৃদ্ধি এবং একীকরণের একটি নতুন যুগের প্রতিফলন ঘটায়। তিনি আরও বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে মূলধারায় নিয়ে আসা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদান, যিনি প্রায়শই উন্নয়নমূলক উদ্যোগগুলি ব্যক্তিগতভাবে পর্যালোচনা করার জন্য এই অঞ্চলটি পরিদর্শন করেছেন।

মন্ত্রী বলেন, ক্রমবর্ধমান আয়ুষ্কাল এবং উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার কারণে দেশে পেনশনভোগীর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং শক্তিকে রাষ্ট্র গঠনের দিকে পরিচালিত করার জন্য প্রাক-অবসর পরামর্শদান উদ্যোগের চিন্তাভাবনা করা হয়েছিল। তিনি বলেন, আজ ৬০ বছর বয়সে অবসর গ্রহণকারী ব্যক্তিরা প্রায়শই তাদের স্বাস্থ্য এবং পেশাদার দক্ষতার শীর্ষে থাকেন এবং তাদের সম্ভাবনা সমাজের কাছে হারিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন যে, গত দশক ধরে সরকার নাগরিক-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে ব্যাপক পেনশন সংস্কার গ্রহণ করেছে। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, আগে পেনশনভোগীদের প্রায়শই একাধিক অনাপত্তিপত্র এবং দীর্ঘ কাগজপত্রের মতো জটিল প্রক্রিয়ার কারণে বিলম্বের সম্মুখীন হতে হত। আজ, সম্পূর্ণ ডিজিটাল প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে, পেনশনের কাগজপত্র অনেক আগেই শুরু হয়ে যায় এবং বেশিরভাগ প্রক্রিয়া অনলাইনে হয়ে গিয়েছে, যার ফলে সময় অনেকটাই কম লাগছে।

তিনি জানান যে সিসিএস (পেনশন) নিয়মগুলি যুক্তিসঙ্গত এবং সরলীকৃত করা হয়েছে। বহু রঙের পেনশন ফর্মগুলিকে একটি একক সমন্বিত ডিজিটাল ফর্ম দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। পুরোনো দিনের নিয়মগুলি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তিনি দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই অবিবাহিত, ডিভোর্সপ্রাপ্ত এবং পৃথক কন্যাদের পারিবারিক পেনশনের জন্য যোগ্য করে তোলা এবং দশ বছর চাকরি শেষ করার আগে কোনও কর্মচারীর মৃত্যু হলে পারিবারিক পেনশন প্রদানের মতো উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। মন্ত্রী নিখোঁজ কর্মচারীদের সম্পর্কিত নিয়মের সংশোধনীর কথাও উল্লেখ করেছেন, যার অধীনে পরিবারগুলিকে আগে পেনশন সুবিধা পেতে সাত বছর অপেক্ষা করতে হত। বিশেষ করে যেসব অঞ্চলে আগে আইনশৃঙ্খলার চ্যালেঞ্জ ছিল, সেইসব অঞ্চলে সুবিধা প্রদানে এই বিধানটি সংশোধন করা হয়েছে।

ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট (ডিএলসি) সম্পর্কে ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন যে এই অভিযানটি একটি গণআন্দোলনে পরিণত হয়েছে। হাজার হাজার শহরে নিবেদিতপ্রাণ শিবির আয়োজন করা হয় এবং বয়স্ক পেনশনভোগীদের সুবিধার্থে ফেইস সনাক্তকরণ প্রযুক্তি চালু করা হয়েছে, বিশেষ করে যেখানে বায়োমেট্রিক প্রমাণীকরণ ব্যর্থ হতে পারে। তিনি বলেন যে লক্ষ লক্ষ পেনশনভোগী এই সুবিধা থেকে উপকৃত হয়েছেন, যার ফলে তারা মোবাইল ডিভাইস ব্যবহার করে ঘরে বসেই জীবন সনদ জমা দিতে পারবেন।

তিনি অনলাইন পেনশন প্রক্রিয়াকরণের জন্য ’ভবিষ্য’ পোর্টাল, পেনশন বিতরণকারী ব্যাংকগুলিকে একটি সিঙ্গেল উইন্ডো ব্যবস্থায় একীভূত করা, অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য নিয়মিত পেনশন আদালত এবং বর্ধিত অনুদানের মাধ্যমে পেনশনভোগীদের কল্যাণ সমিতিগুলিকে শক্তিশালী করার মতো উদ্যোগগুলি আরও তুলে ধরেন। এই হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বেশ কয়েকটি দীর্ঘমেয়াদী মামলা, যার মধ্যে কয়েক দশক ধরে বিচারাধীন মামলাও রয়েছে, যা সমাধান করা হয়েছে।

ডঃ জিতেন্দ্র সিং জোর দিয়ে বলেন যে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি কেবল নতুন নিয়ম তৈরির উপরই নয়, বরং আজকের সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলা পুরনো এবং অপ্রয়োজনীয় নিয়মগুলি অপসারণের উপরও দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। তিনি অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের ভারতের বিকশিত ভারতের দিকে যাত্রায় নিজেদেরকে সক্রিয় অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করার এবং অবসর গ্রহণের পরেও সমাজে তাদের অভিজ্ঞতা অবদান রাখার আহ্বান জানান। মন্ত্রী আত্মবিশ্বাস ব্যক্ত করেন যে অবসর-পূর্ব পরামর্শদান উদ্যোগ অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের তাদের অবসর-পরবর্তী জীবনকে নির্দিষ্ট এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে পরিকল্পনা করতে সহায়তা করবে, পাশাপাশি দেশ গঠনে তাদের অব্যাহত অংশগ্রহণ থেকে সরকারকে উপকৃত করতে সক্ষম করবে।

এমএইচএ প্রকাশ করল ভারতের প্রথম জাতীয় সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী নীতি ‘প্রহার’

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (এমএইচএ) সোমবার ভারতের প্রথম জাতীয় সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী নীতি ও কৌশল ‘প্রহার’ প্রকাশ করেছে। দেশের নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে জানানো হয়েছে। এমএইচএ জানিয়েছে, ‘প্রহার’ একটি সমন্বিত ও কাঠামোবদ্ধ জাতীয় ফ্রেমওয়ার্ক, যার মাধ্যমে সীমান্ত-পার সন্ত্রাসবাদ, ড্রোন-ভিত্তিক হামলা, সাইবার-সক্ষম হুমকি এবং সংগঠিত জঙ্গি নেটওয়ার্কের মতো জটিল ও ক্রমবিবর্তনশীল নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবিলা করা হবে। আট পৃষ্ঠার এই নীতিপত্রে সন্ত্রাসবাদকে কোনও ধর্ম, জাতিগত পরিচয়, জাতীয়তা বা সভ্যতার সঙ্গে যুক্ত করার যে কোনও প্রচেষ্টা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। সরকার পুনরায় জানিয়ে দিয়েছে, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতিই অনুসৃত হবে এবং কোনও পরিস্থিতিতেই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে সমর্থন বা ন্যায্যতা দেওয়া যাবে না। নীতির সাতটি মূল স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করেই ‘প্রহার’ গঠিত। এগুলি হল সন্ত্রাসী হামলা প্রতিরোধ, দ্রুত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়া, নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি, মানবাধিকার-সম্মত অভিযান, উগ্রপন্থা বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ মোকাবিলা, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার এবং সামাজিক সহনশীলতা ও পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া শক্তিশালী করা। হুমকি মূল্যায়ন অংশে বলা হয়েছে, সীমান্ত-পার সন্ত্রাসবাদ এখনও বড় চ্যালেঞ্জ। আল-কায়েদা ও আইএসআইএস-এর মতো আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন ভারতে স্লিপার সেল সক্রিয় করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি পাঞ্জাব ও জম্মু-কাশ্মীরের মতো সংবেদনশীল এলাকায় ড্রোন ব্যবহারের মাধ্যমে অস্ত্র ও মাদক পাচারের ঘটনাও উদ্বেগজনক। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের অপব্যবহার নিয়েও সতর্ক করা হয়েছে নীতিতে। সামাজিক মাধ্যম, এনক্রিপ্টেড মেসেজিং অ্যাপ, ডার্ক ওয়েব ও ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে জঙ্গি কার্যকলাপ, প্রচার, নিয়োগ ও অর্থসংগ্রহের প্রবণতা বাড়ছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাকে নীতির মূলভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। রিয়েল-টাইম গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়ের জন্য মাল্টি এজেন্সি সেন্টার ও জয়েন্ট টাস্ক ফোর্স অন ইন্টেলিজেন্সকে কেন্দ্রীয় নোড হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। সন্ত্রাসে সহায়ক নেটওয়ার্ক, অবৈধ অস্ত্র সরবরাহ চক্র ও অর্থায়নের উৎস ভেঙে দেওয়ার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সন্ত্রাসী হামলার ক্ষেত্রে স্থানীয় পুলিশকে ‘ফার্স্ট রেসপন্ডার’ হিসেবে কাজ করতে হবে। বৃহৎ অভিযানে ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ডের মতো বিশেষ বাহিনী সহায়তা দেবে। সন্ত্রাস-সংক্রান্ত মামলার তদন্তে নেতৃত্ব দেবে জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ), যাতে কার্যকর বিচার ও উচ্চ দণ্ডাদেশের হার নিশ্চিত করা যায়। নীতিতে মানবাধিকার ও আইনের শাসনের প্রতি কঠোর প্রতিশ্রুতির কথাও পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন-সহ প্রযোজ্য আইন এবং আন্তর্জাতিক আইনি দায়বদ্ধতার আওতায় থেকেই সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

ষষ্ঠ খেলো ইন্ডিয়া উইন্টার গেমসের উদ্বোধন করলেন জম্মু ও কাশ্মীরের এল-জি মনোজ সিনহা

গুলমার্গ, ২৩ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা সোমবার গুলমার্গে ষষ্ঠ সংস্করণের খেলো ইন্ডিয়া শীতকালীন গেমস-এর উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন, একটি সাধারণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা থেকে এই গেমস এখন জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ক্রীড়াবিদ ও দলীয় কর্মকর্তাদের স্বাগত জানিয়ে এল-জি বলেন, খেলো ইন্ডিয়া উইন্টার গেমস শান্তি, সমতা ও সৌহার্দ্যের আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করে। বহু ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের দেশ ভারতে গুলমার্গের এই শীতকালীন ক্রীড়া আসর এক সার্বজনীন বন্ধনের ভাষা হিসেবে কাজ করছে।

তিনি বলেন, “গুলমার্গের তুষারঢাকা ঢাল জীবনের কঠিন চ্যালেঞ্জের প্রতিচ্ছবি। পড়ে গিয়ে ভুল বিশ্লেষণ করে আরও শক্তভাবে উঠে দাঁড়ানোএটাই খেলাধুলার আসল শিক্ষা।” জাতীয় ঐক্য জোরদার করাই এই আসরের মূল লক্ষ্য বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

এল-জি আরও বলেন, এই মেগা শীতকালীন ক্রীড়া অনুষ্ঠান দেশের ক্রীড়া ঐতিহ্য, ঐক্য ও খেলাধুলার রূপান্তরমূলক শক্তির উদ্‌যাপন। “তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকেও পারস্পরিক সম্মান ও বন্ধুত্ব গড়ে ওঠেএটাই খেলাধুলার মর্ম,” বলেন তিনি।

আল্পাইন স্কিইং, নর্ডিক স্কিইং, স্নোবোর্ডিং ও স্কি মাউন্টেনিয়ারিং সহ বিভিন্ন ইভেন্টে ক্রীড়াবিদদের কঠোর অনুশীলন ও দক্ষতা আগামী দিনগুলিতে প্রতিফলিত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। অংশগ্রহণকারীদের ক্রীড়াসুলভ মানসিকতা বজায় রেখে সেরাটা দেওয়ার আহ্বান জানান।

গত কয়েক বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র নেতৃত্বে জম্মু ও কাশ্মীরে ক্রীড়া ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন এল-জি। প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন প্যাকেজের আওতায় আধুনিক ক্রীড়া অবকাঠামো গড়ে তোলা এবং ১০০টি খেলো ইন্ডিয়া কেন্দ্র স্থাপনের ফলে ক্রীড়াক্ষেত্রে নতুন গতি এসেছে বলে তিনি জানান।

তিনি বলেন, “সাফল্য শুধু পদকে মাপা হবে না, বরং ঐক্য, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও উৎকর্ষের নিরন্তর সাধনাই হবে আসল অর্জন।”

চারদিনব্যাপী এই শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দেশের বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে প্রায় ১,০০০ ক্রীড়াবিদ ও কর্মকর্তা অংশ নিচ্ছেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ-সহ রাজ্যের মন্ত্রী, প্রশাসনিক আধিকারিক, ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদরা।

মৎস্য খাতকে উৎসাহিত করার জন্য নেরাম্যাক প্রথম উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের মৎস্য উৎসবের আয়োজন করেছে

গুয়াহাটি, ২৩ ফেব্রুয়ারী : ভারত সরকারের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় উন্নয়ন মন্ত্রকের আওতাধীন একটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, নর্থইস্টার্ন রিজিওনাল এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং কর্পোরেশন লিমিটেড (নেরাম্যাক) আয়োজিত প্রথম উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় মৎস্য উৎসব-অসম ২০২৬ আজ গুয়াহাটির নেরাম্যাক প্রাঙ্গণে উদ্বোধন করা হয়েছে। ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ অনুষ্ঠিত এই দুই দিনের উৎসবের লক্ষ্য মৎস্য উন্নয়নের প্রচার, বাজার সংযোগ বৃদ্ধি করা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমৃদ্ধ জলজ জীববৈচিত্র্য উদযাপনের জন্য একটি প্রাণবন্ত প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে, নেরাম্যাক-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ভাস্কর বড়ুয়া বলেন যে নেরাম্যাক তার বিস্তৃত কৃষক উৎপাদক সংগঠন এবং শক্তিশালী সরবরাহ শৃঙ্খল সরবরাহের মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে কৃষক ও কৃষি সম্প্রদায়ের উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। তিনি এই উৎসবকে গুয়াহাটিতে উত্তর-পূর্ব মৎস উৎসব আয়োজনে সংস্থার প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে বর্ণনা করেন এবং এটিকে এই অঞ্চলে প্রথম এধরণের অনুষ্ঠান বলে অভিহিত করেন। তিনি আশা ব্যক্ত করে বলেন যে ভবিষ্যতে এই উৎসবটি আরও বৃহত্তর পরিসরে সম্প্রসারিত হতে পারে, যা মৎস্য খাতে নতুন সুযোগ অন্বেষণের জন্য একটি বিস্তৃত প্ল্যাটফর্ম প্রদান করবে। ন্যাশনাল ব্যাংক ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট (নাবার্ড)-এর জেনারেল ম্যানেজার কামার জাভেদ উল্লেখ করেন যে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মৎস্যজীবী, জীবিকা নির্বাহের অন্যতম প্রধান উৎস। তিনি উল্লেখ করেন যে, কৃষক কল্যাণ এবং মৎস্য মূল্য শৃঙ্খলকে শক্তিশালী করার জন্য নাবার্ড বিভিন্ন ফোরামে নেরাম্যাক-এর সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে আসছে। তিনি জানান যে, নাবার্ড এ পর্যন্ত অসমে ১২টি মৎস্য চাষী উৎপাদক সংগঠনকে উন্নীত করেছে, যা সংগঠিত এবং সুস্থায়ী মৎস্য উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মৎস্য উন্নয়ন বোর্ডের ইনচার্জ অসীম কুমার বোরা; অসম সরকারের মৎস দপ্তরের, প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার রাজ্য নোডাল অফিসার চন্দন ছেত্রী; জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদের উপ-পরিচালক শুভ্র শীল; এবং মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধ মন্ত্রণালয়, উত্তর-পূর্ব অঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, অসম সরকার এবং জাতীয় মৎস্য উন্নয়ন বোর্ডের ঊর্ধতন কর্মকর্তারা।

উৎসবে মৎস্যক্ষেত্রের উপর অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ প্রযুক্তিগত অধিবেশন, প্রাণবন্ত প্রদর্শনী স্টল এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, যা নীতিনির্ধারক, বিশেষজ্ঞ, উদ্যোক্তা এবং মৎস্য চাষীদের মধ্যে যোগাযোগ, মত বিনিময় এবং উদীয়মান সুযোগগুলি অন্বেষণের জন্য একটি গতিশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছিল। উদ্ভাবনী অনুশীলন, মূল্য সংযোজনিত মৎস পণ্য এবং মৎস্য উন্নয়নের সুস্থায়ী পদ্ধতি প্রদর্শনের মাধ্যমে, এই অনুষ্ঠানটি উত্তর-পূর্ব অঞ্চল জুড়ে মৎস্যক্ষেত্রে জীবিকা বৃদ্ধি, বাজারের সুযোগ উন্নত করা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য নেরাম্যাক এবং ভারত সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে।

জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ায় সাহিত্য সম্মেলনে নারীর কণ্ঠস্বরের গুরুত্বে জোর

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস) : সমকালীন সাহিত্যচর্চায় নারীর ভূমিকা ও কণ্ঠস্বরকে সামনে এনে জাতীয় স্তরের এক সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করল জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া। বিশ্ববিদ্যালয়ের সরোজিনী নাইডু সেন্টার ফর উইমেনস স্টাডিজ (এসএনসিডব্লিউএস)-এ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট লেখক, সমালোচক ও অনুবাদকরা অংশ নেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সাইমা সাঈদের জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, সাহিত্য, গবেষণা ও অনুবাদে নারীর কণ্ঠস্বরকে অগ্রাধিকার দিয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমালোচনামূলক একাডেমিক পরিসর গড়ে তুলতে জামিয়ার অঙ্গীকার এই সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে পুনর্ব্যক্ত হয়েছে।

১৭ ফেব্রুয়ারি জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার মির আনিস হলে “লেখা, পর্যালোচনা, অনুবাদ: নারী, শব্দ এবং পৃথিবী” শীর্ষক এই জাতীয় সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা হয়। বই পর্যালোচনা সাহিত্য ট্রাস্ট-এর সহযোগিতায় এসএনসিডব্লিউএস-এর ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এসএনসিডব্লিউএস-এর পরিচালক নিশাত জায়েদি কেন্দ্রের ২৫ বছরের পথচলা ও সাফল্য তুলে ধরেন। তিনি লিঙ্গভিত্তিক গবেষণা ও একাডেমিক অবদানের কথা উল্লেখ করেন।

দ্য বুক রিভিউ লিটারারি ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক চন্দ্রা চারি পত্রিকার সূচনা, উদ্দেশ্য এবং ভারতে সমালোচনামূলক সাহিত্য সংস্কৃতি গড়ে তুলতে তার দীর্ঘমেয়াদি ভূমিকার কথা বলেন। তিনি বই পর্যালোচনাকে গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধিক চর্চা হিসেবে তুলে ধরেন এবং লেখালেখি, সমালোচনা ও অনুবাদের মাধ্যমে নারীরা কীভাবে সমকালীন সাহিত্যচর্চাকে প্রভাবিত করছেন, তা ব্যাখ্যা করেন।

“নারীদের পর্যালোচনা, লেখা, প্রকাশনা - লিঙ্গভিত্তিক সাহিত্যিক ভূদৃশ্যের একটি সমালোচনামূলক অন্বেষণ” শীর্ষক একটি অধিবেশন সঞ্চালনা করেন ড. আকৃতি মাণ্ডওয়ানি। আলোচনায় অংশ নেন সেমিন আলি, রচনা কালরা, মালভিকা মহেশ্বরী, সুচরিতা সেনগুপ্ত এবং কানুপ্রিয়া ধিংড়া। তাঁরা পরিচয় ও লেখকত্ব, সম্পাদকীয় নিয়ন্ত্রণ, সাহিত্য-জ্ঞান রাজনীতি এবং দক্ষিণ এশিয়ায় নারীর লেখালেখির স্থায়িত্ব নিয়ে মত বিনিময় করেন।

আলোচনায় “নারী-লেখন”কে সংকীর্ণ সংজ্ঞায় আবদ্ধ না রেখে পরামর্শদাতা নেটওয়ার্ক ও বিকল্প প্ল্যাটফর্ম তৈরির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়। পাশাপাশি বই পর্যালোচনাকে গবেষণা ও প্রতিরোধ উভয় হিসেবেই দেখার আহ্বান জানানো হয়।

“শহর লেখা” শীর্ষক দ্বিতীয় অধিবেশনটি সঞ্চালনা করেন ফয়জ উল্লাহ। বক্তা অনন্যা বাজপেয়ী, একতা চৌহান ও ঐশ্বর্য্যা ঝা বিশেষত দিল্লিকে কেন্দ্র করে শহর, স্মৃতি, রূপান্তর ও অনুভূতির সাহিত্যিক উপস্থাপন নিয়ে আলোচনা করেন। নগর গ্রাম, পরিবর্তিত শহুরে দৃশ্যপট ও সাহিত্যিক কল্পনার সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতার সম্পর্ক তুলে ধরা হয়।

তৃতীয় অধিবেশন “লেখালেখি/অনুবাদ নারী” সঞ্চালনা করেন এসএনসিডব্লিউএস-এর সহকারী অধ্যাপক আমিনা হুসেন। আলোচনায় অংশ নেন বিশিষ্ট হিন্দি সাহিত্যিক মৃদুলা গর্গ, অনুবাদক আরজুমান্দ আরা, দীবা জাফির ও ফিরদৌস আজমত সিদ্দিকী। তাঁরা নারীর লেখার জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রান্তিকীকরণ, অনুবাদের জটিলতা, জাত ও শ্রেণি-সংক্রান্ত আন্তঃসম্পর্ক এবং সাহিত্য ও ইতিহাসে মুসলিম নারীর উপস্থাপনা নিয়ে মতামত ব্যক্ত করেন।

আলোচনায় জোর দিয়ে বলা হয়, লেখালেখি সমালোচনামূলক চিন্তাকে উদ্দীপিত করবে, অনুবাদে নৈতিক দায়িত্ববোধ থাকতে হবে এবং প্রান্তিক কণ্ঠস্বরকে সংবেদনশীল ও সূক্ষ্মভাবে উপস্থাপন করা জরুরি। এই বার্তাই সিম্পোজিয়ামের মূল উদ্দেশ্যকে আরও দৃঢ় করেছে।

হস্তচালিত তাঁত ও হস্তশিল্প ক্ষেত্রের জন্য ৬ দিনের অ্যাডভান্সড ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের উদ্বোধন

গুয়াহাটি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : ভারত সরকারের উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের অধীনে নর্থ ইস্টার্ন হ্যান্ডিক্রাফস অ্যান্ড হ্যান্ডলুমস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (এনইএইচএইচডিসি), ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ডিজাইন (এনআইডি) জোরহাটের সহযোগিতায় আজ জোরহাটের এনআইডি ক্যাম্পাসে ৬ দিনের উন্নত পরিচালন উন্নয়ন কর্মসূচির (এএম.ডি.পি) উদ্বোধন করা হয়। ভারত সরকারের অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ মন্ত্রকের (এমএসএমই) সহায়তায় এই কর্মসূচিটি আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে।

উদ্বোধনী অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন এনআইডি আসামের অধিকর্তা ডঃ জে পি সম্পথ, এনআইডি জোড়হাটের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ও সি.এ.ও দুলুমনি কালিতা এবং এনইএইচএইচডিসি-র উচ্চপদস্থ আধিকারিগণ।

উদ্বোধনী ভাষণে এনআইডি আসামের অধিকর্তা ডঃ জে পি সম্পথ হস্তচালিত তাঁত ও হস্তশিল্প ক্ষেত্রকে বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক উদ্যোগে রূপান্তরিত করতে শক্তিশালী পরিচালন ক্ষমতার সঙ্গে নকশা-ভিত্তিক উদ্ভাবনের সংহতকরণের গুরুত্বের উপর জোর দেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, উত্তর-পূর্বের সমৃদ্ধ কারুশিল্প ঐতিহ্যের উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্ভাবনা রয়েছে এবং কাঠামোগত ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন উদ্যোগগুলি উদ্যোক্তা ও কারিগরদের সুসায়ীভাবে পরিমাপ করতে, উদ্ভাবন গ্রহণ করতে এবং বাজারের গতিশীলতার বিবর্তনে কার্য্যকরভাবে সাড়া দিতে সক্ষম করতে পারে। তিনি সৃজনশীল শিল্পের জন্য ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত ইকোসিস্টেম তৈরিতে প্রধান নকশা প্রতিষ্ঠান এবং এনইএইচএইচডিসির মতো সেক্টরাল সংস্থার মধ্যে সহযোগিতামূলক কর্মসূচির গুরুত্বের উপর জোর দেন।

হস্তচালিত তাঁত ও হস্তশিল্প বাস্তুতন্ত্রে অংশীদারদের পরিচালন দক্ষতা, নেতৃত্বের দক্ষতা এবং বাজার-প্রস্তুতি বাড়ানোর জন্য একটি নিবিড় আবাসিক সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ হিসাবে উন্নত ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কর্মসূচির ধারণা করা হয়েছে। এই কর্মসূচিটি কারুশিল্প উদ্যোক্তা, স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠাতা, উদ্যোগের ভূমিকায় রূপান্তরিত প্রবীণ কারিগর, এই ক্ষেত্রের পেশাদার এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলির কর্মকর্তাদের একত্রিত করেছে, যার ফলে সমবয়সীদের শেখার এবং আন্তঃবিভাগীয় সহযোগিতার জন্য একটি বৈচিত্র্যময় প্ল্যাটফর্ম গড়ে উঠেছে।এই কর্মসূচিটি এন্টারপ্রাইজ নেতৃত্ব এবং সেক্টর অন্তর্দৃষ্টি, নকশা-নেতৃত্বাধীন পণ্য উন্নয়ন, ব্র্যান্ডিং, মূল্য নির্ধারণ এবং বাজার অ্যাক্সেস কৌশল, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং রপ্তানি প্রস্তুতি এবং এন্টারপ্রাইজ অ্যাকশন প্ল্যানিংয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে। অংশগ্রহণকারীরা বর্তমান বাজারের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাঠামোগত এন্টারপ্রাইজ গ্রোথ প্ল্যান তৈরি করবেন বলে আশা করা হচ্ছে, যার ফলে জাতীয় ও বৈশ্বিক বাজারে উত্তর-পূর্ব ভারতের কারুশিল্প ক্ষেত্রের জীবিকা জোরদার এবং প্রতিযোগিতামূলকতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।

এই অঞ্চলে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও প্রভাবশালী সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এনইএইচএইচডিসি এবং এনআইডি-র প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে, সমস্ত নির্বাচিত অংশগ্রহণকারীদের থাকা খাবারের ব্যবস্থা সহ ছয় দিনের এই কর্মসূচিটি সম্পূর্ণরূপে স্পনসর করা আবাসিক উদ্যোগ হিসাবে পরিচালিত হচ্ছে।

ওড়িশা বিধানসভায় অচলাবস্থা অব্যাহত, বিরোধীদের বিক্ষোভে সর্বদল বৈঠক স্পিকারের

ভুবনেশ্বর, ২৩ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): ওড়িশা বিধানসভায় সোমবারও অচলাবস্থা অব্যাহত থাকল। মান্ডিতে ধান সংগ্রহে বিশৃঙ্খলা ও তথাকথিত ‘এপস্টিন ফাইল’ ইস্যুতে বিরোধী বিজু জনতা দল (বিজেডি) এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (কংগ্রেস) সদস্যরা বিক্ষোভে সামিল হন। সকাল সাড়ে ১০টায় প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হতেই বিজেডি বিধায়করা পোস্টার হাতে নিয়ে স্পিকারের আসনের সামনে ওয়েলে নেমে স্লোগান দিতে থাকেন। তাঁদের অভিযোগ, রাজ্যের বিভিন্ন মান্ডিতে ধান সংগ্রহে ব্যাপক অব্যবস্থাপনা চলছে। বিজেপি নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার কৃষকদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে বলেও অভিযোগ তোলেন তাঁরা। ধান না তোলা এবং ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) না দেওয়ায় কৃষকরা চরম সঙ্কটে রয়েছেন বলে দাবি বিরোধীদের।

অন্যদিকে, কংগ্রেস সদস্যরা ‘এপস্টিন ফাইল’ নিয়ে আলোচনার দাবি তোলেন। তাঁদের দাবি, ওই ফাইলে নাম জড়ানোয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি-র পদত্যাগ করা উচিত। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র বিরুদ্ধেও সমালোচনা করা হয়। এর প্রতিবাদে বিজেপি বিধায়করা জানান, প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিধানসভার সদস্য নন, তাই তাঁদের নিয়ে এভাবে সমালোচনা করা উচিত নয়।

স্পিকার সুরমা পাধি বারবার বিরোধী সদস্যদের নিজ নিজ আসনে ফিরে গিয়ে কার্য্যক্রম চালানোর আহ্বান জানান। তবে বিক্ষোভ থামেনি। হট্টগোলের জেরে স্পিকার একাধিকবার অধিবেশন মুলতবি করেন এবং শেষ পর্যন্ত বিকেল ৪টা পর্যন্ত স্থগিত ঘোষণা করেন।

অচলাবস্থা কাটাতে স্পিকার একটি সর্বদল বৈঠকও ডাকেন। উল্লেখ্য, ১৭ ফেব্রুয়ারি বাজেট অধিবেশন শুরুর পর থেকেই বিধানসভায় অচলাবস্থা চলছে।

বিধানসভার বাইরে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলে বিজেডির প্রবীণ নেতা দিব্যা শঙ্কর মিশ্র রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি ঘোষণা করেন, কৃষকদের দাবিতে মঙ্গলবার ভুবনেশ্বরে বড় আকারের বিক্ষোভ কর্মসূচি নেওয়া হবে।

মিশ্র বলেন, “গণতন্ত্রে শাসনব্যবস্থা হওয়া উচিত দরিদ্রতম মানুষ, কৃষক, অনগ্রসর ও বঞ্চিতদের কল্যাণের জন্য। কিন্তু এই সরকার কল্যাণের প্রকৃত অর্থই বোঝেনি।”

তিনি অভিযোগ করেন, বীজ, সারসহ কৃষি উপকরণের দাম বেড়েছে, অথচ কৃষকদের যথাযথ সহায়তা দেওয়া হচ্ছে না। ১০০ ইউনিট বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি বলেও দাবি করেন তিনি। এমএসপি বাড়ানোর ঘোষণা হলেও কৃষকরা তার সুফল পাচ্ছেন না বলেও অভিযোগ তোলেন।

এছাড়া কৃষিঋণ মকুব, ক্রয়সীমা প্রত্যাহার এবং উদ্বৃত্ত ধান সম্পূর্ণভাবে সংগ্রহের দাবি জানান তিনি। “১৫০ কুইন্টালের ক্রয়সীমা তুলে নিতে হবে। কৃষকদের উদ্বৃত্ত ধান কী হবে? সরকারকে সব উৎপাদিত ধান সংগ্রহের নিশ্চয়তা দিতে হবে,” বলেন মিশ্র।

22-02-26.pmd 2 23-02-2026, 23:44

বেঙ্গল এসআইআর: 'লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি' মামলার বিচারিক নিষ্পত্তি শুরু আজ

কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে 'লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি' বিভাগে চিহ্নিত ভোটারদের নথির বিচারিক নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে। এদিন সকাল ১১টার পর থেকে এই প্রক্রিয়া কার্যকর হবে বলে জানা গেছে। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, বিচারিক আধিকারিকদের সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত।

প্রথম পর্যায়ে কলকাতা হাই কোর্টের নিযুক্ত ১৫০ জন সেশনস জজ এই প্রক্রিয়ায় অংশ নেবেন। মোট প্রায় ২৫০ জন বিচারিক আধিকারিককে এই কাজে নিয়োগ করা হয়েছে। জেলা স্তরে এই প্রক্রিয়ার তদারকি করবে তিন সদস্যের কমিটি, যা গঠিত হয়েছে কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে। প্রতিটি কমিটিতে থাকবেন সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা বিচারক, জেলা শাসক (যিনি জেলা নির্বাচনী আধিকারিকও) এবং জেলা পুলিশ সুপার।

নিযুক্ত ২৫০ জন বিচারিক আধিকারিকের মধ্যে প্রায় ১০০ জন বর্তমানে এনডিপিএস ও পকসো আইনের অধীনে পরিচালিত আদালতের বিচারক, বাকি সদস্যরা অন্যান্য আদালতের সেশনস জজ।

রবিবার কলকাতায় বিচারিক আধিকারিকদের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিদের বৈঠকে বিস্তারিত প্রক্রিয়াগত নির্দেশিকা ব্যাখ্যা করা হয়। সেখানে জানানো হয়েছে, 'লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি' বিভাগে চিহ্নিত ভোটারদের যাচাইয়ের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত ১৩টি পরিচয়পত্রই কেবল গ্রহণ করা হবে।

এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস আপত্তি জানিয়েছিল। তাদের দাবি ছিল, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরের জারি করা অতিরিক্ত পরিচয়পত্রও বিবেচনায় নেওয়া হোক।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ২৮ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। বিচারাধীন মামলাগুলি ওই তালিকা থেকে বাদ থাকবে। বিচারিক নিষ্পত্তি সম্পূর্ণ হলে পরবর্তীতে সম্পূরক ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে।

কমিশন সূত্রের দাবি, ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে বিচারিক প্রক্রিয়া শেষ করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হবে। তবে প্রায় ৫০ লক্ষ নথি বিচারিক নিষ্পত্তির জন্য পাঠানো হয়েছে বলে নির্ধারিত সময়সীমা রক্ষা করা সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

এদিকে, কলকাতা হাই কোর্ট ৯ মার্চ পর্যন্ত রাজ্যের সব বিচারিক আধিকারিকের ছুটি বাতিল করে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে এবং যারা ছুটিতে রয়েছেন, তাঁদের সোমবারের মধ্যে কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। জরুরি চিকিৎসাজনিত ছুটিতে থাকা আধিকারিকরা এই নির্দেশের বাইরে থাকবেন।

TRWT06-000113-2024 PTRWT060001132024_1_1

Form No. 4

District and Sessions Judge Establishment, Khowai

IN THE COURT OF Shri Manabendra Debbarma

Addl District & Sessions Judge

PROCLAMATION REQUIRING THE APPEARANCE OF A PERSON ACCUSED (See Section 82)

Spl NDPS/13/2024
The State of Tripura Vs Manik Sarkar MUNGIAKAMI PS/15/2021
NEXT DATE: 03-03-2026

PUBLISHED THROUGH
Officer Incharge of Police Station/Police Station Officer
MUNGIAKAMI PS
Concerned Police Station of accused- Kalamchoura, Sepahijala, TRIPURA

WHEREAS complaint has been made before me that Apu Ranjan Das, Age – 35 years,
R/o. S/O Sri Subodh Ch. Das, Of Barmura, Ward no. 1, Kalamchoura, PS Kalamchoura, Dist Sipahijala Tripura. has committed (or is suspected to have committed) the offence of punishable under section 21(C),25,29, of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, and it has been returned to a warrant of arrest thereupon issued that the said Apu Ranjan Das cannot be found, and whereas It has been shown to my satisfaction that the said Apu Ranjan Das has absconded (or is concealing himself to avoid the service of the said warrant); Proclamation is hereby made that the said Apu Ranjan Das, Age - 35 is required to appear at District and Sessions Judge Establishment, Khowai before Addl District & Sessions Judge to answer the said complaint on the day of 03-03-2026.

Dated, this day of 12-02-2026

Manabendra Debbarma
Addl District & Sessions Judge

Visit ecourts.gov.in for updates or download mobile app "eCourts Services" from Android or iOS

The process is system generated and transmitted in secured manner by authorised user as such physical signature not applied. **ICA/D-2032/26**

জেএনইউ-তে সংঘর্ষ: এবিভিপি-র দাবি, বামপন্থী ছাত্রগোষ্ঠীর হামলা

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): রাজধানীর জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়-এ সোমবার ভোররাতে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির সঙ্গে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)-র সদস্যদের সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়ায়।বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বিরুদ্ধে তথাকথিত জাতিবিদ্বেষমূলক মন্তব্যের অভিযোগ তুলে বামপন্থী সংগঠনগুলি প্রতিবাদ কর্মসূচি শুরু করলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বলে জানা গিয়েছে। বাম সংগঠনগুলির দাবি, এবিভিপি সদস্যরা হামলা চালিয়েছে। অন্যদিকে এবিভিপি-র পক্ষ থেকে পাল্টা অভিযোগ আনা হয়েছে যে, তাদের কর্মীদের উপর হামলা ও হেনস্থা করা হয়েছে।

এবিভিপি-র এক ছাত্র, প্রতীক ভরদ্বাজ, আইএএনএস-কে জানান, "আমি কোন তলায় ছিলাম বুঝতে পারিনি। নিজেকে বাঁচাতে দৌড়ে একটি খোলা শৌচাগারে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিই। প্রায় আধঘণ্টা পর ১৫০ জনের মতো একটি দল সেখানে আসে। দরজা বন্ধ দেখে তারা ভাঙার চেষ্টা করে। দরজায় গর্ত করে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের ধোঁয়া ও গুঁড়ো ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়। সেই সময় তোলা ছবিও আমার কাছে আছে।"ঘটনার পটভূমি সম্পর্কে তিনি বলেন, "উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ও নিয়ম নির্ধারণে সিপিও ম্যানুয়াল ব্যবহার করেন। এর আওতায় বামপন্থী ছাত্রদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়, মোট পাঁচজনকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছিল। সেই বিষয়টিকেই রাজনৈতিক রূপ দেওয়া হয়েছে।"আরও এক এবিভিপি ছাত্র বৈভব মীণা অভিযোগ করেন, "বামপন্থীদের একটি মিছিল হয়। মিছিলের পর প্রায় ৪০০ জনের একটি দল, যাদের অনেকের মুখ ঢাকা ছিল এবং হাতে লাঠি-রড ছিল, স্কুল এলাকায় ঢুকে পড়ে এবং ভবনগুলির দরজা বন্ধ করতে শুরু করে।"জেএনইউ-তে এবিভিপি-র সম্পাদক প্রবীন কুমার পীযূষ দাবি করেন, "রাতে সাবরমতী টি-পয়েন্ট থেকে উপাচার্যের বাসভবন পর্যন্ত মিছিল ডাকা হয়। পরে ৪০০—৫০০ জন মুখোশধারী ব্যক্তি হকি স্টিক, রড, ব্যাটন, ছুরি ও পাথর নিয়ে স্কুল এলাকায় প্রবেশ করে। পড়ুয়ারা যখন রিডিং রুমে পড়াশোনা করছিল, তখন তাদের জোর করে বের করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।"ঘটনার পর কোনও বড় ধরনের আঘাতের খবর মেলেনি। দুই ছাত্র মেডিক্যাল লিভ সার্টিফিকেট (এমএলসি) নেওয়ার জন্য সরকারি হাসপাতালে যান। এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের হয়নি বলে দিল্লি পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।প্রশাসনের তরফে প্রাথমিক তদন্ত শুরু হয়েছে। কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত এবং কীভাবে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পাঞ্জাবে মাদক চক্র ভেঙে ৩ গ্রেফতার ৬ কেজি করে হেরোইন ও আইস উদ্ধার

চণ্ডীগড়, ২৩ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): বড়সড় সাফল্য পেল পাঞ্জাব পুলিশ। পাঞ্জাব পুলিশ-এর কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স (সিআই) অমৃতসর শাখা একটি মাদক পাচার চক্র ভেঙে তিন জনকে গ্রেফতার করেছে। তাদের কাছ থেকে ৬ কেজি হেরোইন এবং ৬ কেজি আইস (ক্রিস্টাল মেথঅ্যামফেটামিন) উদ্ধার হয়েছে বলে সোমবার জানিয়েছেন ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (ডিজিপি) গৌরব যাদব।ধৃতদের পরিচয় প্রতাপ সিং (ফিরোজপুরের সুরসিংহ ওয়ালা গ্রামের বাসিন্দা), অজয়পাল সিং (অমৃতসরের কোহালা গ্রামের বাসিন্দা) এবং জোবনদীপ সিং (অমৃতসরের খিয়ালা কালান গ্রামের বাসিন্দা)।মাদকদ্রব্য ছাড়াও তাদের ব্যবহৃত একটি কালো রঙের মোটরসাইকেল এবং একটি সাদা রঙের অ্যাক্টিভা স্কুটার বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। এই যানবাহনগুলির মাধ্যমেই মাদকের চালান পরিবহণ করা হত বলে জানা গিয়েছে।ডিজিপি জানান, প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে যে প্রতাপ সিং ও অজয়পাল সিং পাকিস্তান-ভিত্তিক এক পাচারকারীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখত। ড্রোনের মাধ্যমে সীমান্ত পেরিয়ে আসা মাদকের চালান অমৃতসরের আতলগড় ও রত্তন গ্রামের সীমান্তবর্তী ঘেরা এলাকা থেকে সংগ্রহ করত তারা। পরে সেই মাদক রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহের দায়িত্ব ছিল তাদের উপর।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সিআই অমৃতসর নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্য পায় যে প্রতাপ ও অজয়পাল সম্প্রতি ড্রোনের মাধ্যমে বড় মাদক চালান পেয়েছে এবং তা পাধরি গ্রামের ওয়াটার ট্যাঙ্ক শ্মশানঘাটের কাছে তাদের সহযোগী জোবনদীপ সিংয়ের হাতে তুলে দিতে যাচ্ছে।এই তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ দ্রুত অভিযানে নামে এবং ঘটনাস্থলে হানা দিয়ে তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। তাদের কাছ থেকে ৬ কেজি হেরোইন ও ৬ কেজি আইস উদ্ধার হয়।ডিজিপি আরও জানান, গোটা চক্রের পেছনের ও সামনের যোগসূত্র খতিয়ে দেখতে তদন্ত চলছে। এই মামলায় আরও গ্রেফতারির সম্ভাবনা রয়েছে।ঘটনার প্রেক্ষিতে অমৃতসরের স্টেট স্পেশাল অপারেশন সেল থানায় এনডিপিএস আইনের ২১, ২২, ২৫ ও ২৯ ধারায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

পূর্ব সিকিমে 'অপ হিমরাহত': তুষারপাতের মধ্যে ৪৬ পর্যটককে উদ্ধার ভারতীয় সেনার

গ্যাংটক, ২৩ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): প্রবল তুষারপাত ও চরম প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে পূর্ব সিকিমের উচ্চ পার্বত্য এলাকায় 'অপ হিমরাহত' অভিযানে ৪৬ জন আটকে পড়া পর্যটককে নিরাপদে উদ্ধার করল ভারতীয় সেনাবাহিনী। সোমবার প্রতিরক্ষা সূত্রে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

সূত্রের খবর, ২২ ফেব্রুয়ারি আচমকা ভারী তুষারপাত ও শূন্যের নীচে নেমে যাওয়া তাপমাত্রার জেরে পূর্ব সিকিমের একাধিক দুর্গম রাস্তায় যান চলাচল ব্যাহত হয়। বেশ কয়েকটি পর্যটকবাহী গাড়ি মাঝপথে আটকে পড়ে এবং যাত্রীরা কঠোর আবহাওয়ার মুখে পড়েন।

পরিস্থিতির দ্রুত মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় মোতায়েন সেনা জওয়ানরা সমন্বিত ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযান শুরু করেন। সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, উদ্ধার হওয়া পর্যটকদের নিকটবর্তী সেনা শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়।

সেনার তরফে পর্যটকদের জন্য উষ্ণ আশ্রয়, গরম খাবার, হিটিংয়ের ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী সরবরাহ করা হয়, যাতে তীব্র শীত ও উচ্চতাজনিত সমস্যার প্রভাব কমানো যায়। মেডিক্যাল টিম প্রত্যেকের শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তাঁদের স্থিতিশীল বলে নিশ্চিত করে, এরপর নিরাপদে পরবর্তী গন্তব্যে রওনা করানো হয়।

উদ্ধার অভিযানের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত রুট থেকে ১৫০-রও বেশি পর্যটক গাড়িকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজও করে সেনা। দুর্গম এলাকায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে আতঙ্ক ছড়ানো ও অতিরিক্ত ঝুঁকি এড়ানো হয়।

প্রতিরক্ষা কর্মকর্তাদের মতে, সময়োপযোগী হস্তক্ষেপের ফলে অঞ্চলে দ্রুত স্বাভাবিক যোগাযোগ ব্যবস্থা আংশিকভাবে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে এবং পরিস্থিতি আরও জটিল হওয়া থেকে রোখা গেছে।

প্রচণ্ড ঠান্ডা ও প্রতিকূল উচ্চ পার্বত্য পরিবেশে কাজ করেও সেনা সদস্যরা সর্বক্ষণ প্রস্তুত থেকে দায়িত্ব পালন করেছেন। এই অভিযান আবারও প্রমাণ করল, প্রাকৃতিক দুর্যোগে দুর্গম অঞ্চলে মানবিক সহায়তা ও বিপর্যয় মোকাবিলায় ভারতীয় সেনা নির্ভরযোগ্য প্রথম প্রতিক্রিয়াদাতা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER

It is hereby notified for general information that e-tender is invited for settlement of 01 (one) no. Foreign Liquor Warehouses within the limits of the Khowai District, Tripura for the period of 1st April 2026 to 31st March 2027through e-tender website of the Government of Tripura, (https://tripuratenders.gov.in).

The other details related to e-tender can be seen and obtained from the website (https://tripuratenders.gov.in) and available in the office Notice Board of the Office of the Collector of Excise (DM & Collector), Khowai District, Tripura.

Intending tenderer shall addressed to the Collector of Excise, Khowai District and submit e-tender through the website (https://tripuratenders.gov.in). The bids shall be uploaded/ submitted by the bidders within 21(Twenty-one) days from the date of publication of e-tender i.e. on 23 /02/2026.

Last date of submission of e-tender addressed to the Collector of Excise, Khowai District will be on 16/03/2026 up to 5.30 PM and will be open on next working day at11.0 am if possible.

Corrigendum/ addendum, if any will be published in due course only on the above website.

ICA/C-4499/26

Collector of Excise
Khowai District, Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 37/EE-BSLD/ PWD(R&B)/2025-26 Dt. 20-02-2026

The Executive Engineer, Executive Engineer, Bishalgarh Division, PWD (R & B), Gakulnagar, Sepahijala District on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage / item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State public sector undertaking enterprise and eligible Contractors / Firms / Private Ltd. Firm / Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD or CPWD / MES / Railway [Eligibility criteria as per SECTION-2: Instructions to Bidders & Eligibility Criteria] for the following work:

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost (In Rs)	Earnest Money (In Rs)	Time for Completion
1	DNIeT No: 34/R/ DNIeT/SE-IV/ PWD(R&B)/2025-26	72,43,815.00	1,44,876.00	120(One hundred Twenty) days
2	DNIeT No: 35/R/ DNIeT/SE-IV/ PWD(R&B)/2025-26	47,08,913.00	94,178.00	120(One hundred Twenty) days

Date of publishing of bid: Date 21-02-2026
Last date and time for document downloading and bidding: Up to 15.00 Hrs on 02-03-2026 Time and date of opening of bid at 16.00 Hrs on 02-03-2026
Document downloading and bidding at application; https://tripuratenders.gov.in
• Class of tenderer; APPROPRIATE Class
Bid fee and Earnest Money are to be paid electronically
For further enquiry, contact to the Office of the undersigned.

ICA/C-4494/26

(Er. R. Ghosh)
Executive Engineer
Bishalgarh Division, PWD (R & B)
Bishalgarh, Sepahijala Tripura.

No.F.191/RIPSAT/Rate-contract/2025
Dated, Agartala 16/02/2026

A Lab Chemical, reagent and glassware's Tender is hereby invited on behalf of the Director of Health Services, Government of Tripura from resourceful, experienced and bonafide,
renowned licensed Manufacturer/Authorized distributor/supplier under the HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT, GOVERNMENT OF TRIPURA.,"
The details of tender are available on website (http://tripuratenders.gov.in). The last date/time of submission of the tender documents by online is 09/03/2026 up to 5:00 pm.

ICA/C-4484/26

Director of Health Services
Govt. of Tripura, Agartala

ঢাকার কলাবাগানে গুলিবিদ্ধ বিএনপি নেতা, উত্তেজনা বৃদ্ধি

ঢাকা, ২৩ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): ঢাকার কলাবাগান এলাকায় দুর্বৃত্তদের গুলিতে আহত হয়েছেন এক বিএনপি নেতা। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে এই ঘটনা ঘটে।

আহত শফিকুর রহমান (৫৫) কলাবাগান ওয়ার্ড-১৬ বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। তিনি কলাবাগান থানার অধীনস্থ বসুন্ধরা শপিং কমপ্লেক্সের বিপরীতে একটি জুতার মার্কেটের সামনে গুলিবিদ্ধ হন। তিনি স্থানীয় বিভিন্ন দোকানে জুতো সরবরাহ করতেন বলে জানা গেছে।স্থানীয় দোকানদার শাহপরান, যিনি শফিকুর রহমানকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-এ নিয়ে যান, বলেন, "হঠাৎ একটি গুলি এসে তাঁর বাঁ হাতে লাগে। কে বা কারা গুলি চালিয়েছে, তা বলতে পারছি না।"

হাসপাতালে দায়িত্বরত পুলিশ ক্যাম্পের ইনস্পেক্টর মোহাম্মদ ফারুক জানান, কলাবাগান এলাকা থেকে গুলিবিদ্ধ এক ব্যবসায়ীকে জরুরি বিভাগে ভর্তি করা হয়েছে এবং তাঁর চিকিৎসা চলছে। বিষয়টি কলাবাগান থানাকে জানানো হয়েছে।উল্লেখ্য, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সম্প্রতি ১৩তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করে সরকার গঠন করেছে। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান-এর নেতৃত্বে সরকার গঠনের কয়েক দিনের মধ্যেই এই হামলার ঘটনা ঘটল।গত সপ্তাহেও নির্বাচনের পরবর্তী হিংসায় দেশের পাঁচ জেলায় অন্তত ৯ জন আহত হন এবং একটি বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। নাটোর জেলার লালপুর উপজেলায় ১৪ ফেব্রুয়ারি রাতে বিএনপির দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে অন্তত ছয়জন আহত হন। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে।এছাড়া শেরপুর জেলার সদর উপজেলায় জামায়াতে ইসলামীর সদস্যদের হামলায় বিএনপি কর্মী গিয়াসউদ্দিন রাসেল আহত হন বলে অভিযোগ। খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলার মাশিয়ালি গ্রামে জামায়াত সমর্থক শোকর আকুঞ্জির বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনাও সামনে এসেছে।এদিকে ঢাকাভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন মানবাধিকার সহায়তা সমিতি (এইচআরএসএস)-এর সাম্প্রতিক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, ২০২৫ সালের অক্টোবর থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নির্বাচনী হিংসায় অন্তত ১০ জন নিহত এবং ২, ৫০৩ জন আহত হয়েছেন।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 19/EE/DWS/KCP/2025-26 Dated-20.02.2026

The Executive Engineer, DWS Division Kanchanpur, North Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage/ item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class& Category registeredwith any wing of State(s) PWD /CPWD /MES /Railway for the following work through e-procurement portal:

Sl No.	DNIeT No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of Bid/Technical Bid
1	70/EE/DWS/ KCP/2025-26	Deployment of truck for drinking water supply of polythene storage tank in different pockets spots, habitation under 15th FC/ RWS/FDR fund within the jurisdiction of Damcherra RD Block under DWS sub-Division Damcherra during the year 2025-26.	9,32,010.00	18,640.00	180 Days	Upto 3.00 PM on 28/02/2026	Upto 4.00 PM on 28/02/2026
2	71/EE/DWS/ KCP/2025-26	RWS / JJM/ RIDF/NRDWP/15th FC/FDR Fund during the year 2025-26/ SH: Maintenance of pipeline at different scheme within the jurisdiction of DWS Sub-Division Damcherra /Gr-III.	9,69,594.00	19,392.00	365 Days	Upto 3.00 PM on 28/ 02/2026	Upto 4.00 PM on 28/ 02/2026

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-4496/26

Executive Engineer
DWS Division Kanchanpur,
North Tripura.

The Engineering Cell, Secondary Education Department, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate e- tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 03/03/2026.

TENDER

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of I Bid	Document downloading and biding at Application	Class of Bidder
1	Repairing Work of Dysfunctional Boys Toilet in Mathuranagar J.B. School under Mungiakami RD Block of khowai District for the year 2025-26. PNIET No: 237/EE/ENGG. CELL/DSE/2025-26 DNIET No: 136/EE/ENGG.CELL/DSE/2025-26.	150000.00	3000.00	30 Days	02/03/2026 Upto 15.00 Hrs	03/03/2026 on 11.00 Hrs	https:// tripuratenders. gov.in	Appropriate Class
2	Repairing Work of 06(Six) nos Dysfunctional Boys Toilet under B.C. Nagar, Jolaibari and Rajnagar RD Block of South Tripura District for the year 2025- 26. PNIET No:CELL/DSE/2025 238/EE/ ENGG. 26DNIeTNo:137/EE/ ENGG.CELL/DSE/2025-26	900000.00	18000.00	30 Days	02/03/2026 Upto 15.00 Hrs	03/03/2026 on 11.00 Hrs	https:// tripuratenders. gov.in	Appropriate Class
3	Repair/Renovation of 02(Two) nos Dysfunctional Boys Toilet at Sovapur High School, Kathalia RD Block and Girls Toilet at Dupuriabandh High School, Boxanagar RD Block of Sepahijala District under PM SHRI Scheme for the year 2025- 26.PNIET No: 235/EE/ENGG.CELL/DSE/2025-26DNIeTNo:98/EE/ENGG.CELL/ DSE/2025-26	1999969.00	3999.00	30 Days	03/03/2026 Upto 15.00 Hrs	05/03/2026 on 11.00 Hrs	https:// tripuratenders. gov.in	Appropriate Class
4	3rd call Construction of 3 unit Additional Classrooms at Pratyekroy HS School under Kalacherra RD Block of North Tripura for the year 2025-26. PNIeTNo: 240/EE/ENGG. CELL/ DSE/2025- 26DNIeTNo:53/SE/ ENGG.CELL/DSE/2025-26.	8764148.00	175283	240 Days	03/03/2026 Upto 15.00 Hrs	05/03/2026 on 11.00 Hrs	https:// tripuratenders. gov.in	Appropriate Class
5	2nd call Construction of 01 one unit additional Class Room at Rajani Sardar Para SB School under Hrishyamukh Block of South Tripura for the year 2025-26. PNIETNO: 241/EE/ENGG. CELL/DSE/2025-26DNIeTNo:97/eE/ENGG.CELL/ DSE/2025-26.	2400000.00	48000	120 Days	03/03/2026 Upto 15.00 Hrs	05/03/2026 on 11.00 Hrs	https:// tripuratenders. gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in.
Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing as mentioned above.
No.F.17 (13-226 / SE/ENGG/2025-26/3380-82 Dated, Agartala the 18/02/2026

ICA/C-4488/26

Dhirendra Debbarma
Executive Engineer, Engineering Cell.
Directorate of Secondary Education,
Old Shishu Bihar Complex

ঝাড়খণ্ড পুরসভা নির্বাচন: রাজ্যপাল, সাংসদ ও মন্ত্রীরা ভোট দিলেন; গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণে আহ্বান

রাঁচি, ২৩ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): ঝাড়খণ্ডের ৪৮টি নগর স্থানীয় সংস্থায় সোমবার ভোটগ্রহণ চলাকালীন রাজ্যপাল, সাংসদ ও রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন এবং সাধারণ মানুষকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান।

রাজ্যপাল সন্তোষ কুমার গাঙ্গোয়ার রাঁচির অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাসের একটি বুথে ভোট দেন। সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, স্থানীয় সংস্থার নির্বাচন তৃণমূল স্তরের উন্নয়নের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। তিনি ভোটারদের নিজের অঞ্চল ও রাজ্যের কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করার আহ্বান জানান এবং বলেন, ভোট দেওয়া প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব।

গোদ্দা লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ নিশিকান্ত দুবে দেবঘর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এলাকায় পরিবার-সহ ভোট দেন। সামাজিক মাধ্যমে ছবি পোস্ট করে তিনি নাগরিকদের ভোট দেওয়ার অনুরোধ জানান। পাশাপাশি ব্যালট পেপার ব্যবহারের বিষয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, ডিজিটাল যুগে এই পদ্ধতি উন্নয়নের গতি মন্থর করতে পারে। তবে বিজেপি-সমর্থিত প্রার্থীদের জয়ের বিষয়ে তিনি আশাবাদী।

হাজারিবাগের সাংসদ মনীশ জয়সওয়াল ভোট দিয়ে বলেন, এই নির্বাচন উন্নয়ন, পরিচ্ছন্নতা ও স্বচ্ছতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ। তিনি ভোটারদের উদ্দেশে বার্তা দেন "আগে ভোট, পরে জলখাবার।"

মন্ত্রী সুধিব্য কুমার গিরিডিতে ভোট দেন। রাজ্যের কৃষি, পশুপালন ও সমবায় মন্ত্রী শিলপি নেহা তির্কি দাহিসোট বানহোড়ার সন্ত অজয় মিডল স্কুলে ভোট দেন। তাঁরা বলেন, ভোটাধিকার যেমন অধিকার, তেমনই দায়িত্বও। বিশেষ করে তরুণ ভোটারদের অংশগ্রহণের আহ্বান জানান তাঁরা। শিক্ষিত, অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী নেতৃত্ব বেছে নেওয়ার বার্তাও দেন।

এদিকে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও রাঁচির সাংসদ সঞ্জয় শেঠ ভোট দিয়ে নির্বাচনী ব্যবস্থাপনায় চরম অব্যবস্থার অভিযোগ তোলেন। তিনি দাবি করেন, মেয়র ও ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদের জন্য আলাদা ব্যালট বাক্সের বদলে একটি বাক্স ব্যবহারের সিদ্ধান্ত 'ষড়যন্ত্রের' অংশ হতে পারে। তিনি মোটরসাইকেলে করে ভোটকেন্দ্রে পৌঁছে সাধারণ ভোটারের মতো লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেন।

সকাল ৭টা থেকে কড়া নিরাপত্তায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়। রাজ্যজুড়ে ৪,৩০৪টি বুথে সকাল থেকেই ভোটারদের দীর্ঘ লাইন দেখা যায়। বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলবে।

মেয়র ও চেয়ারম্যান পদের জন্য ৫৬২ জনের বেশি প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদের জন্য লড়ছেন ৫,৫৬২ জন প্রার্থী। ১৬টি পুরসংস্থার ৩৮টি ওয়ার্ডে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছেন। সব মিলিয়ে মোট ওয়ার্ডের সংখ্যা ১,০৮৭। ৮,৬৭৮টি ব্যালট বাক্সে প্রার্থীদের ভাগ্য নির্ধারিত হবে। আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি সকাল ৮টা থেকে ভোটগণনা শুরু হবে।

মোট ৪৩,৩৩,৫৭৪ জন ভোটার ভোটদানের যোগ্য যার মধ্যে ২২,০৭,২০৩ জন পুরুষ, ২১,২৬,২২৭ জন মহিলা এবং ১৪৪ জন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার।

আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচন নির্দলীয় ভিত্তিতে হলেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রার্থীদের সমর্থন জানিয়ে প্রচার চালিয়েছে।

ভোট হচ্ছে নয়টি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে রাঁচি, ধানবাদ, দেওঘর, আদিত্যপুর, চাস, মেদিনীনগর, হাজারিবাগ, গিরিডিহ এবং আম পাশাপাশি ২০টি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল ও ১৯টি নগর পঞ্চায়েতে।

ভাইরাল ভিডিও ঘিরে রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ বিরোধী দলনেতার, 'প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি'র অভিযোগ

কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): একটি ভাইরাল ভিডিওকে কেন্দ্র করে তীব্র রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে রাজ্যে। ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে বলে দাবি, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ-এর সঙ্গে যুক্ত এক সিভিক ভলান্টিয়ার নাকি চাঁদা না দেওয়ায় এক ট্রাক চালককে মারধর করছেন। যদিও ভিডিওটির সত্যতা আইএএনএস স্বতন্ত্রভাবে যাচাই করতে পারেনি এবং এর প্রামাণিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত নয়।

এই ঘটনার জেরে বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সোমবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিওটি শেয়ার করে রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে 'প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি' চলছে। সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে অধিকারী দাবি করেন, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে 'নাকা' চেকিং-এর নামে গাড়ি বা ট্রাক থামিয়ে টাকা তোলা এখন নিয়মে পরিণত হয়েছে। তিনি লেখেন, "টাকা দিতে না চাইলে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়, নয়তো মারধর বা নির্যাতন করা হয়। পুলিশদের সঙ্গে এক শ্রেণির সিভিক ভলান্টিয়ার বা হোমগার্ড এই কাজ করে থাকে এবং চালকদের মারধর করতেও দ্বিধা করে না। নিচের ভিডিও তার প্রমাণ, যদিও আইনি ভাবে তাদের এই অধিকার নেই।"

বিজেপি নেতা আরও দাবি করেন, ঘটনাটি ১৯ ফেব্রুয়ারি হুগলি জেলার ডানকুনি টোল প্লাজায় ঘটেছে। তাঁর কথায়, আহত ট্রাক চালক ও তাঁর সহকারী ওই ভিডিওটি ধারণ করেন। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, কোনও কারণ ছাড়াই এক সিভিক ভলান্টিয়ার লাঠি দিয়ে চালককে মারছেন। তিনি বলেন, "কোনও ট্রাক চালক আইন ভাঙলে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এভাবে মারধর করার অধিকার দেশের কোনও আইন দেয়নি।"

অধিকারী প্রশাসনের কাছে অবিলম্বে অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার বা হোমগার্ডকে চিহ্নিত করে আইনি ও বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। তবে একই সঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, সরকারের বা প্রশাসনের নীরব মদতেই এ ধরনের ঘটনা বারবার ঘটছে। তাঁর দাবি, "এই পরিস্থিতির পরিবর্তন দরকার, তাই এই তৃণমূল সরকারকে অবিলম্বে অপসারণ করা উচিত।"

কর্ণাটকের স্কুলে মোবাইল নিষিদ্ধের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা, অভিভাবকদেরও চাপ: উপমুখ্যমন্ত্রী শিবকুমার

বেঙ্গালুরু, ২৩ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): কর্ণাটকের স্কুলে মোবাইল ফোন নিষিদ্ধ করার বিষয়টি নিয়ে সরকারিভাবে আলোচনা চলছে এবং এ নিয়ে অভিভাবকদের তরফেও চাপ রয়েছে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী ডি. কে. শিবকুমার।

সোমবার বেঙ্গালুরুর বাসভবনের সামনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "অনেক দেশেই এ ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক স্তরেও এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে।"

স্কুলে পড়ুয়াদের মোবাইল ব্যবহার সীমিত করার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "মোবাইল কীভাবে অপব্যবহার হচ্ছে, তা প্রকাশ্যে বলা সমীচীন নয়। সেই কারণেই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা চলছে।"

এদিকে কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি. পরমেশ্বর জানান, স্কুল ও কলেজে মোবাইল নিষিদ্ধ করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, ১৬ বছরের নিচে শিশুদের হাতে মোবাইল তুলে দেওয়া তাদের পড়াশোনায় নানাভাবে প্রভাব ফেলছে। তিনি বলেন, "অনেক দেশ গবেষণা করে মোবাইলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। মুখ্যমন্ত্রীও বিষয়টি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেছেন। এর ভাল-মন্দ দিক খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।"

মন্ত্রী মহাদেবাপ্পার 'দলিত মুখ্যমন্ত্রী' প্রসঙ্গ তোলার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে শিবকুমার বলেন, "তিনি আমাদের জাতীয় নেতা। এখান থেকেই তাঁকে আমার শুভেচ্ছা জানাই।"

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কারেন্ট দিয়ে মাছ ধরা: খোয়াই নদীতে চারা পোনা নষ্টের অভিযোগ, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থার দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৩ ফেব্রুয়ারি: মৎস্য দপ্তরের লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নদীগুলিতে মাছের চারা পোনা অবমুক্ত করা হলেও, অসাধু কিছু ব্যক্তির বেআইনি কর্মকাণ্ডে সেই উদ্যোগ ভেস্তে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এমনই এক ঘটনা সামনে এসেছে চেবরী এলাকায় খোয়াই নদী-তে।

অভিযোগ, নদীতে কারেন্ট প্রয়োগ করে মাছ ধরা হচ্ছে, যার ফলে শুধু বড় মাছই নয়, বিপুল পরিমাণ চারা পোনাও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। প্রতিবছর মৎস্য দপ্তর থেকে হাজার হাজার মাছের চারা পোনা খোয়াই নদীতে ছাড়া হয়, যাতে স্থানীয় মৎস্যচাষীরা তা বড় করে মাছ সংগ্রহ ও বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই জেলেরা লক্ষ্য করছেন, সারাদিন চেষ্টা করেও তারা প্রত্যাশিত মাছ পাচ্ছেন না।

স্থানীয় মৎস্যজীবীদের দাবি, কারেন্ট দিয়ে অবৈধভাবে মাছ ধরার ফলে নদীর মাছের প্রজনন প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। চেবরী এলাকার এক মৎস্যজীবী সম্প্রতি হাতেনাতে এমন একটি ঘটনা ধরে ফেলেন। তিনি জানান, ভিডিও ধারণ করতে গেলে অভিযুক্তরা তাকে হুমকি দেয় এবং ভিডিও না করার জন্য চাপ সৃষ্টি করে।

এ ঘটনায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে স্থানীয় মৎস্যজীবী মহলে। তাদের দাবি, সরকারের কোটি কোটি টাকার প্রকল্প যাতে এভাবে নষ্ট না হয়, সেজন্য দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি নদীতে নিয়মিত নজরদারি বাড়ানোরও দাবি জানিয়েছেন তারা। মৎস্যজীবীদের বক্তব্য, যদি অবিলম্বে ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তবে নদীর জীববৈচিত্র্য ও মৎস্যসম্পদ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং বহু পরিবার জীবিকা হারানোর মুখে পড়বে।

জেএনইউ-তে ছাত্র সংঘর্ষের ঘটনায় নিন্দা, বিশ্ববিদ্যালয় বিধি ও বিএনএস অনুযায়ী কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ) ক্যাম্পাসে ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় কড়া নিন্দা জানাল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সোমবার এক বিবৃতিতে প্রশাসন জানায়, বারবার জনসম্পত্তি নষ্ট করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ ক্ষুণ্ণ করার মতো বিশৃঙ্খল আচরণ বরদাস্ত করা হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাবলি ও ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস) অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়, একদল প্রতিবাদী ছাত্র একাধিক একাডেমিক ভবন তালাবন্ধ করে দেয়। এমনকি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারেও ঢুকে পড়া হয় এবং অনিচ্ছুক ছাত্রদের প্রতিবাদে যোগ দেওয়ার জন্য ভয় দেখানো হয় বলে অভিযোগ। ২২ ফেব্রুয়ারি রাতের ওই ঘটনার জেরে দুই ছাত্রগোষ্ঠীর মধ্যে হাতাহাতি বাধে।

জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় এক্স (সাবেক টুইটার)-এ দেওয়া বিবৃতিতে জানায়, "এই ধরনের বিশৃঙ্খল আচরণের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বর্তমানে সমস্ত ক্লাস ও অন্যান্য একাডেমিক কার্যক্রম স্বাভাবিক রয়েছে। সকলকে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানানো হচ্ছে, নচেৎ নিয়ম অনুযায়ী কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

প্রসঙ্গত, জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়ন (জেএনইউএসইউ) 'ইক্যুয়ালিটি মার্চ'-এর ডাক দেয় এবং উপাচার্য শান্তিশ্রী ধুলিপুড়ি পণ্ডিত-এর পদত্যাগ দাবি করে। ১৬ ফেব্রুয়ারি একটি পডকাস্টে তাঁর মন্তব্যকে 'জাতিবিদ্বেষমূলক' বলে অভিযোগ তোলে ছাত্র ইউনিয়ন। ইউজিসি বিধি, দলিত ও সংরক্ষণনীতি সম্পর্কিত মন্তব্য নিয়েও আপত্তি জানানো হয়। পাশাপাশি, বিশ্ববিদ্যালয় সম্পত্তি ভাঙচুরের অভিযোগে চার ছাত্রনেতার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের দাবিও জানানো হয়।

প্রতিবাদকারীদের অভিযোগ, প্রশাসন তাঁদের সঙ্গে আলোচনা না করে বরং বিজেপি-ঘনিষ্ঠ ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)-কে মুখোমুখি হতে দেয়। তবে এবিভিপি এই অভিযোগ অস্বীকার করে বামপন্থী সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে সংঘর্ষ উসকে দেওয়ার অভিযোগ তোলে।

বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন (আইসা) দাবি করেছে, এবিভিপি সদস্যরা জেএনইউএসইউ-র অবস্থানস্থলে পাথর ছোড়ে এবং নিরস্ত্র ছাত্রদের উপর হামলা চালায়, যাতে বহু ছাত্র আহত হন।

অন্যদিকে, জেএনইউ-র এবিভিপি যুগ্ম সম্পাদক বৈভব মীনা দাবি করেন, গভীর রাতে মুখোশ পরা ৪০০-৫০০ জন ক্যাম্পাসে ঢুকে পড়েন এবং লাঠি, রড, ব্যাটন ও পাথর নিয়ে সাধারণ ছাত্রদের পাঠকক্ষ থেকে জোর করে বের করে দেন।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা অব্যাহত থাকলেও প্রশাসন জানিয়েছে, একাডেমিক পরিবেশ বজায় রাখতে সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

এসপি প্রধানের অভিযোগ: এসআইআর-এর মাধ্যমে ভোট কারচুপি, যুব কংগ্রেস প্রতিবাদ ইস্যুতে কেন্দ্রকে কটাক্ষ

চণ্ডীগড়, ২৩ ফেব্রুয়ারি (আইএএনএস): সমাজবাদী পার্টি-এর প্রধান অখিলেশ যাদব সোমবার কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে সাম্প্রতিক যুব কংগ্রেসের প্রতিবাদ কর্মসূচি পরিচালনা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। একই সঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, এসআইআর-এর মাধ্যমে বৃহৎ পরিসরে ভোটার তালিকায় কারচুপি চলছে এবং গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনের আগে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া' ঐক্যবদ্ধ রয়েছে।

চণ্ডীগড়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অখিলেশ যাদব বলেন, সরকার আমন্ত্রিত প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্য যাচাই না করেই আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। তিনি বলেন, "যা ঘটেছে তা হওয়া উচিত ছিল না। এটি ভারতের সরকারের ভুল। প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানোর আগে তাঁদের পরিকল্পনা কী ছিল, তা যাচাই করা উচিত ছিল।" পাশাপাশি গোয়েন্দা সংস্থাগুলির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

বিরোধী জোটের ঐক্য প্রসঙ্গে এসপি প্রধান বলেন, 'ইন্ডিয়া' জোট অটুট রয়েছে এবং আসন্ন নির্বাচনে বিজেপিকে পরাজিত করাই তাদের লক্ষ্য। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরপ্রদেশ-এর নির্বাচনের গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বলেন, "২০২৭ সালের উত্তর প্রদেশ নির্বাচন শুধু রাজ্যের ভবিষ্যৎই নয়, ২০২৯ সালের দিকনির্দেশও ঠিক করবে।" সমাজে বিভাজন সৃষ্টির রাজনীতি থেকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি।

ভোটার তালিকা নিয়ে কারচুপির অভিযোগ তুলে অখিলেশ যাদব দাবি করেন, অন্য রাজ্যে বসবাসকারী উত্তর প্রদেশের পরিযায়ী শ্রমিকদের ভোট নাম কেটে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। তাঁর অভিযোগ, ফর্ম-৭ আবেদন ব্যবহার করে এই প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে। তিনি বলেন, "উত্তর প্রদেশে আমরা আগেও এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি। আজ আমি আমাদের এক পুরসভার চেয়ারম্যানের ভুয়ো স্বাক্ষর ধরে ফেলেছি, যার ফলে এক মুসলিম ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছিল।"

এছাড়া চণ্ডীগড়ের নগর পরিকল্পনার প্রশংসা করে তিনি বলেন, এটি একটি সুচিন্তিতভাবে গড়ে তোলা শহর। তাঁর মতে, দিল্লির মতো অন্যান্য শহরেও যদি একই মডেল অনুসরণ করা হত, তবে দূষণ, ধুলো, যানজট ও নিকাশির মতো সমস্যাগুলি অনেকটাই এড়ানো যেত।

উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ সফর প্রসঙ্গে পরোক্ষ কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "দেশে নাগরিক সমস্যাগুলি রয়ে গেলেও কেউ কেউ সিঙ্গাপুর ও জাপান সফরে গিয়েছেন।"

গান্ধীগ্রাম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চুরির ঘটনা, ল্যাপটপ ও সিসিটিভি হার্ডডিস্ক উধাও

আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি: গান্ধীগ্রাম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। সোমবার সকালে বিদ্যালয়ের প্রাতঃ বিভাগের প্রধান শিক্ষক স্কুলে এসে দেখতে পান একটি কক্ষের আলমারির তালা ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বিষয়টি বুঝতে পেরে তিনি সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শিক্ষক ও কর্মীদের খবর দেন।

এরপর বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কক্ষ পরিদর্শন করে দেখা যায়, একাধিক কক্ষের দরজা ও আলমারির তালাও ভাঙা হয়েছে। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে। বিদ্যালয় সূত্রে দাবি, দুষ্কৃতীরা বিদ্যালয় থেকে একটি ল্যাপটপ এবং সিসিটিভি ক্যামেরার হার্ডডিস্ক নিয়ে পালিয়েছে। ফলে ঘটনার সঠিক চিত্র পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। কীভাবে চোরেরা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করল এবং চুরির সঙ্গে কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এ ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যেও ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। বিদ্যালয়ের নিরাপত্তা জোরদার করার দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে।

আগামীকাল ই.সি.আই. ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনারদের জাতীয় রাউন্ড টেবিল সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি: ভারতের নির্বাচন কমিশন (ই.সি.আই.) ২৪ ফেব্রুয়ারি নয়াদিল্লির ভারত মন্ডপমে ই.সি.আই. ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনারদের (এস.ই.সি.) জাতীয় গোল টেবিল সম্মেলনের আয়োজন করবে। ২৭বছর পর এই গোল টেবিল সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছে। এর আগে সর্বশেষ এমন সম্মেলন ১৯৯৯ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। গোল টেবিল সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন নির্বাচন কমিশনার ড.সুখবীর সিং সান্ধু ও ড. বিবেক যোশী।

সকল রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের রাজ্য নির্বাচন কমিশনাররা তাঁদের আইনগত ও প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন। এছাড়াও, ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকরা (সি.ই.ও.) সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন।

রাউন্ড টেবিল সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো, নিজ নিজ আইনি কাঠামোর আওতায় নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও লজিস্টিকস সংক্রান্ত বিষয়ে ই.সি.আই. ও এস.ই.সি.গুলির কার্যক্রমে সমন্বয় ও সমন্বিত সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। আলোচনাগুলি গঠনমূলক মতবিনিময়ের একটি মঞ্চ প্রদান করবে এবং নির্বাচনী ব্যবস্থাপনায় সমবায়মূলক ফেডারালিজমের চেতনাকে আরও শক্তিশালী করবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

দিনব্যাপী এই সম্মেলনে প্রযুক্তি, ই.ভি.এম. এবং ভোটার তালিকা বিনিময় সহ নির্বাচনী প্রক্রিয়া আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে আলোচনা হবে। কমিশনের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা সাম্প্রতিকভাবে চালু হওয়া ই.সি.আই.নেট ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মসহ গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত ও কার্যক্রমমূলক উদ্যোগ সম্পর্কে উপস্থাপনা দেবেন এবং নির্বাচনী পরিষেবাকে আরও সহজতর করতে এর রূপান্তরমূলক সম্ভাবনা তুলে ধরবেন।

উপস্থাপনাগুলিতে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ই.ভি.এম.)-এর দৃঢ়তা, স্বচ্ছতা ও সুরক্ষা ব্যবস্থাও তুলে ধরা হবে। জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ১৯৫০-এর প্রেক্ষিতে রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলভিত্তিক ভোটারদের যোগ্যতা সম্পর্কিত একটি তুলনামূলক উপস্থাপনাও করা হবে, যাতে বিভিন্ন অঞ্চলে ভোটার তালিকা প্রস্তুতির আইনি কাঠামো সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক আলোচনা সম্ভব হয়।

৭৩তম ও ৭৪তম সংবিধান সংশোধনীর ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির আইনের মাধ্যমে রাজ্য নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়েছে। সংবিধানের ২৪৩ কে. এবং ২৪৩ জেড.এ. অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, পঞ্চায়েত ও পৌর সংস্থার সকল নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ এবং নির্বাচন পরিচালনার তত্ত্বাবধান, দিকনির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব এস.ই.সি.গুলির উপর ন্যস্ত রয়েছে।

চাকমাঘাট কমিউনিটি হলে ছয় দিনব্যাপী তাঁত ও রেশম চাষের দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ ফেব্রুয়ারি: তেলিয়ামুড়া মহকুমার চাকমাঘাট কমিউনিটি হলে শুরু হল ছয় দিনব্যাপী তাঁত ও রেশম চাষের দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ শিবির। ডিরেক্টরেট অব হ্যান্ডলুম, হ্যান্ডিক্রাফস অ্যান্ড সেরিকালচার এর উদ্যোগে 'সিল্ক সমগ্র-২ (২০২৫—২৬)' প্রকল্পের অধীনে আয়োজিত এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য, স্থানীয় তাঁতি ও রেশম চাষিদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভর করে তোলা। সোমবার প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রঞ্জিত সরকার, বিশিষ্ট সমাজসেবী ধনঞ্জয় দাস সহ অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিরা।দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট ৯২ জন অংশগ্রহণকারী এই প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দিয়েছেন। আগামী ছয় দিন ধরে তাঁত বয়ন, সুতা প্রক্রিয়াকরণ, উন্নত পদ্ধতিতে রেশম চাষ এবং উৎপাদিত সামগ্রীর বিপণন সংক্রান্ত বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার ঐতিহ্যবাহী তাঁত শিল্প ও রেশম চাষকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি তা আয়ের নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করে চলেছে। তাঁর কথায়, "কৃষ্ণপুর বিধানসভা এলাকার বহু মানুষ এখনও দারিদ্রসীমার মধ্যে বসবাস করছেন। তাঁদের আর্থিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে তাঁত শিল্প ও রেশম চাষের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।"তিনি আরও জানান, দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা এবং স্থানীয় স্তরে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করাই সরকারের অগ্রাধিকার। এই ধরনের প্রশিক্ষণমূলক উদ্যোগ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন।প্রশিক্ষণ শিবির ঘিরে চাকমাঘাট এলাকায় উৎসাহের পরিবেশ লক্ষ্য করা গেছে। অংশগ্রহণকারীদের আশা, এই উদ্যোগ তাঁদের জীবিকায় নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেবে।

২২ বছর পর মিলনমেলা, শান্তিরবাজার দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ২০০৪ ব্যাচের প্রাক্তনীদের ঐতিহাসিক উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৩ ফেব্রুয়ারি: কর্মব্যস্ত জীবনের চাপে স্কুলজীবনের বন্ধুত্ব প্রায়ই স্মৃতির পাতায় সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সেই ব্যস্ততার মাঝেও এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন শান্তিরবাজার দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়-এর ২০০৪ সালের মাধ্যমিক ব্যাচের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা। দীর্ঘ প্রায় ২২ বছর পর সম্প্রতি তারা একত্রিত হয়ে আয়োজন করেন এক জমজমাট গেট-টুগেদার অনুষ্ঠান। এই মিলনমেলার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন ব্যাচের প্রাক্তন ছাত্র মিঠুন পাটারী ও বিক্রম আচার্য্য। তাঁদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং সহপাঠীদের আন্তরিক সহযোগিতায় এই পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

বর্তমানে ব্যাচের অধিকাংশ সদস্যই নিজ নিজ কর্মজীবন ও পারিবারিক দায়িত্বে ব্যস্ত। তবুও পুরনো বন্ধুত্বকে অটুট রাখতে সকলেই একত্রিত হয়ে স্কুলজীবনের স্মৃতিচারণায় মেতে ওঠেন। কিছুক্ষণের জন্য কর্মজীবন ও পারিবারিক ব্যস্ততা ভুলে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন সকলে।

উল্লেখ্য, এই ব্যাচের প্রাক্তনীরা অতীতেও বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন। ভবিষ্যতেও বন্ধুত্বের বন্ধন অটুট রাখতে এবং সমাজের কল্যাণে নানা উদ্যোগ গ্রহণের পরিকল্পনা নিয়েছেন বলে জানা গেছে। এই পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান শান্তিরবাজার জুড়ে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। প্রাক্তনীদের এই উদ্যোগ অনেকের কাছেই অনুপ্রেরণার উদাহরণ হয়ে উঠেছে।

বিশ্রামগঞ্জ ও উদয়পুর আইটিআই পরিদর্শন টিআইডিসি চেয়ারম্যান নবাদল বণিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৩ ফেব্রুয়ারি: টাটা টেকনোলজি ও আইটিআই-এর যৌথ উদ্যোগে রাজ্যে চালু হচ্ছে বিভিন্ন অত্যাধুনিক দক্ষতা ভিত্তিক কোর্স। এরই উদ্যোগের অংশ হিসেবে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে তোলা হচ্ছে টাটা টেকনোলজি সেড ভবন, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষায় আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে।

এই প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে সোমবার টিআইডিসি চেয়ারম্যান নবাদল বণিক বিশ্রামগঞ্জ ও উদয়পুর আইটিআই পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি পরিকাঠামো, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা এবং শিক্ষার্থীদের জন্য আধুনিক সুবিধা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন।

তিনি জানান, এই ধরনের উদ্যোগের ফলে রাজ্যের যুব সমাজের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং শিল্পক্ষেত্রে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে উঠবে। পাশাপাশি, আধুনিক প্রযুক্তি শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে।

এদিন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন এবং প্রকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

প্রয়াত মুকুল রায়

● প্রথম পাতার পর

রাজনৈতিক মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি যেমন সংগঠক হিসেবে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তেমনই দলবদলের রাজনীতির নতুন প্রবণতার সূচনাকারী হিসেবেও তাঁকে অনেকেই মনে করেন। তাঁর প্রয়াণে ভারতীয় রাজনীতির এক বহুচর্চিত অধ্যায়ের অবসান ঘটল।

ভারত বিশ্বের

● প্রথম পাতার পর

ধরা যায়। এই পদক্ষেপ দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে জাতীয় ঐক্যের বার্তা দেয়।প্রথম পর্যায়ে ৬০টিরও বেশি দেশের সঙ্গে মৈত্রী গোষ্ঠী গঠন করা হলেও আগামী দিনে আরও বহু দেশের সঙ্গে এই ধরনের গোষ্ঠী গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, যাতে সংসদীয় সম্পৃক্ততার মাধ্যমে ভারতের বৈশ্বিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হয়।

গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তপ্ত লঙ্কামুড়া

● প্রথম পাতার পর

অর্থহীন। এলাকায় নেশার সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে ভিকি। প্রতিনিয়ত এলাকায় নেশার রমরমা বাণিজ্য গড়ে তুলে এলাকার পরিবেশ নষ্ট করছিল। এর আগেও তাকে বাধা দেওয়া হলে সে এলাকার এক যুবকের উপর প্রাণঘাতি হামলা চালিয়েছে। ঘটনা গুরুতর আহত হয়েছিল সে। এমনকি এই ঘটনায় ভিকির বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছিল। গতকাল এলাকায় এই নেশার বাণিজ্য বন্ধ করার কথা বললে ভীতি এলাকাবাসীর উপর চড়াও হয়ে যুবক ও মহিলাদের উপর হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ জানিয়েছেন এলাকাবাসীরা। ঘটনায় তাকেও মারধর করেছে এলাকাবাসীরা। ভিকির কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

কৃষকদের দুরাবস্থা ঃ সরব

● প্রথম পাতার পর

কৃষক সভা আন্দোলনের পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে আগামী এক মাস ধরে রাজ্যের বিভিন্ন বিএলডব্লিউ অফিস, এসএ অফিস ও সেক্টর অফিসের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হবে। পাশাপাশি বিধানসভার বাজেট অধিবেশন চলাকালীন সময়ে বিধানসভা অভিযান সংগঠিত করা হবে। জানা গেছে, তিনটি সংগঠন যৌথভাবে এই কর্মসূচিতে অংশ নেবে। সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, অবিলম্বে কৃষকদের জন্য পর্যাপ্ত সার সরবরাহ, সেচ ব্যবস্থার উন্নতি এবং সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে, নচেৎ আন্দোলন আরও তীব্র করা হবে।

বিজেপির উত্তর

● প্রথম পাতার পর

প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভবিষ্যতের লক্ষ্যপূরণে দল আরও এগিয়ে যাচ্ছে।

মন্ত্রী সধাংশু দাস বলেন, এই প্রশিক্ষণ শিবির দলীয় আদর্শকে আরও সুদৃঢ় করা এবং জনসেবামূলক অঙ্গীকার বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। তিনি জানান, সংগঠনের ভিত্তিকে মজবুত করার ক্ষেত্রে এ ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

মন্ত্রী টিঙ্কু রায় কর্মশালার আলোচনাকে ফলপ্রসূ ও অনুপ্রেরণাদায়ক বলে অভিহিত করেন। তাঁর মতে, কর্মশালায় যে মতবিনিময় ও দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, তা আগামী দিনে সংগঠনের কার্যক্রমকে আরও সুসংহত করতে সহায়ক হবে।

বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই

● প্রথম পাতার পর

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা। এক দমকলকর্মী জানিয়েছেন, গতকাল রাতে রবীন্দ্র চৌমুহনী এলাকায় একটি দোকানে ধোঁয়া দেখতে পেয়েছেন এলাকাবাসী। সাথে সাথে দোকানের মালিকদের খবর দেওয়া হয়েছিল। খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছিল পুলিশ এবং দমকলবাহিনীকে। দমকলের ইঞ্জিন সহ উপস্থিত জনতার সহায়তায় দীর্ঘ কয়েক ঘন্টার চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু ততক্ষণে আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের আরও কয়েকটি দোকানে। দাহ্য সামগ্রী থাকায় আগুন দ্রুত ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ওই অগ্নিকান্ডে দুটি সেলুন দোকান, একটি লন্ড্রি, এবং একটি টেইলার দোকান এবং সোনামুড়া প্রসিদ্ধ একটি হোমিওপ্যাথিক ওষুধের দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা জানান, দোকানে থাকা বিপুল পরিমাণ মালপত্র পুড়ে যাওয়ায় তাঁদের লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে। এদিকে, শহরের অন্যতম ব্যস্ত বাণিজ্যিক এলাকায় এমন অগ্নিকাণ্ডে ব্যবসায়ী মহলে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। দ্রুত ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার দাবি উঠেছে।

এডিসির মধ্যে

● প্রথম পাতার পর

পুজোতে মানুষ যাতে আরো আনন্দ উপভোগ করতে পারে সেজন্য আমরা দুদিনের ছুটির ঘোষণা দিয়েছি। সংগ্রংমা পুজোর দিনে একদিনের রেস্ট্রিক্টেড ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। জনজাতি অংশের ছেলেমেয়েদের গুণগত মানের শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী আমাদের ২১টি একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল দিয়েছেন। এরমধ্যে ১২টি শুরু হয়েছে। আরো ৬টি মার্চ মাস থেকে শুরু হয়ে যাবে। বাকিগুলোর কাজও শেষ হয়ে যাবে। আমি নিজেও দিল্লিতে গিয়ে আরো ১৫টি একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল দেওয়ার জন্য দাবি করে এসেছি।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর আলোচনায় বলেন, মিজোরাম থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা রিয়াং শরণার্থীরা সুদীর্ঘ বছর ধরে কি দুর্বিষহ জীবন যাপন করেছে। আমাদের সরকার আসার তাদের প্রায় ৮০০ কোটি টাকার প্যাকেজ দিয়ে রাজ্যের ১২টি জায়গায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাদের জন্য স্কুল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, পানীয় জল, রাস্তাঘাট সহ সমস্ত সুযোগ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার থাকার কারণে সেটা একমাত্র সম্ভব হয়েছে। আপনারা সবাই জানেন যে কমিউনিস্টরা রাজ্যের মহারাজাদের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। আর এখন যারা আমাদের কিছু দেয়নি বলে হৈচৈ করছে, তারা কিন্তু সিপিএমের আমলে রা শব্দ করেনি। শুধু ঘরের ভেতর বসেছিল। আজকে আমরা গণতন্ত্র দেওয়ায় তারা বাইরে বেরিয়ে এসেছে। আর বড় বড় কথা বলছেন। কিন্তু আগে কোথায় ছিল? আমরা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের নামে আগরতলা এয়ারপোর্টের নামকরণ করেছি।

সভায় উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা, জেলা সভাপতি দীপায়ন চৌধুরী, দক্ষিণ জেলার সভাধিপতি দীপক দত্ত, বিধায়ক মাইলাফ্রু মগ, মন্ডল সভাপতি বিপুল ভৌমিক, এডিসি সদস্য কংজং মগ, সঞ্জীব রিয়াং, বিএসি চেয়ারম্যান রাখী ত্রিপুরা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

অঙ্গন

ত্রিপুরার ক্রীড়া ইতিহাসে নতুন দিগন্ত রাজ্যজুড়ে খেলোয়ারদের পদকের লড়াই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা: ত্রিপুরার ক্রীড়া জগতের মানচিত্রে এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সূচনা হলো। রবিবার থেকে রাজ্যে শুরু হয়েছে তিন দিনব্যাপী "প্রথম রাজ্য গেমস ২০২৬"। রাজ্যের তৃণমূল স্তরের প্রতিভাকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মঞ্চের জন্য প্রস্তুত করার লক্ষ্য নিয়ে আয়োজিত এই মেগা ইভেন্টের উদ্বোধন করেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের আটটি জেলার তিন হাজারেরও বেশি অ্যাথলিট এই ক্রীড়া মহাযজ্ঞে অংশ নিয়েছেন।প্রথমবার স্টিপলচেস ও ম্যাসকট রেলি এবারের গেমসের অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ ছিল সোমবার বিকেলে বাধারঘাট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ৩০০০ মিটার স্টিপলচেস। ত্রিপুরার অ্যাথলেটিক্সের ইতিহাসে এই ইভেন্টটি এবারই প্রথমবার অনুষ্ঠিত হলো, যা ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। এর আগে ১৩ থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে ম্যাসকট রেলি আয়োজিত হয়, যা জেলাভ্রমণ শেষে আগরতলায় ফিরে এসে গেমসের উন্মাদনা কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়।স্কোয়াশ: সেমিফাইনালের পথে তারকারা এগোচ্ছেন। আসাম রাইফেলস কমপ্লেক্সে আয়োজিত স্কোয়াশ প্রতিযোগিতার পুরুষদের কোয়ার্টার ফাইনালে দাপট দেখালেন পশ্চিম জেলার খেলোয়াড়রা। করণ সিং ১১-৩, ১১-৪ ব্যবধানে হারিয়েছেন শচীন কুমারকে। রৌনক আচার্য সরাসরি সেটে জয়ী হয়েছেন খোয়াইয়ের প্রসেনজিৎ চৌধুরীর বিরুদ্ধে।অন্যান্য ম্যাচে জয় পেয়েছেন গোমতির অমরজিৎ দাস এবং পশ্চিম জেলার বিকাশ কুমার।অ্যাথলেটিক্সে দ্রুততমা মানবী ঝর্না। বাধারঘাটের ট্র্যাকে ঝড় তুলে মহিলাদের ১০০ মিটার দৌড়ে চ্যাম্পিয়ন হয়ে রাজ্যের দ্রুততমা মানবীর শিরোপা ছিনিয়ে নিয়েছেন সিপাহীজলার ঝর্না দেবনাথ। এই ইভেন্টে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন পশ্চিম জেলার রিয়া দাস এবং তৃতীয় হয়েছেন গোমতির অনামিকা পাল।এক নজরে পরিকাঠামো ও ভেন্যুরাজ্যজুড়ে মোট ১৮টি ডিসিপ্লিনে প্রতিযোগিতা চলছে। এন এস আর সি সি-তে জুডো, টেবিল টেনিস, বক্সিং, বাস্কেটবল, ব্যাডমিন্টন ও জিমন্যাস্টিক্স।বাধারঘাট কমপ্লেক্স: হকি, অ্যাথলেটিক্স, হ্যান্ডবল ও ভলিবল। উদয়পুরে কাবাডি, বিলোনিয়ায় ফুটবল, ধর্মনগরে খো খো এবং বিএসএফ শালবাগানে গলফ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। খেলোয়ারদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। চলছে পদক জয়ের লড়াই।আগামীকাল (মঙ্গলবার) পর্যন্ত চলবে এই ক্রীড়া উৎসব। আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে রাজ্যের সমস্ত ক্রীড়াপ্রেমী মানুষকে মাঠে উপস্থিত থেকে খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করার আহ্বান জানানো হয়েছে। মাঠের লড়াই আর গ্যালারির উন্মাদনা মিলিয়ে ত্রিপুরা এখন প্রকৃত অর্থেই ক্রীড়াময়।

স্টেট গেমস : পদক তালিকায় সেরার লক্ষ্যে পশ্চিম জেলা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পশ্চিম জেলার জয়জয়কার ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশন আয়োজিত প্রথম বাড়ির মতো ত্রিপুরা স্টেট গেমস এর দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে পদক তালিকায় ১০ টি স্বর্ণপদক পেয়ে সহ মোট ২৮ টি পদক পেয়ে পশ্চিম জেলা দল শীর্ষস্থানে রয়েছে। রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদকের সংখ্যা যথাক্রমে ১২ টি ও ৬টি। এদিকে, ৯টি স্বর্ণপদক সহ মোট ১৮ টি পদক পেয়ে দ্বিতীয় শীর্ষে রয়েছে সিপাহী জলা। এছাড়া, একটি রৌপ্য পদক এবং আটটি ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। গোমতী জেলা দল দুইটি স্বর্ণপদক, তিনটি রৌপ্য পদক এবং তিনটি ব্রোঞ্জ পদক অর্থাৎ মোট আটটি পদক পেয়ে তৃতীয় শীর্ষে অবস্থান করছে। চতুর্থ স্থানে রয়েছে দক্ষিণ জেলা দল দুইটি স্বর্ণপদক এবং একটি করে রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে মোট চারটি পদক সংগ্রহ করেছে। উত্তর ত্রিপুরা জেলা দল একটি স্বর্ণপদক, চারটি রৌপ্য পদক এবং একটি ব্রোঞ্জ পদক অর্থাৎ মোট ৬টি পদক অর্জন করে ৫য় স্থানে রয়েছে। ঊনকোটি জলাদল রয়েছে ৬ষ্ঠ স্থানে ৩টি রৌপ্য ও একটি ব্রোঞ্জ পদক সহ মোট চারটি পদক পেয়ে। এছাড়া, ধলাই এবং খোয়াই দুটি জেলা দল দুটি করে ব্রোঞ্জ পদক পেয়ে সমপর্যায়ে রয়েছে।স্টেট গেমস : পদক তালিকা

জেলা	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ	মোট
পশ্চিম	১০	১২	০৬	২৮
সিপাহীজলা	০৯	০১	০৮	১৮
গোমতী	০২	০৩	০৩	০৮
দক্ষিণ	০২	০১	০১	০৪
উত্তর	০১	০৪	০১	০৬
ঊনকোটি	০০	০৩	০১	০৪
ধলাই	০০	০০	০২	০২
খোয়াই	০০	০০	০২	০২

চড়িলাম প্রিমিয়ার লীগের উদ্বোধনী জয় চেছুড়িমাই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।।দ্বিতীয়বর্ষ চড়িলাম প্রিমিয়ার লিগের উদ্বোধনী ম্যাচে জয় লাভ করে চেছুড়িমাই ক্রিকেট লাভারস টিম।টসে জিতে উদয়পুরের পালাটানা একাদশের ক্যাপ্টেন সুশান্ত বনিক প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথমে ব্যাট করে ক্রিকেট লাভারস চেছুড়িমাই টিম দলের ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে দশ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ৭৯ রান সংগ্রহ করে। উদয়পুর পালাটানা একাদশ ব্যাট করতে নেমে অল উইকেটে ৫০ রান সংগ্রহ করে। জয়ী হয় ক্রিকেট লাভার্স চেছুড়িমাই টিম। রবিবার রাতে দ্বিতীয় বর্ষ চড়িলাম প্রিমিয়ার লিগের শুভ সূচনা করেন লীগের চেয়ারম্যান তাপস দাস, লীগের সম্পাদক বিপ্লব সাহা এলাকার বিশিষ্ট অবসরপ্রাপ্ত শারীর শিক্ষক গিরিধারী দেবনাথ সহ অন্যান্যরা।খেলা শুরু হওয়ার আগে চড়িলামের কচিকাঁচা জাতীয়স্তরের টেবিল টেনিস খেলোয়ারর‍া সম্মান জানায় চড়িলাম প্রিমিয়ার লিগ কর্তৃপক্ষ। চড়িলাম বাজারে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় মিনি স্টেডিয়ামে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং জাতীয় সংগীত দিয়ে শুরু হয় উদ্বোধনী ম্যাচ। অনেকটা আইপিএল খেলার মাঠের মতো পরিবেশ তৈরি হয়েছিল চড়িলাম পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় মিনি স্টেডিয়ামে। খেলা শুরু হওয়ার পূর্বে আলোচনা করতে গিয়ে চড়িলাম প্রিমিয়ার লিগের চেয়ারম্যান তাপস দাস বলেন, নব প্রজন্মকে খেলাধুলায় উৎসাহিত করার জন্য তাদেরকে মাঠে টেনে আনার জন্য এই উদ্যোগ দুই বছর ধরে নেওয়া হয়েছে। বর্তমান সমাজে মাঠের মধ্যে নব প্রজন্মকে তেমনভাবে দেখা যায় না।নেশার জগৎ থেকে খেলার জগতে নব প্রজন্মকে ফিরিয়ে আনার জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান চড়িলাম প্রিমিয়ার লিগের চেয়ারম্যান তাপস দাস। দ্বিতীয় বর্ষ চড়িলাম প্রিমিয়ার লিগ শান্তিপূর্ণভাবে সাফল্য মণ্ডিত করার জন্য তিনি চড়িলামের সমস্ত অংশের মানুষের সাহায্য চেয়েছেন। এই প্রিমিয়ার লিগে যে দল চ্যাম্পিয়ন হবে তারা পাবে এক লক্ষ টাকা, রানার্স টিম পাবে ৫০ হাজার টাকা।তাছাড়াও থাকবে প্রতিদিন ম্যান অব দ্যা ম্যাচ এবং ম্যান অব দ্যা সিরিজ। এখন পর্যন্ত ৫০ টি দল এই খেলায় এন্টি ফি দিয়ে তাদের নাম রেজিস্ট্রেশন করেছে বলে জানিয়েছেন চেয়ারম্যান তাপস দাস।

অক্ষরকে না খেলানো ভুল হয়েছে, মেনে নিলেন দুশখাতে, আগামী ক'দিন সঞ্জুকে নিয়ে দলে আলোচনা হবে, বললেন সহকারি কোচ

রবিবার অহমদাবাদে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারতীয় দলে অক্ষর পটেলকে না দেখে অনেকেই অবাক হয়েছিলেন। ব্যাটে-বলে অক্ষরের অভাব বোঝা গিয়েছে গোটা ম্যাচেই। ভারত হেরেছে ৭৬ রানে। ম্যাচের পর সহকারি কোচ রায়ান টেন দুশখাতে স্বীকার করে নিলেন, অক্ষরকে না খেলানো হয়তো তাঁদের ভুল সিদ্ধান্ত। পাশাপাশি এটাও জানালেন, আগামী দিনে সঞ্জু স্যামসনকে খেলানো নিয়ে দলে আলোচনা হবে।

সাংবাদিক বৈঠকে দুশখাতে বলেছেন, "প্রথম একাদশ কী হবে সেটা নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা করেছি। মাঝের দিকের ওভারগুলোয় দু'দলের কাদের মধ্যে লড়াই হবে সেটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এখন মনে হচ্ছে অক্ষরকে না খেলানোর সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। আমরা রিঙ্কুকে দলে চেয়েছিলাম। তাই হয়তো এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। তবে অক্ষরকে নিয়ে কোনও অসুবিধা নেই। ওর নেতৃত্ব এবং ক্রিকেটীয় দক্ষতাকে আমরা সম্মান করি।"

তবে কোচ গৌতম গম্ভীরের প্রিয় ক্রিকেটার ওয়াশিংটনকে ঢেকে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন দুশখাতে। তিনি বলেছেন, "আমরা জানি ওয়াশিংটন এর আগে দলের হয়ে কী করেছে। আজকের কৌশলে ও বড় ভূমিকা নিয়েছে। ব্যাপারটা ছিল দলের কম্বিনেশন এবং বাঁ হাতিদের কথা ভেবে অক্ষর বা ওয়াশিংটনের মধ্যে কাউকে বেছে নেওয়া। আমরা আজ ওয়াশিংটনকেই বেছে নিয়েছিলাম।"

তিনি আরও বলেছেন, "আমাদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, বিপক্ষের সব থেকে বড় সমস্যা ছিল কুইন্টন ডি কক, রায়ান রিকেলটন এবং ডেভিড মিলারকে নিয়ে। সেই কারণেই আমরা ওয়াশিকে বেছে নিয়েছি। ওকে মাঝের দিকের ওভারে বল করাতে চেয়েছিলাম। এ টুকু বলতে পারি, আমরা নিজেদের সেরা একাদশকেই নিয়েছিলাম। যদি আজ অক্ষর খেলত, তা হলে ওয়াশিংটন যে পজিশনে ব্যাট করেছে ও-ও সেই পজিশনে ব্যাট করত।"

তবে অভিষেক শর্মার পাশে দাঁড়াতে রাজি হননি সহকারি কোচ। তাঁর সাফ কথা, নেটে যতটা ভাল ব্যাট করছেন অভিষেক, এ বার মাঠে নেমেও ততটাই ভাল ব্যাট করার দরকার। এই প্রসঙ্গে সঞ্জুর নাম নিয়েছেন তিনি।

দুশখাতে বলেছেন, "অভিষেক বা তিলকের হয়ে কোন অজুহাত দিতে আমি এখানে আসিনি। অভিষেকের পেটে সমস্যা হয়েছিল। তা ছাড়া টানা তিনটে শূন্য করার একটা চাপ তো থাকবেই। আমাদেরই কাজ হল সব কিছু যাতে ঠিকঠাক থাকে তাতে ওকে সাহায্য করা। নেটে ছন্দে আছে, এই জাতীয় কথাবার্তা বলে কোনও লাভ নেই। এ বার ভাল খেলতে হবে। সেটাই আসল। আগামী কয়েক দিনে সঞ্জুকে নিয়ে আলোচনা হতেই পারে।"

হাড়ের ধাক্কা কাটিয়ে এ বার বাকি দু'টি ম্যাচে ভারত যাতে জেতে সেই নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করে দিতে চাইছেন সহকারি কোচ। বলেছেন, "আজকের হারের পর আমরা প্রত্যেকে হতাশ। আজ অনেক ভুল করেছি আমরা। এই পর্যায়ে একটা ম্যাচ হয়তো হারতে হতেই পারে। কিন্তু পরের রাউন্ডে যেতে গেলে আমাদের চারটে পয়েন্ট দরকার। জিম্বাবোয়ে এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে নিজেদের সেরাটা দিতে হবে।"

প্রজন্ম বাঁচাও কর্মসূচীতে প্রীতি ক্রিকেট মুহুরীপুরে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ভারতের গনতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের প্রজন্ম বাঁচাও কর্মসূচী হিসাবে সংগঠনের মুহুরীপুর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে রবিবার ছাত্র ও যুবদের মধ্যে এক প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।ম্যাচে ডিওয়াইএফআই মুহুরীপুর অঞ্চল কমিটি ৭ রানে এসএফআই মুহুরীপুর অঞ্চল কমিটিকে পরাস্ত করে।মুহুরীপুর স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ডিওয়াইএফআই মুহুরীপুর অঞ্চল কমিটি নির্ধারিত ১২ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ৯০ রান করে। দ্বিতীয়ার্ধে ব্যাট করতে নেমে এসএফআই মুহুরীপুর অঞ্চল কমিটি ১২ ওভারে ৮ উইকেটে ৮৩ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়।শেষে বিজয়ী দলের হাতে চ্যাম্পিয়ান ট্রফি তুলে দেন ডিওয়াইএফআই রাজ্য কমিটির সদস্য প্রনব চক্রবর্তী।রানার্স দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন সংগঠনের মুহুরীপুর অঞ্চল সম্পাদক বিভাষ চক্রবর্তী।ম্যাচে ছাত্র - যুবদের উপস্থিতি ছিল নজর কাড়া।

ভারত হারতেই সূর্যদের তুলোধোনা অশ্বিন-গাভাসকরের

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে কোনও প্রস্তুতি ছাড়াই নেমে পড়েছিল ভারত! বিস্ফোরক অভিযোগ আনলেন প্রাক্তন স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। সুপার এইটের প্রথম ম্যাচে ৭৬ রানে হেরেছে মেন ইন ব্লু। সূর্যকুমার যাদবদের স্ট্র্যাটেজি থেকে শুরু করে দলের মানসিকতা-সমস্ত কিছু নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকর স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, ভারত এলোপাথাড়ি স্রেফ ব্যাট চালাচ্ছে। রবিবার ম্যাচের পর নিজের ইউটিউব চ্যানেলে ক্ষোভ উগরে দেন অশ্বিন। হারের পর সূর্য বলেন, ম্যাচ আপের কথা ভেবেই দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সহঅধিনায়ক অক্ষর প্যাটেলকে খেলানো হয়নি। সেই মন্তব্যের তুলোধোনা করে অশ্বিন বলেন, "ম্যাচ আপের জন্য আইপিএল রয়েছে। কিন্তু আইসিসি টুর্নামেন্ট খেলতে গেলে টিম ধরে রাখা খুবই প্রয়োজন। টি-২০তে অক্ষর কতখানি কার্যকর, সেটা ভুলে গেলে চলবে না।" উল্লেখ্য, ২০২৪ বিশ্বকাপ ফাইনালে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কার্যকর ইনিংস খেলেছিলেন অক্ষর।

রিঙ্কু সিংকে কেন আট নম্বরে ব্যাট করতে পাঠান হল, সেই নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অশ্বিন। রবিবার পাঁচ নম্বরে নামেন ওয়াশিংটন সুন্দর। কিন্তু মাত্র ১১ রান করে আউট হয়ে যান। অন্যদিকে, ভারতীয় ব্যাটারদের মানসিকতাকে তোপ দেগেছেন গাভাসকর। তাঁর কথায়, "ডেওয়াল্ড ব্রেভিস-ডেভিড মিলাররা ইনিংস গড়ল, মাঠের মাঝখান দিয়ে শট খেলে। ওরা পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছিল। বল ব্যাটে আসছিল না, তাই শর্ট বলকে কাজে লাগিয়ে রান তুলেছে ওরা।" দক্ষিণ আফ্রিকার এই কৌশল ভারতেরও শেখা উচিত ছিল বলেই মত লিটল মাস্টারের।

পাকিস্তানে বসেই সূর্যদের মনোবল ভাঙছেন প্রাক্তন পাক পেসার !

অভিষেক শর্মাকে 'নিম্নমানের স্লগার' বলে কটাক্ষ করেছিলেন। ভারত টি-২০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠবে না বলেও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। রবিবার সুপার এইটের প্রথম ম্যাচে ভারত হারতেই সেই 'ভবিষ্যৎদ্রষ্টা' মহম্মদ আমিরকে নিয়ে জোর চর্চা নেটদুনিয়ায়। এমনকি পাক ক্রিকেটপ্রেমীরা এটাও বলছেন, আমিরের বাক্যবাণেই নাকি ভেঙে গিয়েছে ভারতীয় দলের মনোবল। চলতি বিশ্বকাপের শুরু থেকেই বারবার ভারতীয় দল এবং ক্রিকেটারদের তোপ দেগেছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন পেসার আমির। সাফ বলেছেন, অক্লেশে গ্রুপ পর্বের বেড়া টপকালেও সুপার এইটের গণ্ডি পেরিয়ে সেমিফাইনাল অবধি গড়াবে না ভারতের রথ। ভারতের গ্রুপ থেকে সেমিফাইনালে চলে যেতে পারে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ। নিজের বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দিয়ে আমির বলেন, "একমাত্র পাকিস্তান ম্যাচ ছাড়া বাকি সবকটি ম্যাচেই ভারতের ব্যাটিং বিভাগ ব্যর্থ হয়েছে। আর যেভাবে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ খেলছে, তাতে তারা যে কোনও দলকে হারিয়ে দিতে পারে।" প্রাক্তন পাক পেসারের এই কথাই যেন সত্যি হয়েছে রবিবার সুপার এইটের ম্যাচে। প্রোটিয়াদের সামনে ভেঙে পড়েছে ভারতীয় ব্যাটিং। যে অভিষেককে 'নিম্নমানের স্লগার' বলে কটাক্ষ করেছিলেন, তাঁর সংগ্রহ ১২ বলে ১৫ রান। অভিষেক নিয়ে আমিরের ভবিষ্যদ্বাণী ফলে গিয়েছে কাকতালীয়ভাবে। সেই নিয়েই খুশিতে আত্মহারা পাক নেটিজেনরা। তাঁদের কথায়, 'একটা সময়ে মাঠে নেমে ভারতকে কাঁদিয়ে ছাড়তেন আমির। এখন স্টুডিওতে বসে এমন বাক্যবাণ ছাড়ছেন যে ভারতীয় দলের মনোবল ভেঙে যাচ্ছে।'

সেই নেটিজেনদের তালিকায় রয়েছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক এবং ব্যাটিং কোচ মহম্মদ ইউসুফও। এক্স হ্যান্ডেলে আমিরকে ট্যাগ করে লিখেছেন, 'আমির, এবার ভারতকে রেহাই দাও। ওদের অবস্থা খুবই খারাপ।' টপ অর্ডার ব্যর্থ হলেও রবিবার যেভাবে ম্যাচে কামব্যাক করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা, সেই মানসিকতারও ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ইউসুফ। তাঁর এই এক্স পোস্টের সঙ্গে একমত হয়েছেন বহু পাক নেটিজেন। তবে অনেকে মনে করিয়ে দিয়েছেন, ভারতের মতো চ্যাম্পিয়ন দলকে এত সহজে মুছে ফেলা যায় না।

ব্যাটারদের দায়ী করলেও বোলারদের কোনও দোষ দেখছেন না সূর্য !

বড় প্রতিযোগিতায় দীর্ঘ দিন পর হেরেছে ভারত। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে টানা ১২ জয়ের পর হারতে হয়েছে সূর্যকুমার যাদবদের। আর সেই হার এসেছে সুপার এইটের শুরুতেই। অহমদাবাদে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৭৬ রানে হেরেছে ভারত। সুপার এইটের শুরুতে হোঁচট খেলেও নির্লিপ্ত সূর্য। খুব একটা চিন্তা করতে দেখা গেল না ভারত অধিনায়ককে।

খেলা শেষে সূর্য জানিয়ে দিলেন, ব্যাটারদের ব্যর্থতার জন্য হারতে হয়েছে। বোলারেরা নিজেদের কাজ করেছেন। সূর্য বলেন, "আমরা শুরুতে ভাল বল করেছি। আবার শেষ দিকেও ভাল বল করেছি। মাঝে ৭ থেকে ১৫ ওভারে ওরা খেলার দখল নিয়েছিল। তবে সব মিলিয়ে আমাদের বোলিং ভাল হয়েছে। কিন্তু ব্যাটিং ভাল করতে পারিনি। সেই কারণেই হারতে হল।"

১৮৮ রান তাড়া করতে নেমে পাওয়ার প্লে-র মধ্যে ৩ উইকেট হারায় ভারত। সেখান থেকে আর ফিরতে পারেনি তারা। সূর্যও সেই পাওয়ার প্লে-র কথাই জানালেন। তিনি বললেন, "১৮৫ রানের বেশি তাড়া করতে নেমে পাওয়ার প্লে-তে ম্যাচ জেতা যায় না। কিন্তু পাওয়ার প্লে-তে ম্যাচ হারা যায়। আমাদের সেটাই হয়েছে। পাওয়ার প্লে-তে খুব বেশি উইকেট হারিয়েছি। পরেও জুটি হয়নি। সেই কারণেই হারতে হয়েছে।"

তবে এখনও সেমিফাইনালে ওঠার আশা ছাড়েননি সূর্য। তিনি জানেন, পরের দুই ম্যাচ জিতলে অনেকটাই সুযোগ থাকবে। এই হার থেকে শিক্ষা নিয়ে সেখানে নামতে চান তিনি। সূর্য বলেন, "এই হার থেকে শিক্ষা নেব। এখনও দুটো ম্যাচ বাকি। সেখানে ভাল খেলতে হবে। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং তিন ক্ষেত্রেই উন্নতি করতে হবে। আশা করি সেটা আমরা পারব।"

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গত বারের চ্যাম্পিয়ন ভারত। তার উপর এ বার দেশের মাটিতে খেলা। ফলে বাড়তি চাপ দলের উপর থাকবেই। গ্রুপ পর্বে অপরাজিত থাকলেও চার ম্যাচেই সমস্যায় পড়েছে ভারতের ব্যাটিং। সুপার এইটেও সেই রোগ সারেনি। তার পরেও সূর্যকে দেখে মনে হল না, খুব একটা চিন্তায় তিনি। নির্লিপ্ত ভাবেই কথা বললেন ভারত অধিনায়ক।

বাকি দু'ম্যাচ জিতলেও অপেক্ষা করতে হবে অন্য সমীকরণ মেলার

সূর্যকুমার যাদব যতই বলুন, হাতে এখনও দু'ম্যাচ আছে, এ বারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ওঠার সুযোগ ভারতের কমেছে। বিশ্বকাপের সুপার এইটের প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরেছে ভারত। শুধু হার নয়, ৭৬ রানে লজ্জার হার হয়েছে সূর্যদের। এই হারের ফলে সরাসরি সেমিফাইনালে ওঠার সুযোগ কমেছে ভারতের। গ্রুপের বাকি দুই ম্যাচ জিতলেও অন্য ম্যাচের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে সূর্যদের।

রবিবারের ম্যাচের পর 'এক্স' গ্রুপে সকলের উপরে দক্ষিণ আফ্রিকা। তাদের পয়েন্ট ২। নেট রানরেট ৩.৮০০। ভারত সকলের নীচে। তাদের নেট রানরেট -৩.৮০০। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও জিম্বাবোয়ে এখনও সুপার এইটে কোনও ম্যাচ খেলেনি।

ভারতের বাকি দুই ম্যাচ রয়েছে জিম্বাবোয়ে ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে। ২৬ ফেব্রুয়ারি চেন্নাইয়ের মাঠে জিম্বাবোয়ে ও ১ মার্চ ইডেন গার্ডেন্সে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে খেলবেন সূর্যেরা। এই দুই ম্যাচ ভারত জিতলে তাদের পয়েন্ট হবে ৪।কিন্তু ৪ পয়েন্টে যাওয়ার সুযোগ তিন দলের রয়েছে। ভারতকে প্রার্থনা করতে হবে, দক্ষিণ আফ্রিকা যেন বাকি দুই ম্যাচও জেতে। তা হলে তাদের পয়েন্ট হবে ৬। সে ক্ষেত্রে ভারত বাকি দুই ম্যাচ জিতলে ৪ পয়েন্ট নিয়ে সেমিফাইনালে উঠবে। কারণ, এই অঙ্ক মিললে জিম্বাবোয়ে বা ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২ পয়েন্টের বেশি পাবে না। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা যদি জিম্বাবোয়ে বা ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে কারও কাছে হারে ও ভারত তাদের বাকি দুই ম্যাচ জেতে তার পরেও তিন দলের ৪ পয়েন্টে যাওয়ার সুযোগ থাকবে। সে ক্ষেত্রে নেট রানরেটের উপর বিচার হবে যে কোন দুই দল সেমিফাইনালে উঠবে। ভারত ৭৬ রানে হারায় নেট রানরেট বড় ধাক্কা খেয়েছে। ফলে ভারতকে তাদের পরের দুই ম্যাচ বড় ব্যবধানে জিততে হবে। পাশাপাশি প্রার্থনা করতে হবে যে, দক্ষিণ আফ্রিকা হারলেও যেন ব্যবধান বেশি না হয়।তবে এ সবই পরের অঙ্ক। আগে ভারতকে তাদের পরের দুই ম্যাচ জিততেই হবে। কারণ, এর পর আর একটি ম্যাচ হারলে আর প্রায় কোনও অঙ্কেই সেমিফাইনালে ওঠার সুযোগ থাকবে না সূর্যদের।

দেখিয়ে দিলাম ভারতকেও হারানো যায়! ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলা মিলারের টোটকা কি শুনবে জিম্বাবোয়ে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ

কঠিন পরিস্থিতি থেকে দলের হাল ধরেছিলেন তিনি। ভারতকেও যে হারানো যায়, সেই বিশ্বাস তৈরি করেছিলেন। সেই বিশ্বাসে ভর করে অহমদাবাদের মাঠে ভারতকে ৭৬ রানে হারিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলে ম্যাচের সেরা হয়েছেন মিলার। খেলা শেষে বাকি দলগুলিকে পথ দেখালেন মিলার। দেখিয়ে দিলেন যে, ভারতকেও হারানো যায়।খেলা শেষে সাংবাদিক বৈঠকে মিলার শুরুতেই বলেন, "বাকিদের দেখিয়ে দিলাম যে, ভারতকেও হারানো যায়। ভারত খুবই শক্তিশালী দল। কিন্তু নিজেদের উপর বিশ্বাস রাখলে, নিজেদের সেরা দিলে, পরিকল্পনা কাজে লাগাতে পারলে ভারতকেও হারানো সম্ভব।" এর পরে জিম্বাবোয়ে ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে ভারতের। তার আগে কি মিলারের টোটকা শুনবে দুই দল? কী ভাবে ভারতকে হারানো সম্ভব তার একটা নীল নকসা দুই দলের সামনে তুলে ধরেছেন প্রোটিয়া ব্যাটার।

মিলার জানিয়েছেন, তাঁদের দলে অভিজ্ঞতার অভাব নেই। রবিবার সেই অভিজ্ঞতাই কাজে লাগিয়েছিলেন তাঁরা। মিলার বলেন, "আমরা খুব বেশি কিছু করার চেষ্টা করিনি। বিষয়টা খুব সহজ রাখতে চেয়েছিলাম। আমাদের দলে অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমরা দীর্ঘ দিন ধরে একসঙ্গে খেলছি। চাপের মধ্যে কী ভাবে খেলতে হয় জানি। তাই তাড়াহুড়ো না করে নিজেদের স্বাভাবিক খেলা খেলেছি। তাতেই জিতেছি।"

মিলার যখন ব্যাট করতে নেমেছিলেন তখন ২০ রানে ৩ উইকেট পড়ে গিয়েছে তাদের। সেখান থেকে ঝোড়ো ইনিংস খেলেন তিনি। শুধু রান করা নয়, রান তোলার গতিও বাড়ান। ফলে কোনও সময়েই দক্ষিণ আফ্রিকার রানরেট কমেনি। মিলার জানিয়েছেন, তিনি সামনের দিকে খেলার চেষ্টা করছিলেন। প্রোটিয়া ব্যাটার বলেন, "সামনের দিকের বাউন্ডারি ছোট ছিল। তাই চেষ্টা করছিলাম সামনের দিকে খেলা। তবে শর্ট বল পেলে পুল মেরেছি। ওদের বাধ্য করেছি আমার পছন্দের জায়গায় বল ফেলতে। ব্রেভিসের সঙ্গে জুটিটা ভাল হয়েছে। সেই জুটিই আমাদের জয়ের ভিত গড়ে দিয়েছে।"রবিবার দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে টি-টোয়েন্টিতে দ্বিতীয় সর্বাধিক রানের ব্যবধানে হেরেছে ভারত। গত বারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে জয়ের কাছ থেকে হেরেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। সেই হারের বদলা নিয়েছে তারা। আর সেই বদলার নায়ক মিলার দেখিয়ে দিচ্ছেন, ভারতকেও হারানো সম্ভব। বাকি দলগুলিকে পথ দেখাচ্ছেন তিনি।

বাংলাদেশের মহিলা ক্রিকেটার জাহানারার অভিযোগ আংশিক প্রমাণিত, প্রাক্তন নির্বাচক মঞ্জুরুল নির্বাসিত

বাংলাদেশের প্রাক্তন অধিনায়ক জাহানারা আলমের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় নির্বাসিত করা হল মঞ্জুরুল ইসলামকে। এই শাস্তির কথা জানিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। বাংলাদেশের মহিলা ক্রিকেট দলের প্রাক্তন ম্যানেজার এবং নির্বাচক মঞ্জুরুলের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ তুলেছিলেন জাহানারা।বিসিবির পরিচালন পর্ষদের বৈঠকে মঞ্জুরুলের শাস্তির বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছে। বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, স্বাধীন তদন্ত কমিটি জাহানারার চারটি অভিযোগের দু'টির ক্ষেত্রে প্রাথমিক প্রমাণ পেয়েছে। বাকি দু'টি অভিযোগের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। মঞ্জুরুলের বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত। তাঁর কিছু কাজ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা অনুযায়ীও অসদাচরণ এবং হয়রানির মধ্যে পড়ে। তাই শাস্তি হিসাবে ভবিষ্যতে মঞ্জুরুলকে ক্রিকেট সংক্রান্ত কোনও কিছুর সঙ্গে যুক্ত করা হবে না। তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত বলে বিসিবির বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, গত বছর ৩০ জুনের পর থেকে বিসিবির কোনও দায়িত্বে নেই প্রাক্তন ক্রিকেটার। তিনি এখন এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি)-এর হয়ে কাজ করেন।বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম 'প্রথম আলো'র প্রতিবেদন অনুযায়ী, মঞ্জুরুলের শাস্তির মেয়াদ নিয়ে দু'ধরনের মতামত শোনা গিয়েছে। বিসিবি কর্তাদের একাংশ বলছেন, আজীবনের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে। আর একাংশের বক্তব্য, এ সংক্রান্ত পরবর্তী নির্দেশিকা পর্যন্ত নির্বাসনের শাস্তি। কারণ, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে প্রাথমিক প্রমাণের ভিত্তিতে।

জাগরণ 24 February, 2026, Tuesday আগরতলা ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ইং, ■ ১১ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার
■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে বর্তমান সরকার: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি: রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে বর্তমান সরকার। সাধারণ মানুষের উন্নয়ন ছাড়া কোন কথা নেই। আমাদের সরকার প্রকৃত অর্থে উন্নয়নে বিশ্বাস করে। অথচ বিরোধীরা ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়ন দেখতে পান না। আজ আগরতলা পুর নিগমের প্রতাপগড় ঋষি কলোনিস্থিত ৪৩ নং ওয়ার্ডে পুকুরের পুনরুজ্জীবন ও সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, ২০২৪ এর মার্চে এই প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়েছে। সময়ের মধ্যেই এই প্রকল্পের কাজ রূপায়িত হয়েছে। সম্প্রতি আমাদের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আগরতলায় এসেছেন। হিন্দি ভাষার প্রচার, প্রসার ও স্থানীয় ভাষাকে কিভাবে উন্নয়ন করা যায় ও সম্মান দেওয়া যায় সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আয়োজিত কার্যক্রমে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। উত্তর পূর্বাঞ্চল সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রায় ৩ হাজার প্রতিনিধি এখানে এসেছিলেন। তারা ত্রিপুরার উন্নয়ন দেখে খুবই আপ্লুত হয়েছেন। আগরতলাকে গেইট ওয়ে অফ ত্রিপুরা বলা যায়। বিশাল সংখ্যায় প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের কারণে থাকার জায়গাও কম মনে হয়েছে। তবে ত্রিপুরার মানুষ কিভাবে অতিথি বরণ করতে হয় সেটা জানেন। অনেকেই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার দর্শনীয় স্থান ঘুরে দেখেছেন।

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অ্যাক্ট ইস্ট পলিসির কারণে ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চল বিকাশের দিশায় এগিয়ে যাচ্ছে। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে অমৃত সরোবর গড়ার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রতিটি জেলায় ৭৫টি সরোবর করতে বলা হয়েছে। এজন্য ত্রিপুরাকেও টার্গেট দেওয়া হয়েছে। সেই টার্গেটের মধ্যে এখন পর্যন্ত প্রায় ৬৮২টি অমৃত সরোবর গড়ে তোলা হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মাটির নিচে থাকা জলস্তর ধরে রাখা। প্রধানমন্ত্রীর এই চিন্তাভাবনা এখন সারা ভারতবর্ষে পরিলক্ষিত হচ্ছে। উন্নয়ন ইস্যুতে বিরোধীদের ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। ডাঃ সাহা বলেন, ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নয়ন বিরোধীরা দেখতে পান না। উন্নয়ন না দেখার জন্য কালো চশমা পড়ে আছেন তারা। কারণ তাদের চোখে ছানি পড়ে গেছে। এজন্য অপারেশন করা দরকার তাদের। শুধু গত এক বছরে আমি সারা রাজ্যে প্রায় ১,৩০০ কোটি টাকার অধিক বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছি। আমাদের উন্নয়ন ছাড়া কোন কথা নেই। আর এই উন্নয়ন হচ্ছে সাধারণ মানুষের। প্রধানমন্ত্রী বলছেন সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত উন্নয়ন করতে হবে। সেই দিশায় কাজ করছে আমাদের সরকার। অথচ কমিউনিস্টদের নীতি ছিল যত বেশি গরীব রাখা যায় তত ভালো। যত বেশি অজ্ঞান বা পড়াশুনা না জানবে তত বেশি ভালো। কারণ পড়াশুনা জানলে নানা প্রশ্ন করবে তারা। আর আমাদের সরকার ও যশস্বী প্রধানমন্ত্রী চাইছেন যত বেশি মানুষ শিক্ষা দীক্ষা জানবেন, তাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন হবে ততই দেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। আমাদের সরকার নারীদের সামগ্রিক উন্নয়ন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রধানমন্ত্রী লাখপতি দিদি তৈরি করার জন্য গুরুত্ব দিয়েছেন। সেই লক্ষ্যে আমরা ত্রিপুরায় ১ লাখ ১৮ হাজার লাখপতি দিদি তৈরি করার লক্ষ্য নিয়েছি। সেই জায়গায় আমরা ১ লাখ ৮ হাজার লাখপতি দিদি তৈরি করেছি। অর্থাৎ শতাংশের দিক দিয়ে ৯৫। বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন প্রধানমন্ত্রীর চিন্তাভাবনাকে সামনে রেখে বলেছেন যে আমাদের মহিলাদের উদ্যোগপতি হিসেবে তৈরি করতে হবে। সেজন্য তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দিতে হবে। জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ হচ্ছেন মহিলা। কাজেই তাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন হলেই দেশ সামনের দিকে আরো এগিয়ে যাবে। ডাঃ সাহা বলেন, সারা আগরতলা শহরকে আমরা সাজিয়ে তুলেছি। শুধু আগরতলা নয়, আমরা রাজ্যের সমস্ত নগরগুলিকে উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করছি। আগরতলার ইস্টার্ন রিং রোডের কাজ শুরু হয়েছে। ওয়েস্টার্ন রিং রোড অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। এই রিং রোড তৈরি হলে আগরতলা শহরের যানজট কমে যাবে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, দক্ষিণ জোনের চেয়ারম্যান অভিজিত মল্লিক, নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব মিলিন্দ রামটেকে, অধিকর্তা মেঘা জৈন, পুর নিগমের অতিরিক্ত কমিশনার মিহির গোপ, সমাজসেবী অসীম ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

গৌরনগর ব্লকে উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শনে সাংসদ কৃতি সিং দেববর্মণ

আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি: বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ ও সরকারি প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে সোমবার গৌরনগর ব্লক পরিদর্শনে আসেন পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের সাংসদ কৃতি সিং দেববর্মন। এদিন তিনি ব্লকের একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত ও প্রকল্পস্থল ঘুরে দেখেন এবং স্থানীয় প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন।

পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, গৌরনগর ব্লকে বেশ কিছু সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে। পরিকাঠামো উন্নয়ন, পানীয় জল, রাস্তা সংস্কার ও বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধার কথা সামনে এসেছে। এসব সমস্যা সমাধানে দ্রুত সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি।

এদিন ব্লক কার্যালয়ে আয়োজিত এক পর্যালোচনা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক, পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা এবং বিভিন্ন দফতরের কর্মীরা। বৈঠকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সঠিক বাস্তবায়ন, স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং উপভোক্তাদের সরাসরি সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার ওপর জোর দেওয়া হয়।

ছাঁটাই হওয়া কমিউনিটি হেলথ গাইডদের গণধর্না

আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি: আজ বিভিন্ন দাবিতে আগরতলা সার্কিট হাউস সংলগ্ন এলাকায় ত্রিপুরা কমিউনিটি হেলথ গাইড কর্মী ইউনিয়নের উদ্যোগে এক গণধর্ণা কর্মসূচি সংগঠিত হয়। ধর্ণা শেষে ইউনিয়নের এক প্রতিনিধি দল মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিবের নিকট দাবি সনদ পেশ করে। বিভিন্ন দাবি সামনে রেখে ছাঁটাই হওয়া কমিউনিটি হেলথ গাইড কর্মীরা এদিন সার্কিট হাউস সংলগ্ন এলাকায় গণধর্ণায় সামিল হন।

উল্লেখ্য, গত বছর ১লা নভেম্বর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর থেকে হঠাৎ জারি করা এক বিবৃতির মাধ্যমে ৬০ বছর বা তার উর্ধে কর্মরত কমিউনিটি হেলথ গাইড কর্মীদের কোনো প্রকার সুবিধা ছাড়া অমানবিকভাবে ছাঁটাইয়ের ঘোষণা দেওয়া হয়।

এর প্রতিবাদে ছাঁটাই হওয়া কর্মীরা অবিলম্বে এআইটিইউসি -এর নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সেই সময় থেকেই এআইটিইউসি -এর নেতৃত্বে সারা রাজ্যে ছাঁটাই হওয়া সিএইচজি কর্মীরা সংগঠিত হতে থাকেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য সময় প্রার্থনা করেন। কিন্তু দীর্ঘদিন কোনো সদুত্তর না পাওয়ায় আজ বেলা ১২টা থেকে সার্কিট হাউস সংলগ্ন এলাকায় গণধর্ণা কর্মসূচি পালিত হয়।

ধর্ণা কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন এআইটিইউসি রাজ্য আহ্বায়ক, বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা ধনমণি সিনহা।

তিনি সিএইচজি কর্মীদের প্রতি সরকারের অবহেলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে ছাঁটাই নির্দেশ প্রত্যাহারের দাবি জানান। আজকের কর্মসূচির প্রধান দাবিসমূহ হলো কমিউনিটি হেলথ গাইড প্রকল্প চালু রাখা, বেআইনি ছাঁটাই নির্দেশ প্রত্যাহার ও ছাঁটাই সংক্রান্ত শ্বেতপত্র প্রকাশ, সিএইচজি কর্মীদের পি এস ইউ কর্মীদের ন্যায় মর্যাদা প্রদান, সি এইচ জি কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা ভাতা নিশ্চিত করা ইত্যাদি।

মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের বিপুল স্বর্ণ ও রূপা দান, প্রশাসনের উপস্থিতিতে পরিমাপ

আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি: এগারো মাস পর মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের গত এগারো মাসে ভক্তদের দানে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ ও রূপা জমা পড়েছে। জানা গেছে, এই সময়ে মোট ১ কেজি ৬৪৯ গ্রাম স্বর্ণ এবং ৮২০ গ্রাম রূপা দান হিসেবে সংগৃহীত হয়েছে।

সোমবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিক, মন্দির উপদেষ্টা কমিটির সদস্য এবং পুরোহিতদের উপস্থিতিতে মন্দির প্রাঙ্গণেই আনুষ্ঠানিকভাবে স্বর্ণ ও রূপার পরিমাপ ও নথিভুক্তিকরণ সম্পন্ন হয়। পুরো প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছতা বজায় রেখে সম্পন্ন করা হয় বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

মন্দির পরিচালন কমিটির এক সদস্য জানান, প্রতি বছরই ভক্তদের পক্ষ থেকে নগদ অর্থের পাশাপাশি স্বর্ণ ও রূপার অলঙ্কার, মুদ্রা ও অন্যান্য সামগ্রী দান করা হয়। নির্দিষ্ট সময় অন্তর সেগুলি হিসাব করে সরকারি বিধি মেনে নথিভুক্ত করা হয়। সংগৃহীত স্বর্ণ ও রূপা পরবর্তীতে সরকারি ট্রেজারিতে জমা রাখা অথবা নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী সংরক্ষণ করা হয়।

লেম্বুছড়ায় নির্মাণাধীন সিন্থেটিক ফুটবল গ্রাউন্ড পরিদর্শনে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি: লেম্বুছড়ায় নির্মাণাধীন সিন্থেটিক ফুটবল গ্রাউন্ড পরিদর্শনে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত লেম্বুছড়া এলাকায় নির্মাণাধীন আধুনিক সিন্থেটিক ফুটবল গ্রাউন্ড পরিদর্শন করলেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। তিনি জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের ঊর্ধতন আধিকারিক ও সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীদের সঙ্গে নিয়ে প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন এবং নির্মাণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন।

পরিদর্শনকালে মন্ত্রী নির্মাণকাজের গুণগত মান, প্রযুক্তিগত মানদণ্ড এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে উন্নত মান বজায় রেখে প্রকল্পটি সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। পাশাপাশি মাঠটির ভবিষ্যৎ রক্ষণাবেক্ষণ, পর্যাপ্ত আলো ব্যবস্থা, ড্রেনেজ সুবিধা এবং খেলোয়াড়দের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য অবকাঠামো নিশ্চিত করার বিষয়েও আলোচনা হয়।

মন্ত্রী জানান, এই অত্যাধুনিক কৃত্রিম ঘাসের ফুটবল মাঠ নির্মিত হলে এলাকার জনজাতি সহ সমগ্র যুব সমাজের জন্য একটি মানসম্মত ক্রীড়া পরিবেশ তৈরি হবে। এতে তরুণরা নিয়মিত অনুশীলনের সুযোগ পাবে এবং তাদের শারীরিক সক্ষমতা, মানসিক দৃঢ়তা ও নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশে সহায়তা করবে। তিনি আরও বলেন, খেলাধুলা যুব সমাজকে মাদক ও সামাজিক অবক্ষয় থেকে দূরে রেখে ইতিবাচক পথে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।এছাড়াও তিনি উল্লেখ করেন, এই ধরনের আধুনিক ক্রীড়া অবকাঠামো এলাকায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেরও নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে। মাঠটি চালু হলে স্থানীয়ভাবে ছোট ব্যবসা, খেলাধুলা সংশ্লিষ্ট পরিষেবা, দোকানপাট, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে বহু মানুষের আয়ের পথ খুলে যাবে। ফলে সরাসরি ও পরোক্ষভাবে এলাকাবাসী আর্থিকভাবেও উপকৃত হবেন।গ্রামীণ এলাকায় আধুনিক ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলার মাধ্যমে প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের বিকাশ ঘটানোই সরকারের অন্যতম লক্ষ্য বলে তিনি উল্লেখ করেন। মাঠটি চালু হলে ভবিষ্যতে এখান থেকে বহু প্রতিভাবান খেলোয়াড় উঠে এসে জেলা, রাজ্য ও জাতীয় পর্যায়ে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিনিধিত্ব করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। স্থানীয় বাসিন্দারা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, দীর্ঘদিনের দাবির পর এলাকায় এমন একটি উন্নতমানের ক্রীড়া সুবিধা বাস্তবায়িত হওয়ায় যুব সমাজ নতুন দিশা পাবে এবং এলাকায় একটি সুস্থ, প্রাণবন্ত ও ইতিবাচক সামাজিক পরিবেশ গড়ে উঠবে।উল্লেখ্য, যুব সমাজের সার্বিক উন্নয়ন, স্বাস্থ্যকর জীবনধারা গঠন, অর্থনৈতিক সম্ভাবনা সৃষ্টি এবং গ্রামীণ অঞ্চলে ক্রীড়া সংস্কৃতি বিকাশের লক্ষ্যে এই প্রকল্পকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

মোহনপুরে ন্যূনতম সহায়কমূল্যে ৩১৮.৮১ মেট্রিক ধান ক্রয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি: খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে এবং কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সহযোগিতায় মোহনপুর ব্লকের মোহিনীপুরস্থিত সরকারি খাদ্য গুদামে গত ১৮ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কৃষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। এই ধান ক্রয় কেন্দ্রে মোট ২০৪ জন কৃষকের কাছ থেকে ৩১৮.৮১ মেট্রিকটন ধান ক্রয় করা হয়েছে।

৬০ লক্ষ টাকার বার্মিজ সিগারেট সহ আটক এক

আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারী: গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ৬০ লক্ষাধিক টাকার বার্মিজ সিগারেট উদ্ধার করল শ্রীনগর থানার পুলিশ। ওই ঘটনায় একজন গাড়িচালককে আটক করা হয়েছে। ঘটনার বিবরণে এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, বাইপাস সংলগ্ন এলাকা দিয়ে একটি গাড়িতে করে নেশা সামগ্রী পাচার করা হবে। এমন খবর পেয়ে তৎপর হয়ে ওঠে শ্রীনগর থানার পুলিশ। এরপর নির্দিষ্ট এলাকায় নাকা চেকিং শুরু করা হয়। ওই সময় সন্দেহজনক একটি গাড়িকে থামিয়ে তল্লাশি চালানো হলে গাড়ির ভেতর থেকে ৩৭টি কার্টুন বার্মিজ সিগারেট উদ্ধার হয়। কার্টুনে ৩ লক্ষাধিক সিগারেটের উদ্ধার হয়েছে। যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা। সাথে পুলিশ একজনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পাচার চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত রয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

খেজুর বাগান গোয়ালা বস্তিতে সিআরপিএফের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি: সমাজমুখী উদ্যোগের অংশ হিসেবে সিআরপিএফ-এর ১২৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের পক্ষ থেকে সোমবার খেজুর বাগান গোয়ালা বস্তিস্থিত নিউ হিন্দি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন পঠন-পাঠন সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এই কর্মসূচির আওতায় পড়ুয়াদের হাতে খাতা, কলমসহ প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন ক্রীড়া সামগ্রীও প্রদান করা হয়।

আদালতকে নিরপেক্ষ ও নির্ভীক ভূমিকা পালন করতে হবে ঃ প্রদেশ কংগ্রেস

আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি: দেশের বিচারব্যবস্থা সাধারণ মানুষের শেষ ভরসাস্থল। তাই বিচারালয়ের পবিত্রতা ও মর্যাদা রক্ষায় সর্বস্তরের আদালতকে নিরপেক্ষ ও নির্ভীক ভূমিকা পালন করতে হবে। নির্বাচনের সময় ক্ষয়রাতি ঘোষণা, নগদ অর্থ বিতরণ সহ বিভিন্ন আর্থিক প্রলোভন সংক্রান্ত বিষয়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণকে ঘিরে এমনটাই প্রতিক্রিয়া জানাল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। সোমবার আগরতলায় এক প্রেস বিবৃতিতে দলের মুখপাত্র প্রদীপ চক্রবর্তী এই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। বিবৃতিতে বলা হয়, গত ১৯ ফেব্রুয়ারি দেশের সর্বোচ্চ আদালত এক মামলার শুনানিতে নির্বাচনের সময় ক্ষয়রাতি ঘোষণা ও নগদ অর্থ বিলির মতো বিষয়কে অনৈতিক, অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিকর এবং উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের পরিপন্থী বলে আখ্যা দেন। পাশাপাশি সরকারগুলিকে রাজনৈতিক দল ও নেতাদের এই ধরনের পদক্ষেপের পরিবর্তে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার পরামর্শও দেন মাননীয় বিচারপতিরা। প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই পর্যবেক্ষণকে স্বাগত জানানো হয়েছে।

দলের দাবি, জাতীয় কংগ্রেস দীর্ঘদিন ধরেই এই ধরনের নির্বাচনি প্রলোভনের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে আন্দোলন ও প্রচার চালিয়ে আসছে। গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্যে এ নিয়ে ধারাবাহিকভাবে সরব থেকেছে কংগ্রেস।

তবে একইসঙ্গে বিবৃতিতে বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্নও তোলা হয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেসের বক্তব্য, দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মতো বিচারালয় নিয়েও সাধারণ মানুষের একাংশের মধ্যে আস্থাহীনতা তৈরি হয়েছে। যদিও বিচারালয়ের প্রতি সম্মান বজায় রেখেই তারা দাবি করেছে, কিছু ক্ষেত্রে শাসক দলের পক্ষে অনুকূল ভূমিকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

বিবৃতিতে অতীতের একাধিক ঘটনার উল্লেখ করে বলা হয়, নির্বাচনের আগে নগদ অর্থ প্রদান বা আর্থিক সুবিধা ঘোষণা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার নজির রয়েছে। বিশেষ করে কয়েকটি রাজ্যে নির্বাচনের প্রাক্কালে সরকারি তহবিল থেকে অর্থ বিতরণ এবং নির্বাচনি বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে সর্বোচ্চ আদালতে মামলা দায়ের করা হলেও সব ক্ষেত্রে একরকম সক্রিয়তা দেখা যায়নি বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

এছাড়া, সম্প্রতি একটি রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর কিছু বিতর্কিত মন্তব্য সংক্রান্ত অভিযোগ নিয়েও সর্বোচ্চ আদালতে আবেদন জানানো হলেও মামলাটি সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্রের বক্তব্য, দেশের বিচারব্যবস্থা সাধারণ মানুষের শেষ ভরসাস্থল। তাই বিচারালয়ের পবিত্রতা ও মর্যাদা রক্ষায় সর্বস্তরের আদালতকে নিরপেক্ষ ও নির্ভীক ভূমিকা পালন করতে হবে। একইসঙ্গে কোনও রায় শাসকগোষ্ঠীর পছন্দ না হলে তা কার্যকর করতে বিলম্ব বা আইন পরিবর্তনের প্রবণতা থেকেও বিরত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

প্রদেশ কংগ্রেস আশা প্রকাশ করেছে, দেশের সর্বোচ্চ আদালত ও অন্যান্য বিচারালয় ভবিষ্যতে এ ধরনের সংবেদনশীল বিষয়ে নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রেখে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে আরও শক্তিশালী করবে।

আই.জি.এম. হাসপাতালের ই.এন.টি. ডিপার্টমেন্টের সাফল্য, কিশোরীর কানে সফল জটিল অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি: রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবায় আগরতলার ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়্যাল (আইজিএম) হাসপাতালের চিকিৎসক সহ স্বাস্থ্যকর্মীদের জটিল রোগের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল (আইজিএম) হাসপাতালে রোগীরা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মাধ্যমে উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা লাভ করে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরছেন। সিপাহীজলা জেলার অন্তর্গত বিশালগড় মানিকপুরের বাসিন্দা ১৮ বৎসরের এক কিশোরী ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল (আইজিএম) হাসপাতালে গত ৩ ফেব্রুয়ারি ভর্তি হন। তার কানের মধ্য বিগত দুই বছর যাবৎ দুর্গন্ধযুক্ত জল পড়া, কানের মধ্যে সবসময় একটা শো-শো শব্দ শুনতে পাওয়া সহ মাথা ঘোরানো ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে আইজিএম হাসপাতালের ইএনটি চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা শুরু হয়।

ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ ইএনটি চিকিৎসক ডাঃ লক্ষণ ভট্টাচার্য রোগীনির প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে কানের সিওএম (আরটি) ইউথ কোলেস্টিয়াটোমা নামে একটি রোগের বিস্তার লক্ষ্য করেন। তাতে রোগীর কানের পর্দার পিছনে মধ্যকর্ণে সৃষ্ট একটি অস্বাভাবিক ক্ষয়কারী ত্বকের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করেন। যার ফলে এটি দীর্ঘস্থায়ী কানের সংক্রমণ ঘটাতে পারে এবং কানের হাড় ক্ষয় করে শ্রবণশক্তি কমিয়ে দিতে পারে। উক্ত সমস্যায় অস্ত্রোপচারের মাধ্যমেই একমাত্র কানের সঠিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব। আইজিএম হাসপাতালের ইএনটি ডিপার্টমেন্টের চিকিৎসক ডাঃ লক্ষণ ভট্টাচার্য গত ১২ ফেব্রুয়ারি রোগীকে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন। আইজিএম হাসপাতালের ইএনটি ডিপার্টমেন্টে উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থায় বিশেষজ্ঞ ইএনটির বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ ভট্টাচার্য এমআরএম ইউথ ওসিকুলোপ্লাস্টি প্রসিডিউরে রোগীর মধ্যকর্ণে অসিকুলার চেইন মেরামত বা পুনর্গঠন অস্ত্রোপচার করেন। উক্ত অস্ত্রোপচারে অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট ছিলেন ডাঃ প্রদীপ জমাতিয়া তার সঙ্গে নার্সিং অফিসার ছিলেন কাকলি চক্রবর্তী ও চন্দনা পাল। আইজিএম হাসপাতালের ইএনটি ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সফল অস্ত্রোপচার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরলস স্বাস্থ্য পরিষেবায় রোগী দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠেন।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স উপস্থাপন করেছে 'শ্রীচরনেষু মা' নতুন বছরে মা-দের প্রতি এক বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি

আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি।। প্রতি বছরের মত এই বছরও শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে আগরতলায় সান্ধ্যনীড়ে 'শ্রীচরনেষু মা' অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেন। 'শ্রীচরনেষু মা', আসলে এক বিশেষ মাতৃ উদযাপন, সেই সব মায়েদের শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার জন্য যারা জানেন যে মাতৃত্ব আসলে কী। এটি এমন এক উদ্যোগ যা সমস্ত সম্পর্কের মধ্যে মাকে সম্মান জানানোর জন্য, তাদের চরনে হাত দিয়ে প্রণাম জানানোর মতো এক ঐতিহ্য। এই বছরের উদযাপনটি মায়েদের থাকার জায়গা আগরতলায় সান্ধ্যনীড়- এ আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানটি সেই সব মায়েদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছে যারা এখন জীবনের সায়াহ্নে এসে পৌছেছেন, যাদের এই সময়টা অনেক ভালোবাসা ও যত্নের প্রয়োজন হয়। তাই তাদের জন্য অনেক ভালবাসা, উপহার ও আনন্দ দিয়ে ভরিয়ে তোলা হয়েছিল।

এই বিশেষ দিন উপলক্ষ্যে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স - কর্তৃপক্ষ মায়েদের প্রত্যাহিক কাজের সুবিধার জন্য ১,২০, ০০০/- টাকার চেক তুলে দিয়েছেন। এদিন মায়েদের মুখের যে দীপ্তি ফুটে উঠেছিল তাদের মনের ও হৃদয়ের সমস্ত আনন্দকে প্রতিফলিত করছিল। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স- এর ডিরেক্টর অর্পিতা সাহা বলেন, "মাতৃ ঋণ কখনোই শোধ করা যায় না, কিন্তু স্বীকার করা যায়। 'শ্রীচরনেষু মা' সেই ঋণ স্বীকার এর প্রচেষ্টা। একই সাথে, আমরা জুয়েলারি শোরুমের চার দেয়ালের বাইরে এমন কিছু করার চেষ্টা করি যাতে সমাজের কাজে লাগতে পারি। সামাজিক কোনো কাজে যখনই কোনো দরকার পড়েছে তখন আমরা পাশে থাকার চেষ্টা করেছি"।" তিনি আরো বলেন, " আগরতলায় সান্ধ্যনীড়" এ 'শ্রীচরনেষু মা' উদযাপন করতে পেরে খুবই আনন্দ পেয়েছি। কারণ এই উদযাপন মায়েদের মুখে যে হাসি ও দীপ্তি ফুটিয়ে তুলেছে তার চেয়ে এই পৃথিবীতে আর মূল্যবান কিছু নেই।"

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের আরেক ডিরেক্টর ঋষিরূপ সাহা বলেন, "মায়েরা আমাদের এই পৃথিবীতে নিয়ে আসেন। মায়ের প্রতি যত্ন নেওয়া প্রতিটি ছেলে ও মেয়ের দায়িত্ব।

বিশেষ করে এমন বয়সে যখন তিনি নিজেকে সামলাতে পারেন না। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের 'শ্রীচরনেষু মা' সেদিক থেকে দেখলে এমনই এক পদক্ষেপ যা মায়েদের মুখে এক রৌদ্রোজ্জ্বল হাসি ফোটাতে পারে যারা এখন জীবন সায়াহ্নে এসে পৌঁছেছেন।" এদিনের কর্মসূচী একসাথে সবাই মিলে মধ্যাহ্ন ভোজের মধ্য দিয়ে শেষ হয় যা এক মিষ্টি সুরের রেশ ছেড়ে যায়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 24-02-2026, 01:22